৫৭ বছরের ঐতিহ্যবাহী সাপ্তাহিক পত্রিকা

আলিপুর বার্তা

কলকাতা ঃ ৫৭ বর্ষ, ৪২ সংখ্যা, ১৯ শ্রাবণ – ২৫ শ্রাবণ, ১৪৩০ ঃ ৫ আগস্ট – ১১ আগস্ট, ২০২৩

Kolkata : 57 year : Vol No.: 57, Issue No. 42, 5 August - 11 August, 2023

৮ পাতা, মূল্য ৩ টাকা

ফিরে দেখা ৫০

শব্দহীন ইতিহাসের ভাষাকে বাঙ্ময় করে তুলতে সেদিনের শব্দচয়ন ও বানান অবিকৃত রেখে এবার আপনাদের সামনে তুলে ধরব ৫০ বছর আগের কিছু সংবাদ, প্রবন্ধ।

তিনের পাতায়

নিখিলবঙ্গ কল্যাণ সমিতির সাংস্কৃতিক বিভাগ মাঙ্গলিকী

৭ এর পাতায়

দিনগুলি মোর...

সাত দিন, সাত সকাল। গত সাতটা দিন কোন কোন খবর আমাদের মন রাঙালো। কোন খবরটা এখনও টাটকা। আবার কোনটা একেবারেই মুছে গেল মন থেকে। গত সাতটা দিনের রঙ বেরঙের খবরের ডালি নিয়ে এই বিভাগ। আমাদের সপ্তাহ শুরু শনিবার, শেষ শুক্রবার।

শনিবার : মামলা পাল্টা মামলার জেরে সুপ্রিম কোর্টের

নির্দেশে স্থগিত হয়ে গেল ২০২২ সালের বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী প্রাথমিক শিক্ষক পদে নিয়োগ। ৪ সপ্তাহ পরে ফের এই মামলার শুনানী। হতাশ চাকরিপ্রার্থীরা।

রবিবার : ডেঙ্গিতে জুলাই মাসের নবম মৃত্যু নদিয়ার কাষ্ঠডাঙ্গার যুবক

রমেশ দাসের। বর্ষা শুরু হতেই রাজ্যে শুরু হয়েছে ডেঙ্গির প্রকোপ। শহর বা গ্রাম সবাই সামিল ডেঙ্গি মিছিলে। হেলদোল নিয়ে স্বাস্থ্য বিভাগের।

সোমবার : পঞ্চায়েত নির্বাচনের আগে থেকে গ্রাম বাংলায় শুরু

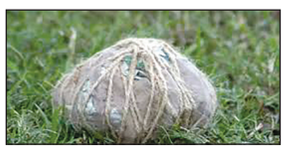

হওয়া বোমা গুলির আস্ফালন এখনও কমল না। উত্তর ২৪ পরগনার বারাসতের নলকোড়ায় মাঠে খেলতে গিয়ে বোমায় আহত হল আর এক শৈশব। হিংসার অপবাদ কিছুতেই কাটছে না বাংলার গা থেকে।

মঙ্গলবার : রামনবমীতে হিংসার তদন্তভার এনআইএ–কে

দিয়েছিল কলকাতা হাইকোর্ট। একে চ্যালেঞ্জ করে রাজ্য গিয়েছিল সুপ্রিম কোর্টে গেলে তা খারিজ হয়। এরপর ওঠে অসহযোগিতার অভিযোগ। এবার তদন্ত শেষ করতে কড়া নির্দেশ বিচারপতির।

বুধবার : পঞ্চায়েত ভোটে কারচুপির অভিযোগে অভিযুক্ত

উলুবেড়িয়া ১ ব্লকের বিডিও ধমক খেলেন কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতির। হাইকোর্ট নিযুক্ত কমিটির সাসপেন্ড করার সুপারিশের বিরুদ্ধে আদালতের দ্বারস্থ হয়েছিলেন বিডিও।

বৃহস্পতিবার : পশ্চিমবঙ্গের এসডিও–দের সার্টিফিকেট

নিয়েই পাক নাগরিক ভারতীয় সেনাবাহিনীতে ঢুকে পড়েছে বলে প্রাথমিক তদন্তে চিহ্নিত করল সিবিআই। আদালতে পেশ করা সিবিআই–এর রিপোর্টে এমন মন্তব্য করা হয়েছে।

শুক্রবার : ২০১২ সালে পূর্ব মেদিনীপুরে শিক্ষক নিয়োগে

স্বজনপোষণের মামলায় চাকরিরত ৩৯২৪ জন শিক্ষকের থেকে হলফনামা নেওয়া শুরু হল। নিয়োগ কমিটির সদস্যদের সঙ্গে চেনা ছিল কিনা জানিয়ে হলফনামা দিতে হচ্ছে।

সবজান্তা খবরওয়ালা

ধাঁধার মোড় বেহালার চৌরাস্তা

শিশু পড়ুয়ার মৃত্যুতে কাঠগড়ায় পুলিশ

নিজস্ব প্রতিনিধি : গত শুক্রবার ভোরবেলায় বাবার সঙ্গে স্কুলে যাওয়ার জন্য রাস্তা পার হওয়ার সময় তীব্র গতির লরির ধাক্কায় মৃত্যু হলো বেহালার বড়িশা হাই স্কুলের প্রাথমিক বিভাগের দ্বিতীয় শ্রেণির ছাত্র সৌরনীল সরকারের। ঘটনা স্থলেই তার মৃত্যু হয়। বাবা সরোজ কুমার সরকার গুরুতর জখম অবস্থায় এস এস কে এম হাসপাতালের ট্রমা কেয়ার সেন্টারে চিকিৎসাধীন। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে সকাল সাড়ে ছ'টা থেকে বেহালা চৌরাস্তা মানুষের ক্ষোভে রণক্ষেত্রের চেহারা নেয়। অবরুদ্ধ হয়ে পড়ে ডায়মন্ড হারবার রোড। ক্ষিপ্ত জনতা পুলিশের গাড়ি, বাইকে আগুন ধরিয়ে দেয়। আগুন লাগানো হয় একের পর এক বাসেও। পুলিশকে লাঠি চার্জ ও কাঁদানে গ্যাস ফাটিয়ে পরিস্থিতি সামলাতে হয়। উত্তপ্ত জনতা ডায়মন্ড হারবারে পুলিশ গার্ডের অফিসে ঢুকে ভাঙচুর চালায়। পুলিশের অভিযোগ, তাদের এক কর্মীর মাথা ফাটিয়ে দেয় উত্তপ্ত জনতা যাকে স্থানীয় একটি বেসরকারী হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। বাকিরা পালিয়ে বাঁচে।

এরপর পাঁচের পাতায়

সন্তানহারা মায়ের কান্না ছবি : অরুণ লোধ

বড়িষা স্কুল কর্তৃপক্ষ ও অভিভাবকদের দীর্ঘ দিনের দাবি সত্ত্বেও স্কুলের সামনে ট্রাফিক পুলিশ নিয়োগ হলো না কেন? পুলিশ মন্ত্রী ও পুলিশ কমিশনার জবাব দাও।

স্কুলের সময়ে স্কুলের ভেতরে কাঁদানো গ্যাসের সেল ফাটানো হলো কেন বেহালা থানা জবাব দাও। দোষীদের শাস্তি দাও।

রোজ সকালে ট্রাক থেকে পুলিশের তোলা আদায়ের অভিযোগের তদন্ত ও শাস্তি চাই।

পাশের বেসরকারি স্কুলে পুলিশ ও ট্রাফিক পুলিশ থাকে। অথচ পাশের সরকারি স্কুল বড়িষা হাই-তে ১০০০ ছাত্র থাকা সত্ত্বেও ট্রাফিক পুলিশ থাকে না কেন?

এই বৈষম্যের জবাব চাই।

এপিডিআর দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলা কমিটি।

শিক্ষার মতো স্বাস্থ্য পরিষেবাও রসাতলে যেতে পারে

আশঙ্কায় জয়েন্ট প্লাটফর্ম অফ ডক্টরস

নিজস্ব প্রতিনিধি : ২ আগস্ট কলকাতা প্রেস ক্লাবে জয়েন্ট প্লাটফর্ম অফ ডক্টরস সংগঠন এক সাংবাদিক সম্মেলনের আয়োজন করেছিল। উপস্থিত ছিলেন জয়েন্ট কনভেনর ডাঃ পুণ্যব্রত গুণ, ডাঃ হীরালাল কোনার। এছাড়াও বক্তব্য রাখেন ডাঃ মানস গৌটে। সংগঠনের পক্ষ থেকে এক প্রেস নোটে তাঁরা জানান, রাজ্যে জোড়া সার্বিক অভূতপূর্ব অরাজক পরিস্থিতির আবহে, সাযুজ্যপূর্ণ ভাবেই স্বাস্থ্য ক্ষেত্রে সাম্প্রতিক সময়ে যে ভয়াবহ অবস্থা সৃষ্টি হয়েছে এবং প্রত্যেক দিন বেলাগাম দুর্নীতি ও মেডিকেল শিক্ষায় নগ্ন রাজনৈতিক হস্তক্ষেপ ও স্বজনপোষণের যে চিত্র সংবাদ মাধ্যমে আসছে তাতে জয়েন্ট প্লাটফর্ম অফ ডক্টরস ক্ষুব্ধ ও ব্যথিত। আমরা মনে করি সমাজের শুভবুদ্ধি সম্পন্ন সমস্ত সহনাগরিক যদি অবিলম্বে তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদে সামিল না হয়, তাহলে রাজ্যের স্বাস্থ্য পরিষেবা ধ্বংস হয়ে যাবে ও রাজ্যের মেডিকেল শিক্ষার গরিমা প্রশ্নের মুখে পড়বে। এবং আগামীতে সমাজে তার গুরুতর প্রভাব পড়ার সম্ভাবনা আছে।

জয়েন্ট প্লাটফর্ম অফ ডক্টরস তার কাঙ্খিত পেশাগত ও সামাজিক দায়বদ্ধতার জায়গা থেকে গণতান্ত্রিক পরিসরের সম্ভাব্য বিভিন্ন দরজায় রোজ কড়া নেড়ে চলেছে। রাজ্য স্বাস্থ্য প্রশাসন সহ মুখ্য সচিব এবং মাননীয় রাজ্যপাল এর কাছে তথ্য সম্বলিত প্রতিবাদে পত্র পাঠানো হচ্ছে। একটা বিষয় এক্ষেত্রে বিশেষভাবে উল্লেখ করা জরুরি এই যে সংখ্যাগরিষ্ঠ। প্রায় সবাই মেডিকেল ছাত্র ও শিক্ষক চিকিৎসকরা এই সমস্ত অনভিপ্রেত রাজনৈতিক নোংরামির সরাসরি বিরুদ্ধে। শাসক দলের বিশেষ কিছু ছাত্রনেতা ছাড়া, সমস্ত ছাত্রছাত্রীরাই নিজেদের যোগ্যতা প্রমাণে স্বচ্ছতার সাথে পরীক্ষা দিতে আগ্রহী এবং একই সাথে অধিকাংশ শিক্ষক চিকিৎসকরা পরীক্ষা পদ্ধতিতে কোনোরকম শিথিলতা ও আপোসে রাজী নন। দুর্ভাগ্যজনক হল, শাসক দলের মেডিক্যাল ফ্রন্টের বিশেষ করে মেডিক্যাল কাউন্সিলের নির্বাচনকে প্রহসনে পরিণত করে নির্বাচিত সদস্যদের কার্যকলাপে স্বাস্থ্য ও চিকিৎসা শিক্ষা খাদের কিনারায় চলে যাচ্ছে।

এরপর পাঁচের পাতায়

রুপিতে বৈদেশিক বাণিজ্য শুরু যুগান্তকারী পদক্ষেপ ভারতের

কল্যাণ রায়চৌধুরী

আধুনিক বিশ্ব বাণিজ্যে ডলার একটি গুরুত্বপূর্ণ অর্থনৈতিক বিনিময় মাধ্যম। গত কয়েকমাস ধরে সেই ডলারের ঘাটতি ঘটার ফলে ভারতের প্রতিবেশী দেশ বাংলাদেশ গভীর অর্থনৈতিক সঙ্কটে পড়ে। সূত্রের খবর অনুযায়ী, প্রতিবেশী দেশ বাংলাদেশের ডলারের মজুত ভাণ্ডারে টান পড়ায় অত্যাবশ্যকীয় পণ্য আমদানি করতে পারছে না তারা। এশিয়ার দ্বিতীয় বৃহত্তম স্থলবন্দর হল ভারতের পেট্রাপোল। ভারত–বাংলাদেশের সীমান্তবর্তী উত্তর চব্বিশ পরগণার এই স্থল বন্দর দিয়ে প্রতিদিন প্রায় ৬০০ থেকে ৭০০ ট্রাক যাতায়াত করে। এবং প্রায় ৩০ হাজার কোটি টাকার লেনদেন হয় বলে সংশ্লিষ্ট সূত্রের দাবি। অন্যদিকে বাংলাদেশের প্রধান স্থল বন্দর হল বেনাপোল। বাংলাদেশের এই ডলার সঙ্কটের সময় ভারত–বাংলাদেশ সীমান্ত বাণিজ্যকে সচল রাখতে উদ্যোগী হয় ভারত। রুপি অর্থাৎ ভারতীয় মুদ্রায় লেনদেনের অনুমোদন দেয় ভারত সরকার। এই সিদ্ধান্ত যেমন বাংলাদেশের বাণিজ্যিক সঙ্কট দূরীকরণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেবে, তেমনই এই সিদ্ধান্ত বলে ভারত সরকারের একটি কূটনৈতিক জয় মনে করছেন বিশেষজ্ঞ মহল। তাদের মতে, ভারত সরকারের এই পদক্ষেপ যেমন ভারত–বাংলাদেশ সীমান্তে ডলারের দাদাগিরিকে কিছুটা হলেও নিয়ন্ত্রণ করবে, তেমনই চিনের দিকেও একটি সতর্কবার্তা ছুঁড়ে দেওয়া হল

এই সিদ্ধান্তে। ইতিপূর্বে রাশিয়া–ইউক্রেন যুদ্ধের সময় রাশিয়া থেকে অপরিশোধিত তেল কেনার সময় রুপি এবং রুবেলকে বিনিময় যোগ্য করার উদ্যোগ নেয় ভারত। এই চেষ্টা আরও কয়েকটি দেশের সঙ্গে সফল হলে, আন্তর্জাতিক বাজারে ভারতীয় মুদ্রা 'রুপি'র দাম বাড়বে। এতদিন ডলারে পণ্য কেনার সময় একবার এবং বিক্রি করার সময় আর একবার অর্থাৎ দু'বার ব্যাঙ্ক কমিশন লাগত। কিন্তু রুপিতে পণ্য কেনার সময় বাংলাদেশের আর সেই ব্যাঙ্ক কমিশন লাগছে না।

পরিসংখ্যানগত তথ্য অনুযায়ী, ২০১৮–১৯ সালে বাংলাদেশ ভারত থেকে আমদানি করে ৭৬৮ কোটি ডলারের পণ্য এবং রপ্তানি করে ১২৪ কোটি ডলারের পণ্য। ফলে ঘাটতি থাকে প্রায় ৬৪৮ কোটি ডলারের। এভাবে ২০১৯–২০তে তাদের ঘাটতি থেকে যায় প্রায় ৪৭০ কোটি ডলারের। ২০২০–২১ সালে একলাফে সেই ঘাটতি বেড়ে দাঁড়ায় ১৪২০ কোটি ডলারে। ২০২১–২২ সালে ভারত বাংলাদেশের মধ্যে বাণিজ্য হয় ১ হাজার ৫৬৮ কোটি ডলারের। সেক্ষেত্রেও ঘাটতি থেকে যায় প্রায় ১ হাজার ২২০ কোটি ডলার। এভাবে প্রতিবছর ডলারের বিপুল ঘাটতি বাংলাদেশকে আর্থিক সঙ্কটের মুখে ঠেলে দিয়েছে। এমতাবস্থায় ভারতীয় মুদ্রা ও বাংলাদেশি মুদ্রা (রুপি ও টাকা) রূপান্তর যোগ্য না করলে রপ্তানি বাণিজ্য ধাক্কা খেত। ফলে এক্ষেত্রে বাংলাদেশের নাগরিক ও ব্যবসায়ীরা ভারতের প্রধানমন্ত্রী ও বিদেশনীতিকে অভিনন্দন জানিয়েছেন।

এরপর পাঁচের পাতায়

দুয়ারে এমএসএমই ক্যাম্প

সুব্রত মন্ডল

দুয়ারে এমএসএমই ক্যাম্প শুরু হল গত ১ আগস্ট থেকে চলবে ১৮ আগস্ট পর্যন্ত। গত ২ আগস্ট অনুষ্ঠিত হল বারুইপুর মহকুমার জয়হিন্দ অডিটোরিয়ামে জেলা পর্যায়ের ক্যাম্প। উপস্থিত ছিলেন মন্ত্রী বঙ্কিমচন্দ্র হাজরা, ডব্লু বি এস আই ডি সি এল–এর ম্যানেজিং ডিরেক্টর নিখিল নির্মল, অতিরিক্ত জেলা শাসক শঙ্খ সাঁতরা, অদিতি চৌধুরী, ডিআরডিসি প্রজেক্ট ডিরেক্টর দেবহূতি ইন্দ্র, বারুইপুর মহকুমা শাসক সুমন পোদ্দার এবং অন্যান্য বিশিষ্ট অতিথিবর্গ। ক্যাম্পে বিভিন্ন দপ্তরের ২২ টি স্টল ছিল।

খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ শিল্প ও উদ্যান পালন দপ্তর দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলা পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন দপ্তর, দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা ভূমি ও ভূমি সংস্কার এবং উদ্বাস্তু এাণ

এরপর পাঁচের পাতায়

ঝাঁ চকচকে সাগরদ্বীপে নদীবাঁধ ভাঙনই চিন্তার কারণ

কুণাল মালিক

একসময় প্রবাদ ছিল 'সব তীর্থ বারবার, গঙ্গাসাগর একবার'। কিন্তু কালের আবর্তনে সাগরদ্বীপের প্রতিকূল পরিস্থিতির ব্যপক উন্নতি হয়। নদী পথে সড়ক পথে পরিবহন ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন ঘটে। বিশেষ করে তৃণমূল সরকারের আমলে সাগরদ্বীপ পর্যটকদের কাছেও আকর্ষণীয় পর্যটন ক্ষেত্র হয়ে ওঠে। মসৃণ রাস্তা, কচুবেড়িয়া ফেরিঘাটে স্থাপত্য–ভাস্কর্য, মন্দির সংলগ্ন এলাকায় সৌন্দর্যায়ণ, ডালা আর্কেড, ফুডকোর্ট সহ একাধিক ভবন তৈরি হয়। ২৪ ঘন্টা বিদ্যুতেরও ব্যবস্থা হয়। গত কয়েক বছরে গঙ্গাসাগর মেলা প্লাসটিকবিহীন পরিবেশ বান্ধব এবং ডিজিটাল হয়ে ওঠে। এ ব্যাপারে পশ্চিমবঙ্গ সরকার তথা দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলা প্রশাসন, সাগর ব্লক, পঞ্চায়েত সমিতি সর্বোপরি সাগরের বিধায়ক তথা সুন্দরবন উন্নয়ন মন্ত্রী বঙ্কিম চন্দ্র হাজরার ভূমিকা অনস্বীকার্য।

কিন্তু এত কিছু ভালোর মধ্যেও প্রকৃতির কাছে মানুষ বড় অসহায়। সাগরদ্বীপবাসীরা নদী বাঁধ ভাঙনের কারণে সর্বদা আতঙ্কিত। প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে সর্বদা আতঙ্কিত। কোটালের সময় আতঙ্কের প্রহর গোণে মানুষ। কপিলমুনির মন্দির সংলগ্নতট ক্রমশই ভাঙছে। গতবার মেলার সময় কোন রকমে ১, ২ ও ৩ নম্বর বিচের সমুদ্রতট টেট্রাপট পদ্ধতির মাধ্যমে বাঁচানো গিয়েছিল। কিন্তু বর্তমানে যা অবস্থা, ওখানে নতুন করে কিছু একটা করতেই হবে। সাগরের বিডিও সুদীপ্ত কুমার মণ্ডল জানালেন, আমরা ৪ ও ৫ নম্বর বিচে স্নানের ব্যবস্থা করেছি। ওখানে দোকান বসছে। সেচ দপ্তরের আধিকারিকরা ১, ২ ও ৩ নম্বর বিচ সংলগ্ন তট রক্ষার জন্য চিন্তাভাবনা করছে। অন্যান্য নদীবাঁধের সংস্কারের কাজ শুরু হয়েছে।

সাগর পঞ্চায়েত সমিতির বিদায়ী সভাপতি স্বপন প্রধান জানালেন, সারা বছরই সাগরদ্বীপের কোন না কোন কর্নারে নদী বাঁধের কাজ হয়। এবারও হচ্ছে। চকফুলডুবি, ধবলাট, মহিষমারি এলাকায় মেশিন নামিয়ে কাজ হচ্ছে। বঙ্কিমনগর, সুমতিনগর, এলাকায় পাইলিং করে টেট্রাপট পদ্ধতিতে নদী বাঁধ রক্ষা করা গেছে। দুর্গাপুজোর পর সর্বত্র কাজ শুরু হবে।

তবে ৩০ জুলাই আবারও কোটাল আসার কথা। তার আগে নদী বাঁধ কতটা পাকাপোক্ত করা যায় সেটাই এখন দেখার।

সাগরের চক ফুলডুবিতে ভাঙন

ছবি : বিল্ব রায়

নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের রাজনৈতিক পরিচয় নিরপেক্ষ গণতন্ত্রের পরিপন্থী

গণতন্ত্রের অশ্রুপাত/৩

শক্তি ধর

ভারতীয় গণতন্ত্রে সকলের অধিকার সুরক্ষার কথা বলা আছে। ছত্রে ছত্রে নিরপেক্ষ প্রশাসনের উল্লেখ রয়েছে। অথচ গণতন্ত্রের প্রথম স্তম্ভ আইন প্রণয়নকারী জনপ্রতিনিধিরাই দলীয় পরিচিতিতে পরিচিত। সাংসদ থেকে শুরু করে প্রশাসনের একেবারে নিচুস্তর গ্রাম পঞ্চায়েতের সদস্য পর্যন্ত যারা জনগণের ভোটের মাধ্যমে নির্বাচিত হন প্রত্যেকের পরিচয় দলীয় প্রতিনিধি হিসাবে, আপামর মানুষের প্রতিনিধি হিসাবে নয়। আমরা প্রায় প্রত্যেকেই অমুক দলের মন্ত্রী বা অমুক দলের সাংসদ বা অমুক দলের বিধায়ক এমনকি অমুক দলের প্রধান বা সদস্য বলে জনপ্রতিনিধিদের সম্মোধন করি। ভেবে দেখুন, সত্যি কি কোনো জনপ্রতিনিধির আগে কোনো দলের তকমা থাকা উচিত? তারা তো শাসক, বিরোধী, বিশেষ করে সাধারণ মানুষের সকলের প্রতিনিধি। আসলে জনপ্রতিনিধিদের সার্বজনীনতা নিয়ে সংবিধানে পরিষ্কার করে কিছুই বলা নেই। আর বলা নেই বলেই প্রত্যেক নির্বাচিত জনপ্রতিনিধি নির্দ্বিধায় নিজের পদের সঙ্গে দলীয় পরিচয় বহন আনন্দ পান। দলীয় পরিচয়েই দলীয় সভা সমিতিতে বক্তৃতা দেন, দলীয় কর্মসূচি পালন করেন। এভাবে কি দল মত নির্বিশেষে নিরপেক্ষেতা বজায় রাখা সম্ভব। একটি নির্দিষ্ট দলের সমর্থক হয়ে কি সকলের জন্য আইন প্রণয়নের অধিকার জন্মায়। গণতন্ত্রপ্রিয় যে কোনো মানুষই বলবে নিরপেক্ষ আইন তৈরী করতে হলে দল মতের উর্দ্ধে উঠতে হবে। তবেই নিরপেক্ষ প্রশাসন উপহার দেওয়া সম্ভব। কিন্তু যুগের পর যুগ ধরে এভাবেই চলেছে ভারতের সাংবিধানিক গণতন্ত্র।

ভারতীয় সংবিধানের '৫১ক' ধারায় মৌলিক কর্তব্যসমুহের উল্লেখ আছে। এরই 'ঙ' উপধারায়

বলা আছে, 'ধর্মীয়, ভাষাগত ও আঞ্চলিক বা শ্রেণীগত বিভিন্নতা অতিক্রমপূর্বক ভারতের জনগণের সকলের মধ্যে সমন্বয় ও সাধারণ ভ্রাতৃত্ববোধ প্রোন্নত করা, নারীজাতির মর্যাদার হানিকর আচরণ পরিত্যাগ করা,' অর্থাৎ এক কথায় সকলের প্রতি নিরপেক্ষেতা বজায় রাখা। কিন্তু কোনো একটি নির্দিষ্ট দলের মনোনীত হয়েও যখন কেউ সকলের জনপ্রতিনিধি নির্বাচিত হয়ে রাজনৈতিক পরিচয় অক্ষুন্ন রাখেন, কোনো একটি নির্দিষ্ট দলের হয়ে মত প্রকাশ করেন তাঁর পক্ষে কি সকলের প্রতি প্রকৃত নিরপেক্ষে হওয়া সম্ভব। আর সম্ভব না বলেই প্রশাসন শাসক দলের দলদাসে পরিণত হয়। জনগন তাদের নিজেদের অধিকার রক্ষা করতে ব্যর্থ হয়। জনপ্রতিনিধিদের বিরুদ্ধে পক্ষপাতের অভিযোগ ওঠে। সংবিধানে যদি জনপ্রতিনিধি হিসাবে নির্বাচিত হওয়ার পর রাজনৈতিক পরিচয় ত্যাগ করার বিধান থাকতো তাহলে হয়ত আমরা বহু পক্ষপাতদুষ্ট বিড়ম্বনা থেকে মুক্তি পেতাম। কিন্তু তা হয়নি বলেই দলমত নির্বিশেষে সকলের প্রধানমন্ত্রী ও মুখ্যমন্ত্রী দলীয় সংকীর্ণতার উর্দ্ধে উঠে সকলের হয়ে উঠতে পারেন না।

তবে এটা ঠিক ভারতের আইন সভার সদস্যরা নিরপেক্ষেতাকে মোটেই এই চোখে দেখতে আগ্রহী নন। যদি হতেন তাহলে নিশ্চই এ নিয়ে সংসদে বা বিধানসভায় বিষয়টি উঠতো, আলোচনা হত। হয়ত একাশশ পাঁচতমের সঙ্গে আরও একটি সংশোধন যুক্ত হত। তা যখন হয়নি তখন বিরোধীদের শাসকদলের নিরপেক্ষতা নিয়ে প্রশ্ন তোলাটা চরম দ্বিচারিতা বলেই মনে হয়।

Alipur Barta: 57 year : Vol No.: 57, Issue No. 42, 5 August - 11 August, 2023

উত্তরের আঙিনায়

ডেঙ্গু রোধে বৈঠক

নিজস্ব সংবাদদাতা : সম্প্রতি শিলিগুড়ি শহরে আবার মাথা চাড়া দিচ্ছে ডেঙ্গু। একই বর্ষার মরশুমে এই সময় সাধারণত ডেঙ্গুর প্রকোপ বেশি থাকে। বৃষ্টির জলে বাড়ির আশেপাশে অথবা ড্রেনে জমে থাকা জলের মধ্যে ডেঙ্গু মশার জন্ম হয়। তাই শিলিগুড়ি পুর নিগমের বিভিন্ন ওয়ার্ডের মানুষদের সচেতন করতে ডেঙ্গু রোধক কর্মসূচি চালাচ্ছে শিলিগুড়ি পুরনিগম। পিছিয়ে নেই দার্জিলিং জেলা প্রশাসন।

শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদ এলাকায় ডেঙ্গু মোকাবিলার জন্য জরুরি বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। দার্জিলিং জেলা শাসক এস. পূলম্বালামের উপস্থিতিতে। অন্যান্য আধিকারিরকদের পাশাপাশি জরুরি বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন মহকুমা পরিষদের সভাধিপতি অরুণ ঘোষ। তিনি জানান, নতুন করে ডেঙ্গু রুখতেই জরুরি বৈঠক হল আজ।

ডেঙ্গি আটকাতে উদ্যোগী শিলিগুড়ি পুর নিগম, চলল সচেতনতা মূলক প্রচার

নিজস্ব সংবাদদাতা, শিলিগুড়ি : ডেঙ্গি আটকাতে শিলিগুড়ি পুরনিগমের ২ নং বোরো কমিটির তরফ থেকে এলাকায় পদযাত্রার সাথে সাথে সচেতনতা মূলক প্রচার চালানো হয়। বিভিন্ন জায়গায় স্প্রে করা হয়। গত বছরের মত এই বছরও যাতে ডেঙ্গি ভয়াবহ আকার না ধারণ করে তার জন্যই এই সচেতনতামূলক প্রচার। উপস্থিত ছিলেন শিলিগুড়ি পুরনিগমের ডেপুটি মেয়র রঞ্জন সরকার,

চেয়ারম্যান প্রতুল চক্রবর্তী, ১২ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর মেয়র পারিষদ মানিক দে, বাসুদেব ঘোষ।

সাপ্তাহিক রাশিফল

প্রিয়া জ্যোতিঃশাস্ত্রী

৫ আগস্ট – ১১ আগস্ট, ২০২৩

মেষ রাশি : যে কোনও কর্মে অমনোযোগিতা ও অন্যমনস্কতা বৃদ্ধি। অ্যালকোহল জাতীয় পানীয়ের প্রতি আগ্রহ বৃদ্ধি। বিপরীত লিঙ্গের থেকে চাকরি পাওয়ার সুযোগ ও আর্থিক উপার্জনের সুযোগ আসার সম্ভাবনা। আর্থিক ক্ষতির সম্ভাবনা। চাকরি ক্ষেত্রে বুদ্ধিমত্তার পরিচয়। ব্যবসায় সাফল্যে বাধা।

প্রতিকার : ২৮ বার ওম মন্ত্রটি পাঠ করুন।

বৃষ রাশি : ব্যবসায় বিনিয়োগে শুভ ফল লাভের সম্ভাবনা। অতিরিক্ত অর্থ ব্যয়ের দরুন ঋণের সম্ভাবনা। সন্তানের পড়াশুনার জন্য আর্থিক বৃদ্ধির দরুণ সংসারিক টানা পোড়েন বৃদ্ধি। ভাই বোনের সঙ্গে সম্পত্তি নিয়ে বিবাদ আলোচনার মাধ্যমে সুরাহা হওয়ার সম্ভাবনা।

প্রতিকার : বট গাছ লাগিয়ে গাছে জল দিন।

মিথুন রাশি : ব্যবসায় উন্নতির সুবর্ণ সুযোগ আসতে পারে। বুদ্ধিমত্তার জেরে ব্যবসায় অগ্রগতি। চাকরি ক্ষেত্রে আশাতীত ফল লাগে বিলম্ব। প্রেসার, অর্শ প্রভৃতির রোগের বৃদ্ধির সম্ভাবনা। নানা ক্ষেত্র থেকে অর্থ আয়ের সুযোগ আসতে পারে। অর্জিত অর্থের অতিরিক্ত ব্যয় চিন্তার কারণ হয়ে দাঁড়াবে।

প্রতিকার : নকল ক্রিস্টাল বা সাদা হাঁস উপহার দিন বিপরীত লিঙ্গকে।

কর্কট রাশি : যে কোনও কর্মে সিদ্ধান্ত নিতে দ্বিধাগ্রস্ত ভাব। অন্য কোনও সংস্থায় কর্ম করার সুযোগ মিলতে পারে। মূল্যবান তথ্য বা কোনও দ্রব্য হারিয়ে ফেলতে পারেন। গুরুজনের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হওয়া প্রয়োজন। দাম্পত্য সুখ ব্যহত হতে পারে। উঁচু জায়গা থেকে পতনের সম্ভাবনা।

প্রতিকার : গুরুজনদের সেবা করুন।

সিংহ রাশি : শারীরিক সুস্থতা বজায় রাখা কঠিন। হঠকারী সিদ্ধান্ত থেকে বিরত থাকুন। সাবধানে চলাফেরা করুন। সন্তানের আচরণে উদ্বেগ বৃদ্ধি। দাম্পত্য কলহ বৃদ্ধি। ভাইবোনের সঙ্গে সম্পত্তি নিয়ে বিবাদের সম্ভাবনা। ব্যবসায় বাধা। কর্মপ্রাপ্তির সম্ভাবনা।

প্রতিকার : কালো বা সাদা মুক্তোর মালা পরুন।

কন্যা রাশি : ব্যবসায় বিনিয়োগে আশাতীত ফল লাভে বিলম্ব। জ্যোতিষ চর্চায় আগ্রহ বৃদ্ধি। দাম্পত্য সুখ বৃদ্ধি। অতিরিক্ত পরিশ্রম করেও মান সম্মান হানি ও যথোচিত পারিশ্রমিক না পাওয়ার সম্ভাবনা। সম্পত্তি ক্রয়ের সুযোগ আসার সম্ভাবনা।

প্রতিকার : দুধ ও চাল দিয়ে সোনা বা রুপোর দ্রব্য ধুয়ে মাটিতে পুঁতে দুধ মাটিতে ঢালুন।

তুলা রাশি : সন্তানের আচরণে মনোকষ্ট বৃদ্ধি। উচ্চ শিক্ষা ও গবেষণায় শুভ ফল লাভে বাধা। রোগের প্রকোপ বৃদ্ধির সম্ভাবনা। স্বাস্থ্য নিয়ে সতর্কতার প্রয়োজন। আর্থিক ক্ষতির সম্ভাবনা। পথ দুর্ঘটনা থেকে সাবধান। ব্যবসায়ে বিনিয়োগে সাবধানতা অবলম্বন করা উচিত। লটারিতে অর্থ বিনিয়োগ না করাই শ্রেয়। শিল্পী সত্তার বিকাশের সম্ভাবনা।

প্রতিকার : কুষ্ঠ রোগী এবং মূক–বধিরদের সেবা করুন।

বৃশ্চিক রাশি : সরকারি কর্মচারীদের ক্ষেত্রে পদোন্নতির সঙ্গে দায়িত্ব বৃদ্ধির সম্ভাবনা। কর্মক্ষেত্রে উপস্থিত বুদ্ধির সম্ভাবনা। অংশীদারী ব্যবসায় সাফল্য। কর্মক্ষেত্রে মান–সম্মান বৃদ্ধির সঙ্গে আয় বৃদ্ধির সম্ভাবনা। চাকরি ক্ষেত্রে সাফল্যে বিলম্ব। উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষের বিরাগ ভাজন হওয়ার সম্ভাবনা।

প্রতিকার : জন্মদিনে গরিবদের সেবা করুন।

ধনু রাশি : ব্যবসায় সুফল লাভের সম্ভাবনা। চাকরি ক্ষেত্রে মান–সম্মান হানির সম্ভাবনা। 'ঋণ নেওয়ার প্রবণতা বৃদ্ধি। উপার্জন বৃদ্ধির সম্ভাবনা। স্বজনের সঙ্গে সম্পর্ক হানির সম্ভাবনা। জ্ঞাতি শত্রু বৃদ্ধির সম্ভাবনা। বিভিন্ন ক্ষেত্র থেকে আয়ের সুযোগ। যে কোন কর্মে দ্বিধাগ্রস্ত ভাব ত্যাগ করুন। উপযুক্ত পারিশ্রমিক পেতে বিলম্ব।

প্রতিকার : রুপোর টুকরো পকেটে রাখুন।

মকর রাশি : কর্মক্ষেত্রে অতি সতর্কতার সঙ্গে কর্ম করার প্রয়োজন নতুবা বুদ্ধি বিভ্রমের দরুন কর্মক্ষেত্রে সমস্যার মধ্যে পড়তে পারেন। উচ্চশিক্ষা ও গবেষণার জন্য বিদেশ যাওয়ার সম্ভাবনা। ঠাণ্ডা জনিত রোগে নার্ভ ও চোখ সংক্রান্ত রোগের বৃদ্ধির সম্ভাবনা। সম্পত্তি নিয়ে পারিবারিক মতানৈক্য বৃদ্ধি। গুরুজনের স্বাস্থ্যের যত্ন নিন।

প্রতিকার : অন্যায় কাজ থেকে বিরত থেকে অন্যের উপকার করুন।

কুম্ভ রাশি : বাড়ি বা গাড়ি ক্রয় করার সুযোগ আসতে পারে। বুদ্ধিমত্তার জেরে কর্মক্ষেত্রে সুযোগ লাভের সম্ভাবনা। ব্যবসায় সুফল লাভের সম্ভাবনা। ভাই–বোনের সঙ্গে সম্পর্কের অবনতির সম্ভাবনা। অতিরিক্ত ব্যয় বৃদ্ধির দরুণ ঋণ করার পরিকল্পনা।

প্রতিকার : বাদামি রঙের কুকুর পালন করুন।

মীন রাশি : ভাবাবেগের দরুন যে কোনও কর্মে আলস্য বৃদ্ধির সম্ভাবনা। উচ্চ স্থান থেকে পতন বা দুর্ঘটনার কবলে পড়তে পারেন। ভাই বোনকে নিয়ে ভ্রমণের পরিকল্পনা হতে পারে। ব্যবসায়ীদের ক্ষেত্রে শুভ ফল লাভের সম্ভাবনা। আর্থিক অনটন বৃদ্ধির সম্ভাবনা।

প্রতিকার : সকালে মধু খেয়ে বাইরে বেরোবেন।

নৌবাহিনীতে ৩৫ অফিসার

নিজস্ব প্রতিনিধি : ভারতীয় নৌবাহিনী শর্ট সাভিস কমিশনে 'এক্সিকিউটিভ (ইনফর্মেশন টেকনোলজি)'–তে কাজের জন্য অফিসার' পদে ৩৫ জন অবিবাহিত ছেলেমেয়ে নিচ্ছে। কারা কোন পদের জন্য যোগ্য। কম্পিউটার সায়েন্স, কম্পিউটার সায়েন্স অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিং কম্পিউটার ইঞ্জিনিয়ারিং , ইনফর্মেশন টেকনোলজি, সফটওয়্যার সিস্টেম, সাইবার সিকিউরিটি, সিস্টেম অ্যাডমিনিস্ট্রেশন অ্যান্ড নেটওয়ার্কিং, কম্পিউটার সিস্টেম অ্যান্ড নেটওয়ার্কিং, ডাটা অ্যানালিটিক্স, আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স–এর এম.এসসি/বিই/বি টেক/এম টেক, কোর্স পাশরা মোট অন্তত ৬০% নম্বর পেয়ে থাকলে যোগ্য। বিসিএ বা কম্পিউটার সায়েন্স বা ইনফর্মেশন টেকনোলজির বিএসসি কোর্স পাশরা এমসিএ কোর্সে মোট অন্তত ৬০% নম্বর পেয়ে থাকলেও যোগ্য। জন্ম তারিখ হবে হবে ২–১–১৯৯৯ থেকে ১–৭–২০০৪'এর মধ্যে। শূণ্যপদ : ৩৫টি।

শরীরের মাপজোক হতে হবে ছেলেদের বেলায় লম্বায় অন্তত ১৫৭ সেমি। দৃষ্টিশক্তি দরকার চশমা ছাড়া প্রতি চোখে ৬/৬০, যা চশমা পড়ে ৬/৬, ৬/১২ পর্যন্ত সংশোধন যোগ্য। শুরুতে ২ বছরের প্রবেশন। ট্রেনিং শুরু আগামী বছর জানুয়ারিতে, ইঝিমালার ন্যাভাল অ্যাকাডেমিতে। সফল হলে সাব–লেফটেন্যান্ট পদে চাকরি। তখন মূল মাইনে : ৫৬,১০০–১,১০,৭০০ টাকা। ১০ বছরের চাকরি, যা ১৪ বছর পর্যন্ত বাড়তে পারে।

প্রার্থী বাছাই করবে সার্ভিসেস সিলেকশন বোর্ড। দরখাস্ত দেখে প্রাথমিক বাছাই প্রার্থীদের ইন্টারভিউয়ের 'কল লেটার' পাঠানো হবে। পরীক্ষা হবে বেঙ্গালুরু, ভোপাল, কোয়েম্বাটোর বা বিশাখাপত্তনমে। প্রথম দিনের পরীক্ষায় সফল না হতে পারলে দ্বিতীয় শ্রেণির ট্রেন ভাড়া দিয়ে ফেরৎ পাঠানো হবে। পরের ৪ দিন সাইকোলজিক্যাল টেস্ট, গ্রুপ টাস্ক ও ইন্টারভিউ। সফল হলে ৩–৪ দিনের ডাক্তারি পরীক্ষা।

দরখাস্ত করতে হবে অনলাইনে, ২০ আগস্টের মধ্যে। এই ওয়েবসাইটে : www.joinindiannavy.gov.in এজন্য বৈধ একটি ই–মেল আইডি থাকতে হবে। প্রথমে ওপরের ওই ওয়েবসাইটে গিয়ে Officer Entry–তে গিয়ে ক্লিক করে Apply Online–এ ক্লিক করলেই মূল ফর্ম পাবেন। তখন যাবতীয় তথ্য দিয়ে সাবমিট করলেই নাম রেজিস্ট্রেশন হয়ে যাবে। এরপর অ্যাপ্লিকেশন নম্বর প্রিন্ট করে নিজের কাছে রেখে দেবেন। ইন্টারভিউয়ের সময় যাবতীয় প্রমাণপত্রের মূল ও প্রিন্ট কপি নিয়ে যেতে হবে।

কাজের খবর

ইন্ডিয়া পোস্ট পেমেন্ট ব্যাঙ্কে ১৩২ এক্সিকিউটিভ

নিজস্ব প্রতিনিধি : ইন্ডিয়া পোস্ট পেমেন্ট ব্যাঙ্কে এক্সিকিউটিভ পদে ১৩২ জন লোক নিচ্ছে। সারা ভারতের বিভিন্ন শাখায় পোস্ট অফিসের ফিল্ড নেটওয়ার্ক আরো প্রসারিত করাই হল এই পদের মূল কাজ।

যে কোনো শাকার গ্র্যাজুয়েট ছেলেমেয়েরা আবেদন করতে পারেন। আর্থিক সামগ্রী বিক্রি বা অপারেশনের কাজে অভিজ্ঞতা থাকলে অগ্রাধিকার পাবেন। বয়স হতে হবে ১–৬–২০২৩ 'এর হিসাবে ২১ থেকে ৩৫ বছরের মধ্যে। পারিশ্রমিক মাসে ৩০,০০০ টাকা। শুরুতে ১ বছরের জন্য নেওয়া হবে। প্রয়োজনে আরো ২ বছর বাড়তে পারে। শূন্যপদ : ১৩২টি (জেনাঃ ৫৬, ই ডব্লু এস ১৩, ও বি সি ৩৫, তঃ জাঃ ১৯, তঃ উঃ জাঃ ৯)। মোট শূন্যপদের মধ্যে অসমে ২৬টি, ছত্তিশগড়ে ২৭টি, হিমাচল প্রদেশে ১২টি, জম্মু ও কাশ্মীরে ৭টি, লাদাখ ১টি, অরুণাচল প্রদেশ ১০টি, মণিপুর ৯টি, মেঘালয় ৮টি, মিজোরাম ৬টি, নাগাল্যান্ড ৯টি, ত্রিপুরা ৫টি, উত্তরাখণ্ড ১২টি।

প্রার্থী বাছাই হবে অনলাইনে লিখিত পরীক্ষার মাধ্যমে। এরপর গ্রুপ ডিসকাশন ও ইন্টারভিউ হবে। এই পদের বিজ্ঞপ্তি নং IPPB/CO/HR/RECT/2023–2403. দরখাস্ত করবেন অনলাইনে, ১৬ আগস্টের মধ্যে। এই ওয়েবসাইটে : www.ippbonline.com এজন্য বৈধ ই–মেল আই ডি থাকতে হবে। এছাড়াও পাশপোর্ট মাপের ফটো, সিগনেচার ও লেফট থাম্ব ইমপ্রেশন স্ক্যান করে নেবে। প্রথমে ওপরের ওই ওয়েবসাইটে গিয়ে যাবতীয় তথ্য দিয়ে আর স্ক্যান করা প্রমাণপত্র আপলোড করে সাবমিট করলেই নাম রেজিস্ট্রেশন হয়ে যাবে। তারপর পরীক্ষা ফী বাবদ ৩০০ (তপশিলী, প্রতিবন্ধী হলে ১০০) টাকা অনলাইনে জমা দেবেন ডেবিট কার্ড, ক্রেডিট কার্ড বা নেট ব্যাঙ্কিংয়ে। টাকা জমা দেওয়ার পর সিস্টেম জেনারেটেড অ্যাপ্লিকেশন ফর্ম প্রিন্ট করে নেবেন। আরো বিস্তারিত তথ্য পাবেন ওই ওয়েবসাইটে।

রাজ্য বিদ্যুৎ সংস্থায় ৬০ অ্যাপ্রেন্টিস

নিজস্ব প্রতিনিধি : নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা : ওয়েষ্ট বেঙ্গল পাওয়ার ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশন লিমিটেড 'টেকনিশিয়ান অ্যাপ্রেন্টিস' হিসাবে ৬০ জন লোক নিচ্ছে। কারা কোন ট্রেডের জন্য যোগ্য। মেকানিক্যাল, ইলেক্ট্রিক্যাল, ইন্সট্রুমেন্টেশন/ইলেক্ট্রনিক্স বা মাইনিং ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের ডিগ্রি কোর্স পাশরা 'টেকনিশিয়ান অ্যাপ্রেন্টিস (গ্র্যাজুয়েট ইঞ্জিনিয়ারিং) শাখার জন্য যোগ্য। শূন্যপদ : ৩০টি। এর মধ্যে মেকানিক্যাল ১২টি (জেনাঃ ৬, তঃজাঃ ৩, তঃউঃজাঃ ১, ও বি সি–এ ক্যাটেগরি ১, ও. বি. সি–বি ক্যাটেগরি ১)।

ইলেক্ট্রিক্যাল ১০ টি (জেনাঃ ৫, তঃ জাঃ ২, ও. বি. সি–এ ক্যাটেগরি ১, ও. বি. সি–বি ক্যাটেগরি ১)। ইন্সট্রুমেন্টেশন/ইলেক্ট্রনিক্স ৭টি (জেনাঃ ৩, তঃ জাঃ ২, তঃ উঃ জাঃ ১, ও. বি. সি–এ ক্যাটেগরি ১) ১২ মাসের ট্রেনিং। স্টাইপেন্ড মাসে ৮০০০ টাকা। বয়স হতে হবে ১–৭–২০২৩'এর হিসেবে ১৮থেকে ২৪ বছরের মধ্যে।

সব ক্ষেত্রে ১ বছরের ট্রেনিং। তখন স্টাইপেন্ড পাবেন। এই পদের বিজ্ঞপ্তি নং : WBPDCL/APPERENTICE/2023/01. প্রার্থী বাছাই হবে শিক্ষাগত যোগ্যতায় পাওয়া নম্বর দেখে। এরপর হবে ইন্টারভিউ।

প্রার্থীদের প্রথমে ন্যাশনাল অ্যাপ্রেন্টিসশিপ ট্রেনিং স্কিম (NATS)–এ নাম নথিভুক্ত করতে হবে এই ওয়েবসাইটে : www.,jrdmats/ gov.in নাম রেজিস্ট্রেশন করার পর রেজিস্ট্রেশন নম্বর প্রিন্ট করে নেবেন। এবার দরখাস্ত করবেন ১ আগস্ট থেকে ২১ আগস্টের মধ্যে। এই ওয়েবসাইটে : www.wbpdcl.co.in আরো বিস্তারিত তথ্য পাবেন এই ওয়েবসাইটে।

লাইব্রেরিয়ান পদের পরীক্ষা ২৭ আগস্ট

নিজস্ব প্রতিনিধি : রাজ্যের বিভিন্ন জেলার গ্রামীণ লাইব্রেরিয়ান পদে ২৩৮টি শূন্যপদের জন্য যে দরখাস্ত নেওয়া হয়েছিল তার লিখিত পরীক্ষরা হবে ২৭ আগস্ট।

সব জেলার পরীক্ষা একই দিনে একই সঙ্গে হবে। কয়েকটি জেলার পরীক্ষা ৩০ জুলাই হবে বলে যে তারিখ ঘোষণা করা হয়েছিল, তা বাতিল করে ওই পরীক্ষা একই সঙ্গে নেওয়ার জন্য নতুন তারিখ ২৭ আগস্ট ঘোষণা করা হয়েছে। দেড় ঘন্টার পরীক্ষা হবে ১২টা থেকে ২টো পর্যন্ত। অ্যাডমিট কার্ড দেওয়া হবে ৪ আগস্ট থেকে।

লিখিত পরীক্ষায় সফল হলে কম্পিউটার টেস্ট হবে ৩ অক্টোবর। তারপর ইন্টারভিউ কল লেটার দেওয়া হবে ১৩ অক্টোবর।

প্রার্থী বাছাইয়ের জন্য ১০০ নম্বরের পরীক্ষা হবে। এর মধ্যে ৫০ নম্বরের লিখিত পরীক্ষায় থাকবে অ্যারিথমেটিক, জেনারেল নলেজ, ইংলিশ ও লাইব্রেরি সংক্রান্ত কিছু প্রশ্ন।

অ্যাকাডেমিক ও পেশাগত যোগ্যতার জন্য থাকবে ২০ নম্বর, কম্পিউটার টেস্টে থাকবে ১০ নম্বর, ইন্টারভিউয়ে থাকবে ১৫ নম্বর, অভিজ্ঞতার জন্য থাকবে ৫ নম্বর। অ্যাডমিট কার্ড সংক্রান্ত তথ্য পাবেন যে ওয়েবসাইটে দরখাস্ত করেছিলেন সেই ওয়েবসাইটে।

রাজ্যের ক্লার্ক, পুলিশ ও স্বাস্থ্যকর্মী পদে ৮,৬০৫ জন লোক নেওয়ার কাজ শুরু

নিজস্ব প্রতিনিধি : রাজ্য মন্ত্রিসভায় রাজ্য সরকারের বিভিন্ন বিভাগে প্রায় ৮,৬০৫ জন লোক নিয়োগের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। এবার সেই কাজের প্রক্রিয়া শুরু হল। চাকরি হবে পুলিশ বিভাগ, স্বাস্থ্য বিভাগ, দমদম বিভাগ, প্রাশাসনিক কর্মিবর্গ দফতরে। কলকাতা পুলিশে কনস্টেবল পদে নিয়োগ হবে ২,৫০০টি শূন্যপদে। প্রশাসনিক কর্মিবর্গ বিভাগের লোয়ার ডিভিশন ক্লার্ক পদে নিয়োগ হবে ৪৪০টি শূন্যপদে। দমকল বিভাগে বিভিন্ন পদে নিয়োগ হবে ৮৬টি শূন্যপদে। স্বাস্থ্য বিভাগে কমিউনিটি হেলথ অফিসার পদে নিয়োগ হবে ৫,৪৬৮টি শূন্যপদে। এর মধ্যে হাসপাতালের বিভিন্ন পদে নিয়োগ হবে ১১১টি শূন্যপদে, বিভিন্ন হাসপাতাল ও সরকারি ক্লিনিকে ১,৬০০ প্যারামেডিক্যাল স্টাফ নিয়োগ হবে। এছাড়াও ল্যাবরেটরি টেকনিশিয়ান পদে ৬৩৬, ও টি টেকনিশিয়ান পদে ৫৬৬টি ইসিজি/ইইজি/ইএমজি টেকনিশিয়ান পদে ২৮১ট, ক্লিনিক্যাল কেয়ার ইউনিটে ১৬৪টি শূন্যপদে নিয়োগ হবে।

শব্দবার্তা ২৫৮

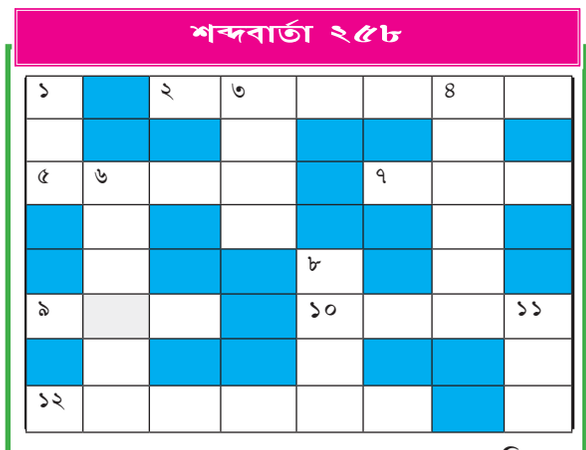

শুভজ্যোতি রায়

পাশাপাশি

১। অতি শ্রদ্ধেয় ব্যক্তি ৫। আলোচনাদির পর নিশ্চিত বাক্য ৭। সক্ষম, পারগ ৯। দৃষ্টি ১০। সূর্য, রবি ১২। নড়া এবং চলেফিরে বেড়ানো।

উপর–নীচ

১। প্রাণবায়ু ৩। অবস্থান, বিদ্যামানতা ৪। ফুলের কুড়ি ৬। পোশাক পরিচ্ছদ ৮। অত্যন্ত বাড়াবাড়ি ১১। রসিকতা, হাস্যপরিহাস।

সমাধান : ২৫৭

পাশাপাশি : ১। অভ্যাহার ৪। মহাকরণ ৫। কলস্বন ৭। দলবল ৯। অহংকার ১০। থরথর।

উপর–নীচ : ১। অভিষেক ২। রমজান ৩। জোরতলব ৫। লটবহর ৭। দশরথ ৮। লশকর।

বিজ্ঞপ্তি

সভা, সাহিত্যসভা, সেমিনার, বই প্রকাশ, সিডি প্রকাশের জন্য আপনাদের অপেক্ষায়

হিন্দ্ সংঘ

যোগাযোগ

৮৫৮২৯৫৭৩৭০

বিজ্ঞপ্তি

কম খরচে পাত্র–পাত্রী, কর্মখালি, টেন্ডার নোটিশ সহ ক্লাসিফায়েড বিজ্ঞাপন দিতে যোগাযোগ করুন আলিপুর বার্তা দফতরে। ই–মেলেও বিজ্ঞাপন পাঠাতে পারেন।

কর্মখালি

দক্ষিণ ২৪ পরগনার বিষ্ণুপুরের সামালি এলাকায় সমাজ কল্যাণ দফতর অনুমোদিত আবাসিক হোমে ছেলেদের দেখাশোনা করার জন্য একজন মাঝ বয়সী লেখাপড়া জানা অভিজ্ঞ সর্বক্ষণের পুরুষ কেয়ার টেকার প্রয়োজন। সত্বর যোগাযোগ করুন এই নম্বরে : ৮০১৩৫২৩০৯৫/ ৯৮৩০২৮৪৯৯২

শরীর নিয়ে নানা কথা

হাঁটু ব্যথা হলে কী করবেন

ডা: মানস কুমার সিনহা

৫০ বছর বয়স হয়ে গেছে অথচ হাঁটুর ব্যথায় ভুগছেন না এমন মানুষের সংখ্যা বিরল ।এই হাঁটুর ব্যথার অন্যতম প্রধান কারণ অস্টিও আর্থাইটিস। সাধারণত ৫০ বছর বয়সের বেশি বয়সেই এই রোগের আবির্ভাব হয়। তবে বর্তমানে মূলত জীবনযাত্রায় পরিবর্তনের কারণে ৩৫ থেকে ৪৫ বছর বয়সে ওই রোগে আক্রান্ত হওয়ার সংখ্যা বাড়ছে। ছোট বয়সে হাঁটুতে আঘাত লাগলেও পরবর্তীকালে কম বয়সেই অস্টিও আর্থাইটিস হওয়ার ঝুঁকি থাকে।

হাঁটু আমাদের শরীরের একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অস্থিসন্ধি। আমাদের শরীরের ওজন বহন করে এই অস্থিসন্ধি এবং এই হাঁটুই আমাদের হাঁটতে বসতে সাহায্য করে। উপরের দিকে ফিমার ও নিচের অংশে টিবিয়া বলে দুটি হাড় এই হাঁটুর গঠনে প্রধানত অংশগ্রহণ করে। দুটি হাড়কে ঘিরে থাকে কার্টিলেজ বা তরুনাস্হি যা বাফার হিসেবে কাজ করে আর হাড়ে হাড়ে ঘর্ষণ হতে দেয় না। এই অস্থি সন্ধিতে এক প্রকার জেলি জাতীয় পদার্থ নিঃসৃত হয় যা সাইনোভিয়াল ফ্লুইড নামে পরিচিত। এর কাজ অনেকটা গাড়ির ইঞ্জিন অয়েল এর লুব্রিক্যান্টের মত অস্থিসন্ধিকে সচল রাখা। বয়স বৃদ্ধির সাথে সাথে কাটিলেজের ক্ষয় বা ডিজেনারেশন হতে থাকে এবং সাইনোভিয়াল ফ্লুইড ও কমতে থাকে। শুরু হয় ব্যথা ও যন্ত্রণা এই পুরো ঘটনাটিকে চিকিৎসার ভাষায় বলা হয় অস্টিও আর্থ্রাইটিস।

সাধারণত পুরুষের তুলনায় মহিলাদের এই রোগে আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা বেশি প্রধান কারণ ওজন বৃদ্ধি বর্তমানে জীবনধারা পরিবর্তনের ফলে ওবেসিটির মত লাইফ স্টাইল ডিজিজে অন্যান্য রোগের সাথে অস্টিও আর্থ্রাইটিসে আক্রান্ত হওয়ার সংখ্যাও বাড়ছে। কায়িক পরিশ্রমের অভাব, দীর্ঘক্ষণ একই জায়গায় বসে কাজ করা অর্থাৎ সেডেন্টারি অভ্যাস, হাড়ে চোট পাওয়া, বেঠিক ভাবে বসা বা শোয়ার কারণে এই রোগ হওয়ার সম্ভাবনা বাড়ে।

এই ডিজেনেটারিভ বা ক্ষয়জনিত রোগ থেকে বাঁচতে গেলে প্রথমেই জীবন ধারা পরিবর্তন করতে হবে। অতিরিক্ত ওজন কমাতে হবে, সুষম আহার গ্রহণ, দীর্ঘক্ষণ বসে কাজ করার ফাঁকে অবশ্যই একটু হাঁটাচলা করা জরুরি। বাড়ির দৈনন্দিন কাজকর্ম করলে শরীর সচল থাকবে। নিয়মিত যোগ ব্যায়াম করার অভ্যেস করতে হবে। উরুর পেশি মজবুত করতে যোগব্যায়াম অত্যন্ত উপযোগী। ব্যথা বেশি থাকলে ডাক্তারবাবুর পরামর্শে ব্যথার ওষুধ খাওয়া যেতে পারে তবে কোলাজেন জাতীয় বিবিধ ওষুধের কার্যক্ষমতা নিয়ে দন্ধের অবকাশ আছে এছাড়া এক্সরে বা আল্ট্রাসোনোগ্রাফি করে ডাক্তার বাবু আপনাকে অস্থিসন্ধিতে হায়ালুউরনিক অ্যাসিড ইনজেকশন অথবা অত্যাধুনিক পি আর পি চিকিৎসার পরামর্শ দিতে পারেন। অত্যন্ত অ্যাডভান্সড কেসে টোটাল নী রিপ্লেসমেন্ট বা TKR করার প্রয়োজন হতে পারে। তবে শুরুর দিকে ওজন হ্রাস এবং জীবনশৈলীর পরিবর্তন এই রোগের বৃদ্ধি আটকাতে বিশেষভাবে উপযোগী।

আলিপুর বার্তার সার্কুলেশনের জন্য যোগাযোগ করুন এই নম্বরে ৯৮৭৪০১৭৭১৬

বৈদ্যবাটীতে উড়ালপুল তৈরির দাবি বিশ বাঁও জলে

নিজস্ব প্রতিনিধি : বৈদ্যবাটী স্টেশনের কাছেই রেল লাইনের ওপর জিটি রোডে উড়ালপুলের দাবি তুলেছিলেন স্থানীয় বাসিন্দারা। এই দাবি দীর্ঘদিনের। স্থানীয় বাসিন্দারা ১৯৭৩ সাল থেকে রেলওয়ে কর্তৃপক্ষকে উড়ালপুল করার দাবি জানিয়ে আসছেন। লোকাল বা দূরপাল্লার ট্রেন যাতায়াত করলে কমপক্ষে প্রায় আধঘণ্টা রেলগেট বন্ধ থাকে। এই জিটি রোডটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি সড়কপথ। স্থানীয় স্কুল কলেজের ছাত্রছাত্রী বা অফিসযাত্রীরা যাতায়াতের ক্ষেত্রে প্রচণ্ড অসুবিধার সম্মুখীন হচ্ছেন প্রতিদিন। রাস্তার দু'দিকেই জ্যাম ছাড়তে অনেক সময় লেগে যায়। সবচেয়ে বেশি সমস্যায় পড়ে হাসপাতালে যাওয়া অ্যাম্বুলেন্সের রোগী। এখানে স্থানীয় নাগরিক প্রতিরোধ মঞ্চের কমিটি গঠন করা হয়। এই কমিটির তরফ থেকে পূর্ব রেলওয়ে শাখার জেনারেল ম্যানেজার এবং হাওড়া ডিভিশনের ডিআরএমকে পর্যন্ত ডেপুটেশন দেওয়া হয়। এমনকী জিটি রোড (সড়ক) নির্মাণের দায়িত্বে থাকা পিডব্লুডিকেও সবিস্তারে জানানো হয়। কিন্তু সকলের কাছে বিষয়টি তুলে ধরার পরও তারা উদাসীন। ফলে এখানকার ভুক্তভোগী সাধারণ মানুষদের অসন্তোষ ক্রমেই বেড়ে চলেছে। শ্রাবণ মাসে এরাস্তা দিয়ে হাজার হাজার তারকেশ্বরের ভক্তরা বাঁকে করে জল নিয়ে যাতায়াত করেন। এই উড়ালপুল না হওয়ার দরুণ বেশ কয়েকটি দোকান বন্ধ হয়ে গিয়েছে। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় রেলমন্ত্রী থাকাকালীন তাঁর কাছেও স্থানীয় বাসিন্দারা উড়ালপুল নির্মাণের দাবি তুলেছিলেন। সকলেই আশা করেছিলেন এবার একটা সুরাহা হবে। এমনকী শ্রীরামপুর লোকসভার তৃণমূল সাংসদ কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় নিজে ঘটনাস্থলে এসে পরিদর্শন করেন। কিন্তু কিছুই হয়নি। সব রাজনৈতিক দলগুলোও নিশ্চুপ। পূর্ব রেলওয়ে কর্তৃপক্ষ জানান, এখানে টেকনিক্যাল ত্রুটির জন্য ব্রিজ বাস্তবায়িত করা সম্ভব হচ্ছে না। এদিকে, সরকারি উদাসীনতায় সাধারণ মানুষকে দুর্ভোগ পোহাতে হচ্ছে। এনিয়ে ভুক্তভোগী গাড়ির সওয়ারি ও সাধারণ মানুষের মনে বিক্ষোভ ক্রমেই দানা বাঁধছে।

লোকালয়ে কুমির, আতঙ্কে গ্রামবাসীরা

নিজস্ব প্রতিনিধি : গত মঙ্গলবার আচমকা লোকালয়ে একটি বৃহৎ আকার কুমির দেখে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে বাসন্তী থানার অন্তর্গত উত্তরমোকাম বেড়িয়া গ্রাম পঞ্চায়েতের মাতলা নদীর তীর সংলগ্ন হাড়ভাঙ্গী গ্রামে। বনদপ্তরের লোকজন লম্বায় প্রায় সাড়ে চার ফুট কুমিরটিকে উদ্ধার করে নিয়ে যায়। এটি একটি পুরুষ কুমির বলে বনদপ্তর সূত্রের খবর। স্থানীয় ও বনদপ্তর সূত্রে জানা গিয়েছে, বিকাল নাগাদ মাতলা নদী সংলগ্ন হাড়ভাঙ্গী গ্রামের একটি খালে এলাকার মানুষজন বৃহৎ আকর কুমিরটিকে ভাসতে দেখে তড়িঘড়ি ঝড়খালি বনদপ্তরে খবর দেয়। প্রায় ঘন্টা তিনেকের চেষ্টায় কুমিরটিকে বাগে আনতে সক্ষম হয় বনদফতরের লোকজন। রাতেই কুমিরটিকে উদ্ধার করে ঝড়খালির বনদপ্তরের অফিসে নিয়ে যাওয়া হয়।বনদপ্তর সূত্রে জানা গিয়েছে কুমিরটিকে আপাতত পর্যবেক্ষণে রাখা হবে। তার শারীরিক পরীক্ষা–নিরীক্ষার পর যদি কুমিরটি পুরোপুরি সুস্থ সবল থাকে তাকে সুন্দরবনের নদীতে ছেড়ে দেওয়া হবে।

হুগলি নদী বাঁধে ধস আতঙ্কে ১২টি গ্রাম

নিজস্ব প্রতিনিধি : অরিজিৎ মন্ডল, কুলপি : নদী বাঁধে ধস আতঙ্কে প্রহর গুনছে দক্ষিণ ২৪ পরগনার কুলপি বিধানসভার রাম কিশোরপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের দড়িরত্নেশ্বরপুর এলাকার বাসিন্দারা।

স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, গত ২৮ জুলাই, শুক্রবার দুপুরে হঠাৎই দড়ি রত্নেশ্বরপুর এলাকার হুগলি নদীবাঁধে প্রায় একশো ফুটেরও বেশি এলাকা জুড়ে ধস নামে। এরই জেরে আতঙ্কে দড়ি রত্নেশ্বরপুর গ্রাম সহ আশেপাশের বেশ কয়েকটি গ্রামের বাসিন্দারা।

গ্রামবাসীরা জানান, হুগলি নদীর বাঁধে ধস নামে এরপরে প্রশাসনের লোকজন আসলেও মেরামতের কাজ শুরু হয়নি ফলে যে কোন মুহূর্তে নদী বাঁধ ভেঙে প্লাবিত হতে পারে ১০ থেকে ১২ টি গ্রাম। নষ্ট হতে পারে চাষের জমি ও পুকুর। বাঁধের ধারে বসে আতঙ্কে প্রহর গুনছেন গ্রামবাসীরা।

উল্লেখ্য নদীর ভাঙনে ইতিমধ্যে তলিয়ে গিয়েছে হুগলির চরখইরামারি প্রাথমিক স্কুল। শেষ পর্যন্ত কলকাতা হাইকোর্টের নির্দেশে তৈরি হয়েছে নতুন ভবন, চালু হয়েছে মিড ডে মিল। বাংলার বিভিন্ন জায়গায় হুগলি নদীর ভাঙনে বিপর্যস্ত হতে চলেছে জনজীবন। রাজ্য সরকারের তরফে বিষয়টি খতিয়ে দেখে এখনই প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ না করলে পরিস্থিতি হাতের বাইরে চলে যেতে পারে।

শাসকদলের গোষ্ঠিদ্বন্দ্বে ফের উত্তপ্ত বাসন্তী

সুভাষ চন্দ্র দাশ,বাসন্তী : আবারও শাসক দলের গোষ্ঠীদ্বন্দ্বে উত্তপ্ত হয়ে উঠলো বাসন্তী ব্লক।যুব তৃণমূল কংগ্রেস কর্মী সমর্থকদের কে বেধড়ক মারধর করার অভিযোগ উঠলো মাদার তৃণমূল কংগ্রেস আশ্রিত দুষ্কৃতিদের বিরুদ্ধে। ঘটনায় গুরুতর জখম হয়েছেন যুব তৃণমূল কংগ্রেসের পরাজিত প্রার্থী পারুলি লস্কর। রবিবার রাতে ঘটনাটি ঘটে বাসন্তী থানার অন্তর্গত কাঁঠালবেড়িয়া পঞ্চায়েতের উত্তর ভাঙনখালি গ্রামে। বর্তমানে আশঙ্কাজনক অবস্থায় যুবতৃণমূল কংগ্রেসের ওই পরাজিত প্রার্থী পারুলি লস্কর সহ সেরিনা লস্কর,আইমনি সেখ, মিনারা লস্কর সহ মোট চারজন মহিলা ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালে চিকিৎসাধীন।

স্থানীয় সুত্রে জানা গিয়েছে,পঞ্চায়েত নির্বাচনে কাঁঠালবেড়িয়া গ্রামপঞ্চায়েতের ৮৭ নম্বর বুথে গ্রাম সভায় তৃণমূল (যুব) কংগ্রেসের টিকিটে প্রার্থী হয়েছিলেন পারুলি লস্কর। অন্যদিকে মাদার তৃণমূল আশ্রিত নির্দল প্রার্থী ছিলেন সার্জিনা লস্কর। পারুলি ৮০ ভোটে পরাজিত হয়। মাদার তৃণমূল কংগ্রেস আশ্রিত প্রার্থী ও তার দলবল ভোটে জেতার পর থেকে পারুলিকে হুমকি দিচ্ছিল বলে অভিযোগ। রবিবার উত্তর ভাঙনখালি গ্রামে দুই পরিবারের মধ্যে বিবাদ বাধে। অভিযোগ পেয়ে রাতেই ঘটনাস্থলে হাজির হয় বাসন্তী থানার বিশাল পুলিশ বাহিনী। পারুলি লস্কর পুলিশ কে ডেকেছে চাউর হয়। অভিযোগ মাদার তৃণমূল আশ্রিত বাবলু লস্কর, সার্জিনা লস্কর, মোসাম্মা লস্কর, মুসলিমার ও সোরাফ লস্করের নেতৃত্ব শতাধিক লোকজন রাতেই পারুলি লস্করের বাড়িতে চড়াও হয়। বেধড়ক মারধর করা হয়। পাশাপাশি চুলের মুঠি ধরে মাটিতে আছাড় মারা হয় বলে অভিযোগ। পারুলি সহ মোট চারজন মহিলাকে ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়।

পারুলির দাবি, 'আমি যুব তৃণমূল কংগ্রেসের টিকিটে পঞ্চায়েত নির্বাচনে লড়াই করেছিলাম। সেই অপরাধে আমার বাড়ি চড়াও হয়ে মারধর করে হুমকি দেওয়া হয়েছে মাদার তৃণমূল কংগ্রেস আশ্রিত নির্দলের পক্ষ থেকে। ঘটনার বিষয়ে পুলিশে অভিযোগ জানিয়েছি।'

সমস্ত অভিযোগ অস্বীকার করে বাবলু লস্কর জানায়, 'এটা নিছক পারিবারিক ব্যাপার। তাছাড়া যারা অভিযোগ করছে তারা আরএসপি, বিজেপি করে। তৃণমূল কংগ্রেসকে বদনাম করার চক্রান্ত করে এমন সব নাটক করছে।'

অন্যদিকে কাঁঠালবেড়িয়া গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রাক্তন প্রধান বুলা নসরিন জানিয়েছেন, 'প্রতিটা মুহূর্তে আমাদের কর্মীর উপর দুষ্কৃতিরা চড়াও হচ্ছে। পুলিশ সে ভাবে সক্রিয় নয়। সক্রিয় হলে বার বার এমন ঘটনা ঘটতো না।বাবলু লস্কর'রা পঞ্চায়েত নির্বাচনের আগে আরএসপি করতো। পঞ্চায়েত নির্বাচনে নির্দল হয়ে ভোটে লড়াই করেছে।এলাকায় প্রতিদিনই তৃণমূল কংগ্রেসের কর্মী সমর্থকদের ওপর তান্ডব চালাচ্ছে। ঘটনার বিষয়ে ক্যানিং মহকুমা পুলিশ আধিকারিক দিবাকর দাসকে জানিয়েছি।'

ফিরেই বয়ান বদল বিরোধী চার প্রার্থীর

নিজস্ব প্রতিনিধি : পঞ্চশায়র এলাকা থেকে রায়দিঘির কৃষ্ণচন্দ্রপুরের চার বিরোধী প্রার্থীর অপহরণের ঘটনার পর রবিবার বাড়ি ফিরলেন তারা।

বাড়ি ফিরেই বয়ান বদল বিরোধী প্রার্থীদের। তাঁরা অভিযোগ করেন, গত ২৭ জুলাই কলকাতা থেকে রাতের অন্ধকারে তাদেরকে অপহরণ করা হয়েছিল। পরে জোরপূর্বক তাদের থেকে লিখিত ও ভিডিও বার্তা করে নেওয়া হয়। এরপর একাধিক গেস্টহাউসে স্থানান্তরিত করে রাখা হয়েছিল তাদের। পরে সাদা কাগজে তাদের স্বাক্ষর করিয়ে নেওয়া হয় বলে অভিযোগ। রবিবার সকালে তাদেরকে বাড়িতে পাঠিয়ে দেওয়া হয় বলে দাবি করেন অপহৃত বিজেপির তিন ও সিপিআইএমের এক প্রার্থী। উল্লেখ্য কৃষ্ণচন্দ্রপুর গ্রাম পঞ্চায়েতে মোট আসন সংখ্যা ১৫। তৃণমূল কংগ্রেস জয়লাভ করেছে ৪টি আসনে। বিজেপি জয়লাভ করেছে ৬টি আসনে। সিপিআইএম জয়লাভ করেছে ৩ আসনে। নির্দল দুটি আসনে জয়লাভ করেছে। বোর্ড গঠন করতে হলে মোট আটজন সদস্যের প্রয়োজন। যেখানে তৃণমূল কংগ্রেসের হাতে রয়েছে মাত্র চারজন সদস্য। তৃণমূল কংগ্রেস বোর্ড গঠন করার লক্ষ্যে বিরোধীদের চারজন সদস্যকে অপহরণ করে, এমনটাই অভিযোগ সিপিআইএমের।

অন্যদিকে সিপিআইএমের তোলা অভিযোগ অস্বীকার করে তৃণমূল কংগ্রেসের সুন্দরবন সাংগঠনিক জেলার সভাপতি জয়দেব হালদার বলেন, যেখানে সিপিআইএমের মাত্র তিনজন সদস্য তারা কিভাবে এই অভিযোগ তুলতে পারে। তাহলে তৃণমূল ও বিজেপির মধ্যে সেটিং রয়েছে। তৃণমূল বিজেপি ভাই ভাই। সিপিআইএম চক্রান্ত করে তৃণমূলের উপর দোষ চাপানোর চেষ্টা করছে।

উদ্ধার বোমা কটাক্ষ বিজেপির

নিজস্ব প্রতিনিধি : গোপনসূত্রে খবর পেয়ে মঙ্গলবার সকালে বুধগ্রামে শাল নদীর ধার থেকে এক ড্রাম তাজা বোমা উদ্ধার করে দুবরাজপুর থানার পুলিশ। ৬০টি বোমা ছিল বলে পুলিশসূত্রে জানা গিয়েছে। সিআইডি বোম্ব স্কোয়াড বোমাগুলো নিস্ক্রিয় করে। দুবরাজপুর বিধানসভাকেন্দ্রের বিজেপি বিধায়ক অনুপ সাহা বলেন, পুলিশ প্রশাসন চুপ থাকার জন্য দুস্কৃতীরা বেপরোয়া। মানুষ জীবনের ঝুঁকি নিয়ে দিনযাপন করছে। পুলিশ প্রশাসনের উচিত দুস্কৃতীদের গ্রেপ্তার করে দ্রুত বোমা বারুদ উদ্ধার করা ।

নিখোঁজ দুই ছাত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি : স্কুলে গিয়ে আর বাড়ি ফেরেনি মন্দির বাজারের দুই নাবালিকা ছাত্রী। দুশ্চিন্তায় নিখোঁজ দুই ছাত্রীর পরিবার। জানা যায়, মন্দির বাজার থানা এলাকার পূর্ব মল্লিকপুরের দুই নাবালিকা ছাত্রী মসাদিকা খাতুন ও তানিয়া পুরকাইত গত ২৭ জুলাই স্কুলে যায়। কিন্তু তারপর থেকে আর বাড়ি ফেরেনি তারা। মশাদিকা ও তানিয়া মন্দিরবাজারে সারদেশ্বরী বিদ্যামন্দিরের ক্লাস সিক্স ও সেভেনের ছাত্রী। পরিবারের লোকজন বহু খোঁজাখুঁজির পর মন্দিরবাজার থানায় নিখোঁজ অভিযোগ দায়ের করেন। ঘটনার পর বেশ কয়েকদিন কাটলেও আজও হদিস মেলেনি দুই ছাত্রীর।

ওই দুই নাবালিকা ছাত্রীকে নারী পাচার চক্রের লোকজন অপহরণ করেছে বলে দাবি পরিবারের লোকজনের। অন্যদিকে ঘটনায় অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্ত শুরু করেছে মন্দিরবাজার থানার পুলিশ।

বর্ষার মুখেই ফ্রেজারগঞ্জে নদী বাঁধে বড়সড় ধস

অমিত মণ্ডল, ফ্রেজারগঞ্জ : বর্ষার মুখেই নদী বাঁধে দেখা দিল ধস। আতঙ্কিত উপকূলীয় এলাকার মানুষজন। যেকোনো সময় প্লাবিত হতে পারে গোটা গ্রাম। প্রতিনিয়ত আতঙ্কের মধ্যে দিন কাটাচ্ছে নামখানা ব্লকের অন্তর্গত কালিস্তানের পূর্ব বিজয়বাটি গ্রাম।

স্থানীয় বাসিন্দাদের অভিযোগ কালিস্থানের পূর্ব বিজয়পাটি গ্রামে নদীর ধারে গত বছর ঢালাই রাস্তা সহ বাঁধ নির্মাণ করা হয়। এক বছর না যেতে যেতেই সেই বাঁধে দেখা দিল বড়সড় ধস। সামনেই পূর্ণিমা ও অমাবস্যার বড় কোটাল। এই সময় সমুদ্রের জল বাড়ার সম্ভাবনা থাকে। আর সেই চিন্তায় ঘুম উড়েছে কালীস্থান এলাকার মানুষ জনের। কারন জল বাড়লেই এই বেহাল বাঁধ ভেঙে গিয়ে আবারও প্লাবিত হতে হবে গ্রামের মানুষ জনকে। গত ইয়াস ঝড়ে সমুদ্রের জল বাঁধ উপচে গ্রামে প্রবেশ করে। প্লাবিত হয়েছিল বেশ কয়েকটি গ্রাম। সেই সময় বাঁধটির বেশ ক্ষতি হয়। গত বছর বাঁধ নির্মাণ করা হয় জিও চট ও বাঁশের পাইলিং দিয়ে। সেই সময় নদীর জলস্তর বেড়ে গিয়ে নদীবাধ ভাঙার সম্ভাবনাও রয়েছে। ফলে আতঙ্কিত হয়ে রয়েছেন কালিস্থানের পূর্ব বিজয়পাটি গ্রামের মানুষজন।

ফিরে দেখা ৫০

আলিপুর বার্তা গত ১৩ অক্টোবর ২০২২ ৫৬ পেরিয়ে পা দিয়েছে ৫৭ বছরে। নিরবিচ্ছিন্ন এই চলার পথে পাতায় পাতায় ছড়িয়ে রয়েছে অজস্র সংবাদ, প্রবন্ধ, গবেষণা ও সাহিত্য যা প্রকাশনা সমুদ্রের গভীরে থাকা এক একটি রত্ন স্বরূপ। অতীতের নস্টালজিক দর্পণে এই রত্ন আকর বলে যায় ৫০ বছর আগের দিনগুলির নানা কথা। এইসব শব্দহীন ইতিহাসের ভাষাকে বাঙ্ময় করে তুলতে সেদিনের শব্দচয়ন ও বানান অবিকৃত রেখে এবার আপনাদের সামনে তুলে ধরব ৫০ বছর আগের কিছু সংবাদ, প্রবন্ধ। কেমন লাগছে জানালে আপনাদের মতামত উৎসাহিত করবে আমাদের।— সম্পাদক

সি, এম, ডি, এ–র কাজে চেতলাবাসী অতিষ্ঠ

(নিজস্ব প্রতিনিধি)

মহানগরীতে সি, এম, ডি, এ–র রাজসূয় যজ্ঞ চলেছে। অবহেলিত চির অনুন্নত চেতলা হয়েছে এর অংশীদার। তৈরি হচ্ছে বড়ো ব্রিজ, বসেছে শক্তিশালী পাম্প, মেরামত হয়েছে ফুটপাত, বসেছে বড় বড় হিউম পাইপ, বাঁধানো হয়েছে আদি গঙ্গার দুধার। কিন্তু দুঃখের বিষয় সি, এম, ডি, এ–র কাজের নমুনা দেখে চেতলাবাসী আজ সঙ্কিত। পথ চলার সময় খাচ্ছে পদে পদে ঠোক্কর। ফুটপাতের মৃত্যুফাঁদে পড়ে প্রাণ হচ্ছে অতিষ্ঠ। অন্ধকার পথে জলের খাদে পড়ে খাচ্ছে হাবুডুবু। প্রত্যক্ষ প্রমাণের জন্য আসুন চেতলাটা একটু ঘুরে দেখা যাক। এগিয়ে চলুন সেন্ট্রাল রোড বরাবর রূপায়ণ সিনেমার ফুটপাত ধরে। ফুটপাতে পর পর মৃত্যুফাঁদ দেখে আঁতকে উঠলেন নাকি? দেখুন তৈরী হতে না হতে কি শোচনীয় অবস্থা। এই দেখুন সি, এম, ডি, এ–র ইঞ্জিনিয়ারদের কৃতিত্ব। গর্তগুলি কেমন আবর্জনা দিয়ে ভরাট করে দিয়েছে। নিশ্চয়ই এর তলায় আণ্ডার গ্রাউণ্ড ড্রেন আছে। এবার ঘুরে চলুন পিয়ারীমোহন রায় রোড দিয়ে সোজা শঙ্কর বোস রোডের দিকে। দেখুন কেমন ঢেউখেলান উঁচু–নিচু পথ। পৃথিবীর সপ্তম আশ্চর্য্যের এক একটি। প্রবল বর্ষণের পর দেখতে পাবেন এখানে ছোটখাট সুইমিং পুল। এই সড়কের নীচে কি বসেছে জানেন? জল নিকাশের জন্য বড়ো বড়ো হিউম পাইপ।

এবার চলুন গোবিন্দ আঢ্য রোড দিয়ে সবজী বাগানের দিকে। দেখুন কত বড় জলের পাম্প বসছে। গ্রীষ্ম গেল। বর্ষা এল। শরৎ আসছে। পাম্প তৈরি চলছে–চলবে। আশায় থাকুন, আপনার ছেলেমেয়েরা বড়ো হয়ে নিশ্চয়ই এ জল পাবে। এবার আসুন আদি গঙ্গার ধারে। দুধারে বাঁধানো পাড়ের অবস্থা দেখুন। এক বর্ষায় এই অবস্থা। আগামী বছরে এর অস্তিত্ব খুঁজে পেতে হলে পুরাতত্ত্ববিদদের ডাকতে হবে। বড় ক্লান্ত হবে পড়েছেন দেহে মনে। আজ থাক। আর একদিন বাকীটা ঘোরা যাবে। কিন্তু সি, এম, ডি, এ–র সমাপ্ত, অর্থ সমাপ্ত ও অসামপ্ত কাজের চিন্তার বিভীষিকা থেকে মুক্তি পাবেন কি?

৭ম বর্ষ, ২৬শ সংখ্যা, ২৮শে জুলাই, ১৯৭৩, ১২ই শ্রাবণ, ১৩৮০, শনিবার

আলিপুর বার্তার সংবাদের জের

রেল কোয়ার্টার থেকে জবর দখলকারীদের উচ্ছেদ

মলয় সুর : পূর্ব রেলওয়ে ডিভিশনের হাওড়া–ব্যান্ডেল শাখায় ভদ্রেশ্বরে গঙ্গার ধারে রেলের গুডস শেড রয়েছে। সেখানে সমস্ত জুট মিলের পাটজাত বস্তার গাঁট মালবাহী ওয়াগানে লোডিং হয়ে বিভিন্ন রাজ্যে যায়। বর্তমানে রেলের স্টাফদের কোয়ার্টারগুলি ফাঁকা রয়েছে বহুদিন ধরে। সেখানে এখন কর্মচারী বা স্টাফ কেউই সেগুলি ব্যবহার করে না। সেই সুযোগে ওই জায়গায় বহিরাগত লোকেরা বেআইনিভাবে বহাল তবিয়তে বসবাস করছিল। কিন্তু এব্যপারে বহুদিন ধরে কিছুতেই রেলের টনক নড়ছিল না। সবটাই হচ্ছিল রেলের উদাসীনতায়। এর পরিপ্রেক্ষিতে 'আলিপুর বার্তা'য় গত ৪ ফেব্রুয়ারি সংবাদ প্রকাশিত হয়। কিন্তু রেল কর্তৃপক্ষের তাতে কোনোও হেলদোল দেখা যায় না। পরবর্তী পর্যায়ে এই প্রতিবেদক রেলের বিভিন্ন দপ্তরে ফেয়ারলি প্লেস, নিউ কয়লাঘাটা, হাওড়া ডিআরএম বিল্ডিং ও ব্যান্ডেলে চিঠিপত্র ও পেপার কাটিং দিয়ে রেল এই প্রসঙ্গটি কর্তৃপক্ষের নজরে আনেন। কিছুদিনের মধ্যেই আলিপুর বার্তার খবরের জেরে রেলের দায়িত্বপ্রাপ্ত অফিসার ও আরপিএফ ফোর্স এসে কোয়ার্টারের জবরদখলকারিদের উচ্ছেদ করতে সক্ষম হয়। উচ্ছেদের পর কোয়ার্টারগুলি তালা দিয়ে বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে।

বিশ্ব মাতৃদুগ্ধ পান সপ্তাহ পালন

নিজস্ব প্রতিনিধি : ১ আগস্ট থেকে শুরু হয়েছে বিশ্ব মাতৃদুগ্ধ পান সপ্তাহ পালন। এই উপলক্ষ্যে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের নারী ও শিশু বিকাশ এবং সমাজকল্যাণ দপ্তরের উদ্যোগে রাজ্যজুড়ে সপ্তাহব্যাপী নানাবিধ কর্মসূচি পালন করা হবে। একইভাবে পিছিয়ে নেই পূর্ব বর্ধমান জেলাও। এদিন বর্ধমানে জেলা কালেক্টরেট বিল্ডিং ক্যাম্পাস থেকে একটি সুসজ্জিত ট্যাবলো উদ্বোধনের মাধ্যমে এই মহতী কর্মসূচির সূচনা হল। এই উপলক্ষ্যে আয়োজিত অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন জেলাশাসক প্রিয়াংকা সিংলা, জেলা তথ্য ও সংস্কৃতি আধিকারিক রাম শঙ্কর মণ্ডল প্রমুখ। মায়েদের উদ্দেশে সচেতনতার বার্তা দিতে এই ট্যাবলোটি জেলার বিভিন্ন প্রান্তে ঘুরবে। 'মাতৃদুগ্ধ অমৃত সমান'– এই আপ্তবাক্যটির গুরুত্ব বুঝিয়ে বলার জন্যই ট্যাবলো থেকে নানাভাবে প্রচার করা হবে। এধরনের কর্মসূচির উদ্দেশ্য হল, প্রত্যেক মা যেন তাঁর শিশুকে মাতৃদুগ্ধ পানের সুফল থেকে বঞ্চিত না করেন। মাতৃদুগ্ধ পানে শিশুর যথাযথভাবে শারীরিক ও মানসিক বিকাশ ঘটে থাকে। শুধু তাই নয় মাতৃদুগ্ধ শিশুর শরীরে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা যতটা গড়ে তুলতে সক্ষম প্যাকেটজাত চড়া মূল্যের কোনও দুধ কিংবা হেলথ টনিক তা পারে না। প্রতিবছর ১ আগস্ট দিনটিকে মাতৃ দুগ্ধ পান দিবস হিসাবে পালন করা হবে বলে জানানো হয়।

সরকারি ওষুধ বন্ধ, বাবাকে বাঁচাতে আকুতি ছোট্ট চন্দনার

নিজস্ব প্রতিনিধি : পাঁচ বছরের ছোট্ট চন্দনা। সারাদিন অঝোরে কেঁদেই চলেছে। চোখের জল বাধ মানছে না। বাড়ির পাশে রাস্তার পাশে বসে অপলক দৃষ্টিতেফ্যাল ফ্যাল করে চাতকের মত তাকিয়ে। ছোট্ট খুদের একটাই দাবি কিংবা চাওয়া, 'আমার বাবাকে ভালো করে দাও'।

প্রত্যন্ত সুন্দরবনের দ্বীপ বেষ্টিত গোসাবা ব্লকের বালি ১ গ্রাম পঞ্চায়েতের সত্যনারায়ণপুর গ্রাম। গ্রামেই বসবাস করেন মৃণাল বিশ্বাস। এক চিলতে ঘরে ছোট্ট মেয়ে, মা বাবা আর স্ত্রীকে নিয়ে অতিকষ্টে দিন যাপন করতেন। বেশ চলছিল। আচমকা ছন্দপতন। অমাবস্যার কালো মেঘ ঘনিয়ে আসে দরিদ্র পরিবারের মাঝে! ধরা পড়ে ব্লাড ক্যান্সার। আকাশ ভেঙে পড়ে বিশ্বাস পরিবারের ওপর। মৃণাল পেশায় টোটো চালক। পরিবারের একমাত্র উপার্জনকারি মৃণাল কোন রকমে সংসার নির্বাহ করেন। মৃণালের বাবা হরিপদ বিশ্বাস ছেলেকে নিয়ে কলকাতার নীলরতন সরকার মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসার জন্য নিয়ে যান। চিকিৎসায় কিছুটা সুস্থ করে বাড়িতে আনেন। তবে চিকিৎসকরা সতর্ক করে জানিয়েছিলেন প্রতিদিনই দুটি করে ট্যাবলেট খেতে হবে আজীবন। যার বাজার মূল্য মাসে প্রায় ১১ হাজার টাকা। পাশাপাশি চিকিৎসকরা হাসপাতাল থেকে ঔষধটি বিনা ব্যয়ে যাতে পায় সে ব্যবস্থাও করে দিয়েছিলেন। কিন্তু বছর দুয়েক হল হাসপাতাল থেকে আর কোন ঔষধ দিয়ে সাহায্য করা হয় না বলে দাবি বিশ্বাস পরিবারের। ওষুধটি প্রতি মাসে ১১ হাজার টাকা দিয়ে আর কেনা সম্ভব হচ্ছে না দরিদ্র পরিবারের। যার ফলে বছর পঁচিশ বয়সের তরতাজা যুবক মৃণাল ধীরে ধীরে মৃত্যুর দিকে এগিয়ে চলছে। এদিকে পরিবারের একমাত্র উপার্জনকারী অসুস্থ হয়ে পড়ায় দিনের পর দিন পরিবারের বৃদ্ধ বাবা, মা স্ত্রী এবং ৫ বছরের ছোট মেয়েটি কখনও অর্ধাহারে কখনওবা অনাহারে দিন কাটাচ্ছে। চাষযোগ্য দুবিঘা জমি ও বন্ধক পড়ে গিয়েছে। তাদের একটাই আবেদন কোন যদি কেউ সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেন, তাহলে হয়তো মৃণাল ও তার পরিবার বাঁচবে। ছোট্ট চন্দনাও তার বাবার স্নেহে বড় হয়ে উঠবে। মৃনালের চিকিৎসক জানিয়েছেন, নিয়মিত ওষুধ সেবন করলে কিছুটা স্বাভাবিক ভাবে জীবনযাপন করতে পারবে। নচেৎ মৃতু অবশ্যম্ভাবী।

(মৃণাল বিশ্বাস ও তার পরিবার কে সাহায্য করতে +৯১৯৬৪১৮০৪১৫৫ যোগাযোগ করুন)

উত্তিষ্ঠিত জাগ্রত প্রাপ্য বরাণ নিবোধত

আলিপুর বার্তা

কলকাতা : ৫৭ বর্ষ, ৪২ সংখ্যা, ৫ আগস্ট – ১১ আগস্ট, ২০২৩

ডিজিটাল স্বপ্ন এখানে পাখা মেলে না

পঞ্চায়েত ভোটের উত্তেজনা শেষ হলেও তার রেশটুকু যেন বড় প্রকট হয়ে উঠেছে। গত মাসেই ৮ জুলাই বঙ্গের ভোটরঙ্গ নিয়ে সারা ভারতের গণ মাধ্যম অত্যন্ত কৌতূহলী ও সজাগ ছিল। রক্তপাত, হিংসা এবং অকাল মৃত্যুর পূর্ব পরিচিত ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি হবে এটা রাজনৈতিক দলগুলি থেকে ভোট গ্রহিতা, ভোট দাতা সবাই জেনেছেন বুঝেছেন। তবু রাজনীতি বড় বালাই। জাতীয় বাহিনীর আগমন, অবস্থান নিয়ে যে দীর্ঘ মেয়াদী নাটক ঘটেছে তার সাক্ষী বঙ্গবাসী।

বুথে বুথে ভয় প্রদর্শন। বিপন্ন ভোটকর্মীদের ট্রমা বিজয়ের ছায়াতে সব কিছুই ঢাকা পড়ে গেলেও মাঝে মাঝে কিছু চাঞ্চল্যকর সংবাদ আপাততভাবে হাস্যকর হলেও আতঙ্কের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে চিন্তার উদ্রেক করে। ভোটের দিন ব্যালট পেপার খেয়ে নেওয়া, ব্যালট বাক্সে জল ঢেলে দেওয়াকেও ছাড়িয়ে গেল মৎসজীবীদের জালে সিল করা ব্যালট বাক্স কিংবা এক ঝাঁক ভোটার কার্ড ধরা পড়া বিস্ময়কর ও অভূতপূর্ব।

'জয় করে তবু ভয় কেন তোর যায় না'– রবি ঠাকুরের এই আপ্ত বাক্যকে স্মরণে রেখেও বলা যায় এ রাজ্যের শাসক বিরোধী কোন পক্ষই অনলাইন ভোটের সপক্ষে একটি কথাও উচ্চারণ করেন না। দুপক্ষেরই প্রায় ৫৫ জন সহ নাগরিক পঞ্চায়েতের গণতন্ত্র রক্ষার রণক্ষেত্রে প্রাণ হারিয়েছে। সময়ের আবর্তে একদিন শোক সীমায়িত হবে, রাজনৈতিক দোষরোপের পালাও থেমে যাবে। তবু প্রশ্ন চিহ্ন রয়ে যাবে, কেন এদের প্রাণ হারাতে হল? কিসের জন্য? কাদের জন্য?

রাজনীতির হাঁড়িকাঠে দিনের পর দিন আর কত বলি হলে গণতান্ত্রিক উৎসবের সার্থকতা খুঁজে পাওয়া যাবে। এ ভাবনা সবারই মনের কথা। তবু রাজনীতির রথে চেপে যেসব 'তুচ্ছ মৃত্যুর' কথা কেই বা স্মরণে আনতে চায়।

অন্যদিকে দিনের পর দিন চাকরির দাবিতে বঞ্চিতদের নিত্য আন্দোলন, আর্তনাদ দেশের আইন সৃষ্টিকারীদের নজর এড়িয়ে যায় যা অত্যন্ত দৃষ্টিকটু। প্রতিশ্রুতি মানে কথা দেওয়া, কথা রাখা নয়। এমন অপব্যাখ্যাই আজ বাস্তব হয়ে উঠেছে। রাজ্যপালকে শেষ পর্যন্ত দুর্নীতির প্রতিরোধে মাঠে নামতে হয়েছে। কেন্দ্র রাজ্য শাসক ও রাজনীতির মধ্যে নানা গভীর রসায়ন থাকলেও হিমশৈলের দৃশ্যমান চূড়ায় স্পষ্ট — মানুষ প্রাণ হারাচ্ছে, দেশের সহ নাগরিকরা দুর্নীতির যূপকাষ্ঠে বলি হচ্ছে দিনের পর দিন।

অন–লাইনে এদেশের প্রায় সবকিছুই চলছে। আইন, আদালত থেকে বেতন, নানা পরিষেবা। তবু অন লাইন ভোটের ব্যাপারে পরীক্ষামূলক ভাবনা চিন্তার কোন স্বর ওঠেনি কোন দিক থেকে। আর্থিক দিক থেকে যে বিপুল অপচয় ভোটের নামে দিনের পর দিন চলছে তা বন্ধ করার জন্য আইনসভা গুলিতে কোনো ভাবনা চিন্তার প্রস্তাব আজ পর্যন্ত আসেনি। যে দেশের মানুষের জন্য গণতন্ত্র সেই দেশের মানুষ এত রক্তপাত হিংসা চায়না। তারা কিন্তু অনলাইন ভোটের পক্ষে রায় দেবেন। তবুও রাষ্ট্র ব্যালট, ইভিএমেই বেশি আস্থাশীল আজও। ডিজিটাল ইন্ডিয়ার স্বপ্ন এখানে আর পাখা মেলে না।

যোগবশিষ্ঠ সংবাদ

'উৎপত্তি প্রকরণ'

কিন্তু আদি প্রজাপতি ব্রহ্মার সেইরকম কোন কারণ না থাকায় তাঁর ভৌতিক দেহ নেই। বরং তিনিই সর্বভূতের কারণ। এই জন্য তাঁর একই তেজোময় দেহ এবং তিনি চিদাকাশ রূপে বিরাজমান। আদি প্রজাপতি ব্রহ্মা হতে যে প্রজা সমূহ সৃষ্ট হয় তারাও চিদাকাশস্বরূপ। ঐ সমষ্টি জীবের প্রথম স্পন্দনেই আদি অহংভাব উদ্ভব হয় এবং সেই অহংকার সকল প্রজায় বিস্তৃত হয়। জীবগণ ব্রহ্ম হতে জাত, তাই তাদের স্বরূপও চিন্মাত্র। কিন্তু জড় আকারে তারা প্রকাশিত বলে জড়ত্বকে তারা সত্য মনে করে। অসৎবস্তু যে সত্যের মত প্রতীত হতে পারে, অবাস্তব হলেও সত্যদর্শনের মত নানা দৃশ্যাবলী স্বপ্নে দেখা তার প্রামণ। জীব যে প্রকৃতই চিদ্‌স্বরূপ এবং নিরাকার, সেই তত্ত্ব বিস্মৃত হয়ে জড় দেহজ্ঞানে বদ্ধের মত বোধ করে। ব্রহ্মা মনঃ স্বরূপ, সুতরাং এই জগৎকে রাম তুমি মনঃস্বরূপ জানবে। কারণ জাত বস্তু তার উৎস–কারণের চেয়ে ভিন্ন হতে পারে না। মনই হল ব্রহ্মার শরীর, এবং মন যেহেতু সঙ্কল্পময় তাই ব্রহ্মা মনোসঙ্কল্পে নিজের দেহকে বিস্তৃত করে এই জগৎসৃষ্টি করেছেন।

বাল্মীকি বললেন, এমন সময়ে দ্বারপাল এসে রাজা দশরথকে স্নান ও নিত্যপূজার সময় হয়েছে জানালে, বশিষ্ঠ সেদিনকার মত বাক্যের বিরাম দিয়ে আগামীদিনে আবার উপদেশ বাক্যের অভিপ্রায় জানালেন। রাজা দশরথ সভাস্থ সকল ঋষি, মুনি ও ব্রাহ্মণদের প্রণামান্তে দক্ষিণা নিবেদন করে বিদায় দিলেন। সেইদিনকার মত সভা শেষ হল।

পরদিন সভার প্রারম্ভেই রাম বশিষ্ঠকে জিজ্ঞাসা করলেন, প্রভো! যে মন হতে এই জগৎ সৃষ্ট, সেই মনের আকৃতি কেমন? বশিষ্ঠ বললেন, ভৌতিক আকাশের যেমন কোন আকার দেখা যায় না, তেমনই মনেরও কোন আকার নেই, দুই ক্ষেত্রেই শুধু নামের পরিচয় আছে। আকাশের মত মনও সর্বব্যাপী। মন থেকেই সংসার প্রবাহ সৃষ্ট হয়। বাহ্যবস্তু বিষয়ের জ্ঞানকে মন বলে।

উপস্থাপক : শ্রী সুদীপ্তচন্দ্র

ফেসবুক বার্তা

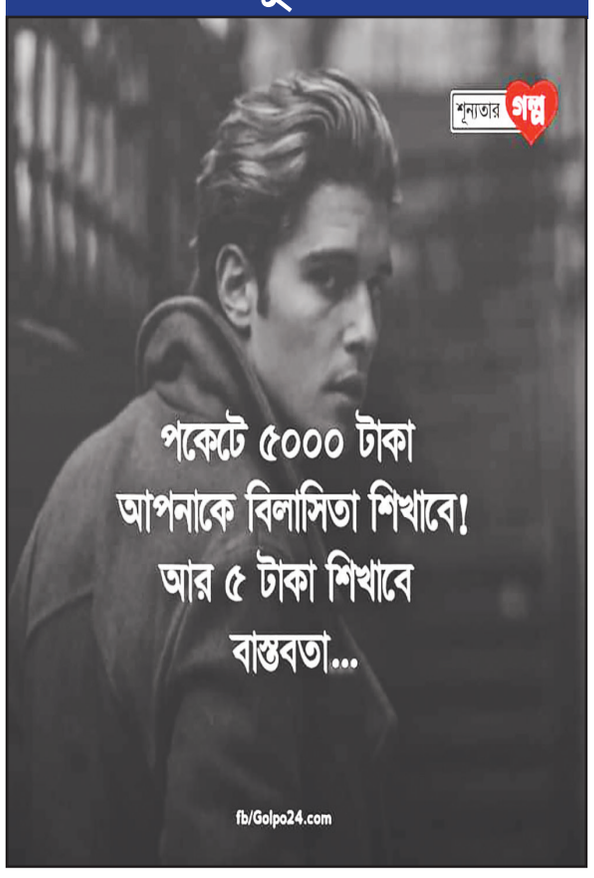

নগ্ন নারী নগ্ন রাজনীতির শিকার

নির্মল গোস্বামী

মণিপুরে হিংসার আগুন জ্বলছে। সেখানকার স্থানীয় সরকার বা কেন্দ্রীয় সরকার সেই আগুনে বাতাস দিচ্ছে না জল সিঞ্চন করছে তা এই বাংলায় বসে বোঝা খুবই দুষ্কর। তবে খবরে প্রকাশ যে, মণিপুরে যে কোনও কারণেই হোক দুইজন গোষ্ঠীর মধ্যে দাঙ্গা চলছে। মেইতি আর কুকি জনগোষ্ঠী নিজেদের মধ্যে ভ্রাত্রীঘাতি বা আত্মঘাতি খেলায় মত্ত হয়েছে। মেইতিদের জনজাতির তকমা দিয়েছে বর্তমান বিজেপি সরকার। আর তাতেই ক্ষুব্ধ কুকিরা। কারণ কুকিরা সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠী। মেইতিরা মণিপুরে সংখ্যাগুরু। এই সংখ্যা গুরুরা যদি জনজাতির সুবিধা ভোগী হয়, তাহলো এতোদিন ধরে কুকিরা যে জন জাতি হিসাবে যে সরকারী সুযোগ সুবিধা ভোগ করে আসছিল তাতে তাদের ভাগে কম পড়বে। সেই আশঙ্কাতে কুকিরাই প্রথমে আন্দোলন শুরু করে। প্রথমে সরকার বিরোধী থেকে ক্রমে তা মেইতি বিরোধী আন্দোলনে রূপ নেয়। ফলে খুব স্বাভাবিক ভাবেই হিংসা প্রতিহিংসার লেলিহান শিখায় ঘর বাড়ি দোকান পাট গাড়ি, মানুষ এবং মানবতা সব জ্বলতে থাকে। যখন সব জ্বলছে তখন নারী সম্ভ্রম টুকু আর বাকি থাকে কেন? ধর্ষণ তো ছিলই, তার সঙ্গে যোগ হল নগ্ন করে ঘোরানো।

দেড় মাস আগে ঘটে যাওয়া নারী নগ্নতার ছবি যেন নগ্ন মানবতারই প্রতিচ্ছবি হয়ে ধরা দিল বাকি ভারতে। সরকারী নীতি থেকে দলীয় রাজনীতি সব কিছুতেই যেন অসহায় নগ্নতার করুণ চিত্র ধরা পড়েছে। সরকার এবং বিরোধী দল উভয় পক্ষই মণিপুরের হিংসার আগুনে নিজেদের রুটি সেঁকতে ব্যস্ত।

উত্তরপূর্ব রাজ্যগুলির কিছু নিজস্ব বৈশিষ্ট ও সমস্যা আছে। স্বাধীনতার পর থেকেই ওই সব রাজ্যের জাতি সত্তা রক্ষার নামে হিংসাত্মক আন্দোলন হয়েছে। বিভিন্ন জনগোষ্ঠী বিভিন্ন সময়ে অস্ত্র হাতে তুলে নিয়েছে। গেরিলা লড়াইয়ে অনেক সুরক্ষা কর্মীর প্রাণ গেছে। অবস্থান গত করণে সহজেই বিদেশী অস্ত্র তাদের হাতে আসে এবং ঘটনা সংঘটিত করে সহজেই পাহাড় জঙ্গল পেরিয়ে ভিন্ন দেশে আশ্রয় নিতে পারে। এই বিভিন্ন জঙ্গী গোষ্ঠীকে দমন করার জন্য ওই সব রাজ্যে 'আমকা' আইন চালু ছিল। অর্থাৎ সেনা বাহিনীর হাতে বিশেষ ক্ষমতা দেওয়া ছিল। এই আমফা তোলার দাবীতে মণিপুরে শর্মিলা চানুর ঐতিহাসিক অনশনের কথা সকলেই জানে। খবরে প্রকাশ ১৯৮০ সালে এই মণিপুরে মনোরমা নামে এক যুবতী ধর্ষিতা হয় ভারতীয় সেনাদের দ্বারা। এই ঘটনার প্রতিবাদে মণিপুরে কাংলা দুর্গের সামনে মহিলারা নগ্ন হয়ে মিছিল করেন এবং তাদের হাতে ছিল পোস্টার। পোস্টারে লেখা ছিল 'ভারতীয় জওয়ানরা এসো আমাদের ধর্ষণ কর'। সেদিনও লজ্জায় মাথা নত হয়েছিল সারা দেশের। মণিপুরের ওই মায়েদের সামনে মাথা তুলে দাঁড়াবার মতো সাহস কোন সরকারের ছিল না। আজও নেই। ফলে মণিপুরে বা নর্থ ইস্টে বা ভারতবর্ষে নারীর লাঞ্ছনা, নারীর অপমান, নারীর লজ্জা হরণ এই প্রথম নয়। অতীতে বহু ঘটনা আছে। শাসক পালটায় কিন্তু সমাজ চিত্র পাল্টায় না। আমরা কি যুগান্তরের ঘটনা ভুলে গেছি। দ্বাপর যুগে আজ থেকে প্রায় ৫৫০০ বছর পূর্বে কৌরব রাজসভায় জ্ঞানীগুণী, বীর, যোদ্ধা, বয়স্ক অভিভাবকদের উপস্থিতিতে এক রজস্বলা নারীর বস্ত্র হরণ হয়েছিল। সভার মধ্যে তকে নগ্ন করতে চেয়েছিল দুঃশাসন। ভারতের অতীত ইতিহাস নিয়ে আমরা কতই না গর্বিত। স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণের কাল। যে কোন অজুহাতে তখনকার রাজপুরুষরা বীর রথীরা যদি জ্ঞাতী ভাইয়ের স্ত্রীকে নগ্ন দেখে উল্লাস বোধ করতে পারে। তাহলে আজকে উলঙ্গ নারী দেখে শিউরে উঠলে হবে কেন? আমাদের জনসমাজে কি কৌরবদের ডি এন এ নেই? আবার সেই মণিপুর এক পাণ্ডবের শ্বশুর বাড়ি। ফলে মহাভারতে যা আছে ভারতে তাই থাকার কথা। আছেও বোধহয় তাই।

তাই কার রাজত্বে হচ্ছে সেটা বড় কথা নয়, বড় কথা হল ঘটনার পর প্রশাসনের ভূমিকা নিয়ে। প্রশাসন যদি কঠোর হয় তাহলে এইসব ঘটনা কমার কথা। ২০০৮ সালে ২৪ নভেম্বর আসামের দিসপুরে আদিবাসীরা জমায়েত করছিল। সেই জমায়েতে পুলিশী হামলা হয়। একটি আদিবাসী তরুণীকে পুলিশ ও সরকারী দলের কর্মীরা নগ্ন করে ছোটায়। আজও সেই মেয়ে বিচার পায়নি। এমন হাজারো ঘটনা আছে। অতি সম্প্রতি বঙ্গে দুই নারীকে চুরির অপবাদে উলঙ্গ করা হয়েছে। আবার পুলিশ তাদের অন্য কেসে জেলে পুরেছে। আমরা যত সভ্য হচ্ছি আমাদের সমাজে হিংসার নানান প্রকরণ প্রকাশ পাচ্ছে। আগে মানুষ খুন হতো তাদের বডি লুকিয়ে ফেলার চেষ্টা হতো। কিন্তু কিছুদিন আগে দেখা গেল বান্ধবীকে খুন করে ৫০–৬০ টুকরো করা হয়েছে। কোথাও আবার দেহের টুকরো গুলোকে ভাজা হয়েছে। হিংসার এই রূপ আগে শোনা যায়নি। তবে আমাদের ছোটবেলায় মনে আছে একটি ঘটনার কথা। দিল্লির এক যুব কংগ্রেস নেতা তার প্রেমিকাকে মেরে তন্দুরী সেঁকা উনানে পুড়িয়ে দিয়েছিল।

ঘটনা দীর্ঘায়িত করব না। সব পার্টির রাজত্বেই এই রূপ সামাজিক হিংসা ঘটে। আমাদের দুর্ভাগ্য যে, সেই সামাজিক হিংসা বা ব্যক্তি হিংসার বহিঃপ্রকাশ নিয়ে আমরা রাজনীতি করি। গত ২৬ জুলাই তারিখে কোচবিহারের ঘটনায় নবম শ্রেণীর ছাত্রীকে অপহরণ করে ধর্ষণ করে। ৯ দিন পর হাসপাতালে তার মৃত্যু হয়। মৃত্যুর পর ছাত্রীর বাবাকে ধরে দুই দল টানাটানি শুরু করে, কাদের দিকে তিনি থাকবেন তাই নিয়ে। শেষে পুলিশকে হস্তক্ষেপ করতে হয়। আমাদের সমাজে রাজনীতি কোথায় গেছে! ছাত্রীকে ধর্ষণ করে খুন করছে। দলমত নির্বিশেষে বলবে যে ধর্ষকের কঠোরতম দ্রুত শাস্তি চাই। তা না করে তার বাবাকে ধরে টানাটানি, এর থেকে লজ্জার ছবি, রাজনীতির দেউলিয়ার ছবি আর হয় কি? যে রাজনীতির নগ্নতা প্রকাশ হল এর পরিণতিই তো সামাজিক হিংসা।

রাজনীতি প্রশাসন চালায়। রাজনীতি যদি নগ্ন হয়ে পড়ে তবে প্রশাসনও নগ্ন হতে বাধ্য হয়। ঘুষ দিয়ে চাকরি নতুন কিছু নয়। দু চারটে ঘুষ দিয়ে চাকরি অতীতেও হয়েছে। কিন্তু গোটা শিক্ষা দপ্তর মিলে চাকরি বিক্রির দোকান খুলে বসে আছে, এ চিত্র কল্পনারও অতীত। কিন্তু তা আমরা দেখছি। এটা রাজনীতি আর প্রশাসনের হাত ধরাধরি করে উলঙ্গ উল্লাসের প্রতিচ্ছবি। আবার সদ্য সমাপ্ত পঞ্চায়েত নির্বাচনে বিভিন্ন ধাপে যে ভাবে সাধারণ এবং পুলিশ প্রশাসন ভোট লুঠে সাহায্য করেছে তাতে করে আদালতের কাছে প্রশাসন সম্পূর্ণ নগ্ন হয়ে পড়েছে। রাখ ঢাক বলে কিছু নেই। চক্ষু লজ্জা বিবেক বলে কিছু নেই। সামাজিক মান সম্মান বলে কিছু নেই এইগুলো যাদের থাকে না তারাই তো নারীকে নগ্ন করতে পারে। কয়েক বছর আগে খবরে প্রকশিত হয়েছিল যে, বীরভূমে এক নারী অভিযোগ করেছিল যে পুলিশ তার গোপন অঙ্গে বিচুটি পাতা ঘষে দিয়েছিল। ফলে নারী ধর্ষণ, খুন, নগ্ন করা এ সব সমাজের পুরনো ব্যধি। মোদী, রাহুল বা মমতার দোষ নয়। দোষ সমাজের। অপরাধীদের শাস্তি বিধান করার দায়ভার সমাজের। রাষ্ট্রে সর্বনিম্ন প্রশাসনের হাতে থাকে বিচারের ভার। আর নিম্ন প্রশাসনে আপনার আমার ঘরের ছেলে মেয়েরা থাকে। টাটা, বিড়লা, আদানী, আম্বানীদের ছেলেরা নয়। বা নেতাদের ভাই–ভাতিজাও নয়। যেহেতু রাজনীতিতে–ন্যায়, সত্য, মানবতা সমাজের শৃঙ্খলায় ভেঙে পড়ছে দ্রুত। সমাজের অতি ক্ষুদ্রতম অংশেও প্রভাব পড়ছে তার। মণিপুরের হিংসা আর ভোট হিংসা আসলে ভিন্ন কিছু নয়। হিংসা জাতের নামেই হোক আর ভোটের নামেই হোক মুদ্রার এপিঠ ওপিঠ। আমাদের উলঙ্গ মনেরই পরিচয় বহনকারী।

ভেজাল নকল ওষুধ বেচলেও 'লঘু পাপ', জরিমানাতেই অপরাধ মাফ!

দেবাশিস রায়

দেবাশিস রায়: অত্যাবশ্যকীয় দৈনন্দিন খাদ্যদ্রব্যে ভেজাল। রাশি রাশি নকল সামগ্রীতে নাজেহাল দেশবাসী। আগাপাশতলা অসাধু ব্যবসায়ীদের সীমাহীন লোভের কারণে দীর্ঘদিন ধরেই মানুষ এভাবেই প্রতারিত হয়ে চলেছে। শেষপর্যন্ত জীবনদায়ী ওষুধও ভেজাল আর নকলের শিকার হয়ে পড়ায় দেশের কোটি কোটি সাধারণ মানুষের শেষ ভরসাটুকুও কার্যত লোপ পেতে বসেছে। শুধু তাই নয়, ভারতে তৈরি অত্যন্ত নিম্নমানের ওষুধের কারণে বিশ্ববাসীর দরবারে এদেশের মাথাটাও হেঁট হয়ে গিয়েছে।দিকে দিকে যখন এমনই অস্বস্তিকর ও দুর্ভাগ্যজনক পরিস্থিতি ঠিক তখনই কেন্দ্রীয় সরকারের 'জনবিশ্বাস বিল' পাশে দেশজুড়ে তীব্র সমালোচনার পারদ চড়তে শুরু করল। কেন্দ্রের এই বিলে এবার থেকে ছোটখাটো অপরাধকে কম গুরুত্ব দিয়ে দেখার কথাই বলা হয়েছে। অর্থাৎ খুচখাচ অপরাধ করলে কার্যত কারাদণ্ডের ব্যবস্থাটাই থাকছে না। অপরাধীর ক্ষেত্রে শুধু জরিমানা ধার্য্য করা হবে। আর ঠিক এই জায়গাতেই প্রশ্ন উঠছে। এই 'জনবিশ্বাস বিল' আইনে পরিণত হওয়ার পর দেশজুড়ে ভেজাল নকল ওষুধের রমরমা ব্যবসায় কতটা লাগাম টানা যাবে তা নিয়ে কার্যত সর্বস্তরে ঘোর সংশয় দেখা দিয়েছে। ইতিমধ্যেই এই বিল নিয়ে বিরোধীরা সরব। একাধিক সূত্র মারফৎ জানা গিয়েছে, এদেশে ভেজাল ও নকল ওষুধের কারবার অনেকদিন ধরেই চলছে এবং কোনওরকম লুকোছাপা না করেই। অসাধু ওষুধ কারবারীরা বুক ঠুকে কার্যত প্রশাসনের নাকের ডগাতেই তাঁদের দাপট দেখিয়ে আসছেন। এই অসাধু কারবারে পিছিয়ে থাকেনি পশ্চিমবঙ্গও। পুলিশ–প্রশাসনকে কার্যত বুড়ো আঙুল দেখিয়ে আমাদের রাজ্যের কোণায় কোণায় এরকমই অজস্র অসাধু ওষুধ চক্র ছড়িয়ে রয়েছে। কোথাও মেয়াদ উত্তীর্ণ ওষুধই নতুন স্ট্রিপে বিক্রি হচ্ছে, কোথাও অত্যন্ত নিম্ন গুনমানের সামগ্রী দিয়ে তৈরি হচ্ছে ওষুধ।অতীতেও এরাজ্যের একাধিক জায়গায় নকল ও ভেজাল ওষুধের রমরমা কারবার খবরের শিরোনাম হয়েছে। একাধিকবার বিভিন্ন সরকারি হাসপাতালে রোগীকে মেয়াদ উত্তীর্ণ ওষুধ সহ রক্ত দেওয়ার ঘটনায় শোরগোলও পড়েছিল। মাঝেমধ্যেই ভারত থেকে বাংলাদেশে পাচার করাকালীন সীমান্তপারের বিভিন্ন এলাকায় বি এস এফের হাতে অজস্র প্যাকেটবন্দি নিষিদ্ধ কাফ সিরাপ সহ চোরাচালানকারীরা ধরা পড়ে। এছাড়াও হাটেবাজারে আয়ুর্বেদ কিংবা কবিরাজি ওষুধের নামে এমন কিছু ভেষজ দ্রব্য সহ জড়িবুটি বিক্রি হয় যা এককথায় স্বাস্থ্যের পক্ষে যথেষ্টই হানিকর।গ্রামবাংলায় লক্ষ লক্ষ মানুষের দারিদ্র এবং অসহায়তার সুযোগ নিয়ে অসংখ্য অসাধু চক্র ভেজাল ওষুধের কারবার ফেঁদে বসেছে। সম্প্রতি, কলকাতার বুক থেকে বিপুল পরিমাণ নকল ওষুধ বাজেয়াপ্ত হওয়ায় রাজ্যজুড়ে চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে। এরাজ্যে নকল–ভেজাল ওষুধের রমরমা কারবারের খবরে পশ্চিমবঙ্গের মহামহিম রাজ্যপাল সি ভি আনন্দ বোসও যথেষ্ট উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন।

আমাদের দেশের বৈদেশিক বাণিজ্যের বেশ খানিকটা অংশ জুড়ে রয়েছে ওষুধ রপ্তানি। বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে বিশেষ করে অনুন্নত দেশগুলিতে আমাদের দেশের তৈরি ওষুধ ব্যাপক মাত্রায় রপ্তানি করা হয়। এই রপ্তানি বাণিজ্যের মাধ্যমে ওষুধ প্রস্তুতকারী সংস্থাগুলি কোটি কোটি ডলার আয় করে এবং এর ফলে স্বাভাবিকভাবেই আমাদের দেশের বিদেশি মুদ্রার ভাণ্ডার পুষ্ট সহ অর্থনৈতিক ভিত্তি আরও মজবুত হয়ে থাকে। কিন্তু, অতি সম্প্রতি আফ্রিকার দেশ গাম্বিয়ায় কাফ সিরাপ খেয়ে ৬৬টি শিশুর মৃত্যুর ঘটনায় ভারতের দিকে আঙুল উঠেছে। সেদেশের অভিযোগ, ভারতের পাঠানো কাফ সিরাপ খেয়েই ওই শিশুগুলির মৃত্যু হয়েছে। এরপরই এদেশের তৈরি বিভিন্ন ওষুধের গুনমান নিয়ে বিশ্বের দরবারে প্রশ্ন উঠতে শুরু করায় রাষ্ট্রব্যবস্থা তথা কেন্দ্রীয় সরকারকে যথেষ্টই বিড়ম্বনার মুখে পড়তে হয়। ফলে দেশের ওষুধ রপ্তানি বাণিজ্য বেশ খানিকটা প্রতিকূল পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়েছে। এরপরই দেশের মুখ রক্ষায় বিজেপি নেতৃত্বাধীন এন ডি এ সরকার একাধিক পদক্ষেপ করেছে। সেই মোতাবেক এখন থেকে দেশের প্রতিটি ওষুধ প্রস্তুতকারী সংস্থাকে ওয়ার্ল্ড হেলথ অর্গানাইজেশন (হু) নির্ধারিত কড়া নির্দেশ মেনেই উৎপাদন প্রক্রিয়া সম্পন্ন করতে হবে। হু'র নির্ধারিত মাপকাঠি কোনওভাবেই লঙ্ঘন করা যাবে না। কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী মনসুখ মাণ্ডবিয়া সংবাদমাধ্যমে দ্ব্যর্থহীনভাবে জানিয়েছেন, ২৫০ কোটি টাকার কম ব্যবসাকারী ওষুধ কোম্পানিগুলিকে বছরের মধ্যেই তাদের যাবতীয় পরিকাঠামোকে আন্তর্জাতিক মানে পরিণত করতে হবে।সর্বোপরি, ওষুধ প্রস্তুতকারী কোনও সংস্থা বিধিবদ্ধ নির্দেশ পূরণ করতে না পারলে তাদের বিরুদ্ধে কড়া দাওয়াই প্রয়োগের হুঁশিয়ারিও দেওয়া হয়েছে। কেন্দ্রীয় সরকার এভাবেই দেশ থেকে কার্যত ভেজাল ও নকল ওষুধ তৈরির কারবারের রমরমাও ঠেকাতে চাইছে। এদিকে, 'জনবিশ্বাস বিল' নিয়ে বিরোধীরা যথেষ্ঠ অনাস্থা প্রকাশ করেছেন। তাঁদের অভিযোগ, নতুন আইনে তো নকল ওষুধের কারবারীদের অপরাধ আর গুরুতর থাকবে না।তাই লঘু পাপে গুরুদণ্ডের সাজাও থাকছে না। অপরাধীদের আদালতের বাইরে জরিমানা দিয়ে বিষয়টি মিটিয়ে ফেলা হবে। এর ফলে অসাধু তথা ভেজাল ওষুধ কারবারীদের উৎসাহে ভাঁটা পড়ার কোনও প্রবণতা দেখা যাবে না। এককথায়, লঘু অপরাধীদের পোয়া বারো! যদিও স্বাস্থ্য মন্ত্রকের দাবি, ছোটখাটো অপরাধে জরিমানা দিয়ে মুক্তি মিললেও সেটা বার দু'য়েক হয়তো। কিন্তু, তারপরেও অন্যায় কাজ হলে অপরাধীকে আগের মতোই কড়া সাজা ভোগ করতে হবে। এখন প্রশ্ন হল, যারা ভেজাল এবং নকলের আশ্রয় নিয়ে জীবনদায়ী ওষুধকে ভিত্তি করে মুনাফা লুটছে তাদের সেই অপরাধ কোন অভিধানে লঘু পাপ হয়? উত্তর চায় আমজনতা।

সপ্তাহের বাছাই বিষয়

দেশ দেশান্তরে

অঙ্গে ব্যাধি অনুপ্রবেশ

প্রণব গুহ

আমাদের সিনিয়ররা একসময় পাকিস্তানের বদ মতলব বোঝাতে একটা শায়েরির উল্লেখ করতেন। 'হাসকে লিয়া পাকিস্তান, ঘুসকে লেগা হিন্দুস্তান'। দেশভাগের পর এটাই নাকি স্লোগান দিত পাকিস্তানী মৌলবাদীরা। এরপর গঙ্গা–পদ্মা দিয়ে অনেক জল গড়িয়ে গেছে, পাকিস্তান দুভাগ হয়েছে, দুর্বল হয়েছে। কিন্তু ভারত এখনও অনুপ্রবেশ রোধ করতে পারেনি। বরং এখন তার দুটো মুখ হয়েছে। একটা পাকিস্তান, অন্যটা বাংলাদেশ। শুধু তাই নয়, একদল ভারতবাসীর উদ্ভব হয়েছে যারা অনুপ্রবেশের বিরুদ্ধে দাঁড়াতে পছন্দ করেন। ফলে অবৈধ অনুপ্রবেশের ছিদ্র বন্ধ করা যায়নি। তবে এ নিয়ে রাজনৈতিক ফায়দা তোলার অবকাশে এই ছিদ্র আগে একদল পাচারকারীদের মধ্যে আবদ্ধ থাকলেও এখন সেটি আরও গভীরে প্রশাসনের মধ্যে প্রবেশ করেছে। এর আগে পাচারের মামলায় বিএসএফ, পুলিশ কর্তারা অভিযুক্ত হলেও এবার সাধারণ প্রশাসনের এসডিও, বিডিওরা আতসকাঁচের তলায় চলে এসেছেন। তাঁরা নাকি ভুয়ো সার্টিফিকেট দিয়ে ভারতের সেনাবাহিনীতে পাকিস্তান–বাংলাদেশের নাগরিককে ঢুকতে সাহায্য করেছেন। আদালতের নির্দেশে সিবিআই তদন্ত শুরু করেছে। যদিও এখনও কাউকে সরাসরি দোষী বলার সময় আসেনি কিন্তু সেনাবাহিনীতে এই অনুপ্রবেশ যে সেই 'ঘুষকে লেগা পাকিস্তান'– এর অঙ্গ তাতে কোনো সন্দেহ নেই। এর আগেও বিদেশে তথ্য পাচারের অভিযোগে সেনাবাহিনীর দুএকজন অভিযুক্ত হয়েছেন। অর্থাৎ ভারতের মননে অনুপ্রবেশ একটা দীর্ঘ ছায়া ফেলতে শুরু করেছে।

মানবসভ্যতার জন্মলগ্ন থেকে অপরাধ ছিল, আজও আছে, ভবিষ্যতেও থাকবে। কিন্তু কোন অপরাধকে আমরা কি চোখে দেখছি তার উপরই নির্ভর করছে দেশ ও দশের কল্যাণ। তাই অনুপ্রবেশকে আমরা যদি চরম অপরাধ বলে গণ্য না করতে পারি এবং রাজনৈতিক লাভের হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহার করতে থাকি তাহলে আমাদের জন্য যে, ভয়াবহ দিন অপেক্ষা করছে তা নিয়ে কোনো সন্দেহ নেই। এই সত্যটা ভারতের সাধারণ মানুষ বুঝলেও রাজনৈতিক নেতারা কিছুতেই

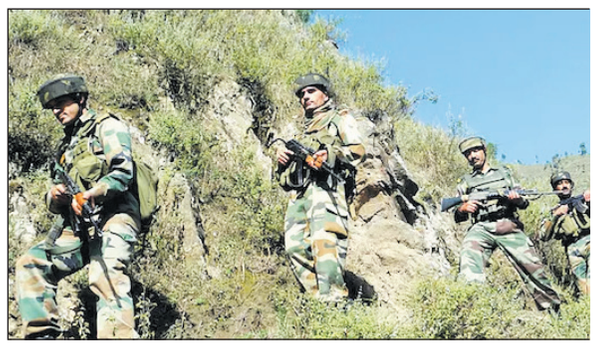

বুঝতে চান না। অনুপ্রবেশ তাদের কাছে সংখ্যা বৃদ্ধির খেলা যার সঙ্গে ব্যালটের সংখ্যার সরাসরি যোগ রয়েছে। অনুপ্রবেশের একটি প্রধান দ্বার পশ্চিমবঙ্গ। আর এই পশ্চিমবঙ্গের বর্তমান শাসক যারা তাঁরা আগের বাম আমলে অনুপ্রবেশ রোধ করার দাবিতে আকাশ বাতাস বিদীর্ণ করত। আর বামেরা তাকে উদ্দেশ্যপ্রনোদিত অভিযোগ বলে উড়িয়ে দিত। আজ ক্ষমতায় এসে তারাই অনুপ্রবেশ শব্দ শুনলেই মুখ ঘুরিয়ে নিচ্ছে। আর কেন্দ্রে যারা বর্তমানে ক্ষমতায় তারা অবৈধ অনুপ্রবেশ বন্ধ করবে বলে ক্ষমতায় এসে এখন টালবাহানা করছে। সিএএ নামে আইন পাশ করিয়ে মানুষের মনে আশা জাগিয়ে রুল তৈরী হয়নি বলে অজুহাত দিচ্ছে। এসবের কোনো প্রভাব পড়ছে না সীমান্তে। দিনের পর দিন পড়ে থাকছে কাঁটাতারহীন সীমান্ত। মাঝে মধ্যে দুএকজন ধরা পড়ছে বটে কিন্তু স্থায়ী কোনো সমাধান মিলছে না।

যে কোনো দেশের পক্ষে অবৈধ অনুপ্রবেশ একটি ব্যাধি। এ রোগ না সারালে ক্যান্সারের মত ধীরে ধীরে দেশের সর্বভৌম্যত্বকে আক্রমণ করবে। এখানে জাত–ধর্ম গৌণ। এর আগে বাম সরকারের বিরুদ্ধে অভিযোগ উঠতো, তারা নাকি ভোটে জেতার স্বার্থে অনুপ্রবেশকারীদের ঘুরপথে ভোটার কার্ড করে দেয়। এমনকী সীমান্তের গ্রামগুলিতে অস্বাভাবিক জনসংখ্যাবৃদ্ধির উদাহরণও দেওয়া হত। আজ ১৩ বছর ধরে বামেরা নেই, তবু অনুপ্রবেশ আছে, তাদের ভোটার কার্ড, আধার কার্ড পাইয়ে দেবার অভিযোগ আছে। অর্থাৎ দল নির্বিশেষে অনুপ্রবেশ রাজনীতির দামি পসরা যা বিক্রি করা মহা পাপ।

পাঠকের কলমে

দয়া করে মাঠে ময়দানে বোমা রাখবেন না

কোমলমতি অবোধ শিশুদের কথা ভেবে মাঠে ময়দানে দয়া করে কেউ বোমা লুকিয়ে রাখবেন না। কারণ আপনাদের এই ভুলের মাশুল দিতে হচ্ছে এলাকার শিশুদেরই। রাজ্যের কোনায় কোনায়, মাঠেঘাটে, ময়দানে আপনাদের লুকিয়ে রাখা তাজা বোমার বিস্ফোরণে ফুলের মতো নিষ্পাপ শিশুগুলির প্রাণ সংকটে।স্বভাবসুলভ দুরন্তপনায় ভরা শিশুরা যখন মাঠে খেলতে নামছে তখন যেখানে সেখানে আপনাদেরই লুকিয়ে রাখা বোমাগুলিই খুঁজে পাচ্ছে। সুতলি জড়ানো সেই বোমাকে বল ভেবে খেলতে গিয়েই ভয়ংকর বিস

সুফলা বঙ্গের কৃষি কথা

কাঁচা মরিচের রোগ দমন ও কীট পরিচালনা

নিজস্ব প্রতিনিধি : মরিচ একটি প্রধান মসলা জাতীয় ফসল। তবে মরিচ মসলা হিসেবে ব্যবহৃত হলেও এতে প্রচুর পরিমাণ ভিটামিন সি সহ পুষ্টির সব উপাদান উল্লেখযোগ্য পরিমাণে বিদ্যমান। কিন্তু মরিচ উৎপাদনে রোগবালাই একটি প্রধান প্রতিবন্ধক। আমাদের দেশে ফসলের উৎপাদন ৫০ শতাংশ ক্ষতিগ্রস্ত হয় রোগ–পোকার কারণে। রোগ পোকা নিয়ন্ত্রণে রাখতে পারলে ফলন অনেক বৃদ্ধি পাবে, এতে কৃষকের আয় বৃদ্ধি পাবে।

রোগ–পোকা ও তার নিয়ন্ত্রণ

মুখ্য পোকা–মাকড়:

হলদে মাকড়: ছোট ও পূর্ণাঙ্গ উভয় মাকড়ই পাতা থেকে রস চুষে খেয়ে নেয় ফলে পাতা নিচের দিকে মুড়ে যায় এবং উল্টানো নৌকার আকৃতি ধারণ করে।

প্রতিকার: বিউপ্রফেজিন ২৫ এস.সি. @ ১.২ মিলি/লি অথবা ক্লোরফেনপাইরি ১০এস.সি @ ২ মিলি/লি অথবা ডায়াফেনথিউরোন ৫ ডব্লিউ.পি. @ ১.২ গ্রা/লি অথবা ডাইমিথোয়েট ৩০ ই.সি. @২ মিলি/লি ১০–১৫ দিন অন্তর পর্যায়ক্রমে পাতায় স্প্রে করতে হবে।

থ্রিপস বা চুষি পোকা: পাতা ও গাছের কচি অংশ থেকে রস চুষে খেয়ে নেয়, আক্রান্ত পাতা ছোট হয়ে, কুঁকড়ে উপরের দিকে মুড়ে যায় এবং শেষমেষ ঝরে পড়ে।

প্রতিকার: ইমিডাক্লোপ্রিড ৭০ ডব্লিউ.এস @ ৫–১০ গ্রা/কেজি দিয়ে বীজ শোধন করতে হবে। মাঠে নীল আঠালো ফাঁদ পাততে হবে, সেক্ষেত্রে একর প্রতি ৮০–১০০ টা ফাঁদ প্রয়োজন। এসিটামেপ্রিড ২০ এস.সি. @ ০.২ মিলি/লি অথবা কার্বফিউরন ৩জি @ ৩৩.৩ কেজি/হে অথবা ডাইমিথয়েট ৩০ ই.সি. @ ১.৫ মিলি/লি অথবা ইথিওন ৫ ই.সি.@ ৩–৪ মিলি/লি অথবা থায়োক্লোপ্রিড ২১.৭ এস.সি.@ ০.৬ মিলি/লি ১০–১৫ দিন অন্তর পর্যায়ক্রমে পাতায় স্প্রে করতে হবে।

৩) সাদামাছি: ছোট ও পূর্ণাঙ্গ উভয় মাছিই গাছের রস খায় এবং গাছের বৃদ্ধিতে বাধা দেয়। চরম পর্যায়ে গাছের পাতা হলুদ হয়ে ঝরে পড়ে যায়। এরা লংকার পাতা কুঁকড়ে যাওয়ার ভাইরাসের বাহক হিসাবে কাজ করে।

প্রতিকার: ইমিডাক্লোপ্রিড ৭০ ডব্লিউ.এস @ ৩–৫ গ্রা/কেজি দিয়ে বীজ শোধন করতে হবে। মাঠে হলুদ আঠালো ফাঁদ পাততে হবে, সেক্ষত্রে একর প্রতি ৮০–১০০ টা ফাঁদ প্রয়োজন। চারাগাছকে বীজতলায় ৪০–৬০ মেসের মশারির আচ্ছাদনে লাগাতে হবে। নিমযুক্ত কীটনাশক যেমন সায়ানট্রানিলিপ্রল ১০ ও.ডি. @ ১.২ মিলি/লি অথবা ইমিডাক্লোপ্রিড ১৭.৮ এস.এল @ ০.৩৫ মিলি/লি অথবা কার্বোসালফান ২৫ ই.সি.@ ২ মিলি/লি ১০–১৫ দিন অন্তর পর্যায়ক্রমে পাতায় স্প্রে করতে হবে।

গরু–ছাগলকে সাপে কামড়ালে করুন এই কাজটি, বাঁচানো যাবে জীবন

নিজস্ব প্রতিনিধি : গ্রীষ্মকাল চলে এসেছে। ধীরে ধীরে তাপমাত্রা বাড়বে। দিনে প্রখর রোদ এবং রাতে তীব্র আর্দ্রতার মুখোমুখি হতে হবে। আবহাওয়ার পরিবর্তনের সাথে সাথে গ্রীষ্মের মৌসুমে সাপ, বিচ্ছু, মশা ও অন্যান্য পোকামাকড়ের প্রকোপও বেড়ে যায়। যদিও মানুষ সম্ভাব্য সকল সতর্কতা অবলম্বন করে নিজেদেরকে নিরাপদ রাখে, কিন্তু বোবা প্রাণীদের এসব সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়। সাপের কামড়ে অনেক প্রাণীও মারা যায়। আপনার যদি পোষ্য প্রাণী থাকে বা পশুপালন করেন এবং যদি আপনার পশুকে বিষাক্ত সাপে কামড়ে থাকে, তাহলে অবশ্যই এই প্রতিবেদনটি পড়ুন...

যদি গবাদি প্রাণীটিকে বিষাক্ত সাপে কামড়ে থাকে তবে আতঙ্কিত হবেন না, আপনি সময়মতো সঠিক পদক্ষেপ নিয়ে প্রাণীটিকে বাঁচাতে পারেন। প্রাণিসম্পদ বিজ্ঞানী ডাঃ আনন্দ বলেন, এমন পরিস্থিতিতে পশু পালনকারীকে প্রথমে খুঁজে বের করতে হবে কোন স্থানে সাপটি প্রাণীটিকে কামড়েছে। এবার সেই অংশের ৩ ইঞ্চি উপরে একটি পাতলা দড়ি দিয়ে শক্তভাবে বেঁধে দিন। বাঁধার পরে, খুব সাবধানে সাপের কামড়ের স্থানটি একটি ব্লেড দিয়ে চিরে দিতে হবে। কাটা রক্তের সাথে সাপের বিষ শরীর থেকেও বেরিয়ে আসবে।

মনে রাখবেন শুধু চিরে দিতে হবে,পশুর চামড়া কাটবেন না। ভুল করেও যদি চামড়া কেটে যায় তাহলে অতিরিক্ত রক্তক্ষরণে মারা যেতে পারে। প্রক্রিয়া চলাকালীন, প্রাণীটি একটি সংবেদনশীল এবং দুর্বল অবস্থায় থাকে, তাই পশুটিকে শান্ত পরিবেশে এবং একই জায়গায় রাখুন। এই পুরো প্রক্রিয়া চলাকালীন পশুচিকিৎসক কল করার জন্য কাউকে পাঠান।ডাক্তার সময়মতো এসে পশুকে বিষের প্রতিষেধক দেবেন। এভাবে প্রাণিটির জীবন বাঁচানো যায়।

গ্রীষ্মকালে পশুদের বিশেষ যত্নের প্রযোজন। যতদূর সম্ভব পশুদের খোলা জায়গায় না বেঁধে পরিষ্কার ও বাতাস চলাচলের ঘরে রাখুন। সময়ে সময়ে তাদের খাবার ব্যবস্থা করুন এবং পশু চিকিৎসকের পরামর্শ নিতে থাকুন যাতে পশু সুস্থ থাকে।পশুর ঘর পরিষ্কার থাকলে সেখানে বিষাক্ত প্রাণী ও মশা আসার সম্ভাবনা কম থাকে। এভাবে পশুরা নিরাপদ থাকতে পারে। পশুপালন সম্পর্কিত সকল তথ্যের জন্য কৃষি জাগরণ এর সাথে যুক্ত থাকুন।

শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে দমকলের ছাড়পত্র পেতে চরম হয়রানি

নিজস্ব প্রতিনিধি : মধ্যশিক্ষা পর্ষদ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে দমকলের ছাড়পত্রের নির্দেশ দিচ্ছে। অথচ পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষদ রাজ্যের হাই স্কুলের ছাড়পত্র পুনর্নবীকরণের জন্য সম্প্রতি এক বিজ্ঞপ্তি জারি করে জরিমানা বাবদ প্রতিবছর ৫০০ টাকা থেকে বাড়িয়ে ২ হাজার টাকা করেছে। কি কি কাগজপত্র লাগবে তার কোন অফিসিয়াল নোটিশ নেই। অন্যান্য সাধারণ কাগজপত্রের সঙ্গে ফায়ার সার্ভিসের এনওসি লাগবেই। আর সমস্যা সেখানেই। এনওসির জন্য স্কুলের অনুমোদিত প্ল্যান আবশ্যিক। প্ল্যান তৈরি ও অনুমোদন করতেই প্রায় ত্রিশ হাজার টাকা। দমকলের ছাড়পত্র পেতে অনলাইন আবেদন করতে ৩০০০ টাকা লাগবে। এর পর দমকল দপ্তর কে গাড়ি ভাড়া দিয়ে ইন্সপেকশন করবার জন্য নিয়ে আসতে হবে। তিনি সুপারিশ দেবেন। সেই সুপারিশ অক্ষরে অক্ষরে ১ বছরের মধ্যে পালন করে,আবার গাড়ি ভাড়া করে ওনাদের নিয়ে আসতে হবে। সুপারিশ পালন করবার খরচ ১ লক্ষ থেকে ৫ লক্ষ হতে পারে। গাড়ি ভাড়া দিতে অস্বীকার করলে inspection করতে কেউ আসছেনই না। পুরো প্রক্রিয়া ৩ লক্ষ টাকার বিষয় বলে জানান অ্যাডভান্সড সোসাইটি ফর হেডমাস্টার্স অ্যান্ড হেডমিস্ট্রেসেস–এর রাজ্য সাধারণ সম্পাদক চন্দন মাইতি।

চন্দনবাবুর দাবি, ডকুমেন্টস সহ সম্পূর্ণ নির্দেশিকা বোর্ড প্রকাশ করুক পর্ষদ। তাছাড়া সরকার পোষিত স্কুলের দায়ভার বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ নেবে কেন? পর্ষদ নিজেই নিয়োগকারি সংস্থা। তাঁর মতে, রাজ্য সরকারের সম্পূর্ণ দায়িত্ব। রাজ্য সরকার তার দায় এড়িয়ে যাচ্ছে। পঞ্চম থেকে দ্বাদশ শ্রেণী পর্যন্ত বিনা বেতনে রাইট টু এডুকেশন অ্যাক্ট অনুযায়ী ছাত্রছাত্রীরা পড়াশোনা করবে। সর্বশিক্ষা মিশন যে কম্পোজিট গ্র্যান্ট ১ লক্ষ টাকা দিত তা কমিয়ে অর্ধেকেরও কম করে দিয়েছে! কি করে ওই ব্যয়বহুল দমকলের ছাড়পত্র পাবে বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ? গত প্রায় ১৫ বছরের বেশি সময় বিদ্যালয় ও মাদ্রাসার ছাত্র ছাত্রীদের থেকে নেওয়া বার্ষিক ২৪০ টাকা আর বাড়ানো হয়নি! অথচ মধ্যশিক্ষা পর্ষদ সম্প্রতি আবারও নানা অছিলায় এক লাফে ফিস কয়েক গুণ ফিস বাড়িয়ে দিয়েছে! চন্দনবাবু বলেন, আমরা ইতিমধ্যেই চিঠি লিখে এবং মধ্যশিক্ষা পর্ষদের মাননীয় সভাপতি এবং সচিবের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছি। আগামী দিনে এ বিষয়ে সমাধান না পাওয়ার জন্য বড় করে ডেপুটেশনের উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে।

যুগান্তকারী পদক্ষেপ ভারতের

প্রথম পাতার পর

তাদের মতে, নেপাল, ভূটানে এই নিয়ম চললে বাংলাদেশকে দিতে অসুবিধা কোথায়? বিশেষজ্ঞদের মতে, এই সিদ্ধান্তে ভরত সফল হলে এর প্রভাব পড়বে বৈদেশিক বাণিজ্যে। আন্তর্জাতিক বাজারে ভারতীয় মুদ্রা (রুপি)র দাম বাড়বে এবং বিশ্বের অন্যান্য দেশগুলির মুদ্রার সঙ্গে রূপান্তরযোগ্য করার ক্ষেত্রে সুবিধা প্রাপ্ত হবে। বৈদেশিক বাণিজ্যে এবং পর্যটনে বাড়বে কর্মসংস্থান। এক কথায়, ভারত সরকারের এই সিদ্ধান্ত নিঃসন্দেহে এক যুগান্তকারী পদক্ষেপ বলে উল্লেখ করেন সংশ্লিষ্ট বিশেষজ্ঞ মহল।

এ প্রসঙ্গে পেট্রাপোল এক্সপোর্টার–ইমপোর্টার ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশনের সম্পাদক প্রদীপ দে বলেন, 'বাংলাদেশ গত কয়েকমাস ধরে ডলার সঙ্কটে ভুগছিল। স্বাভাবিকভাবেই বাণিজ্যের গতি ধাক্কা খেয়েছিল। এখন রুপিতে ব্যবসা চালু হওয়ায় ফের গতি ফিরবে বাণিজ্যে, বলেই আমরা মনে করি।' পেট্রাপোল ক্লিয়ারিং এজেন্ট ধৃতিমান পাল বলেন, 'করোনা পরিস্থিতি থেকেই বাংলাদেশে ডলারের একটা সঙ্কট তৈরি হয়েছে। সেই কারণেই ভারতীয় রুপিতে বাণিজ্যের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। এখন দেখা যাক, এই সিদ্ধান্ত কতটা ফলপ্রসূ হয়।'

এ বিষয়ে ভারত–বাংলাদেশ ট্রাক ওনার্স অ্যাসোসিয়েওনের সম্পাদক অশোক দেবনাথ বলেন, 'আমরা এখনও ভাল–মন্দ কিছু বুঝতে পারছি না। রুপিতে যেটা হবে, সেটা তো বাংলাদেশের ইমপোর্টের উপর হবে। ফলে কিছুদিন না গেলে পরিস্থিতির অভিমুখ কোনদিকে তা বোঝা যাবে না।

কালাচের কামড়ে সহমরণ

নিজস্ব প্রতনিধি : কালাচ সাপের কামড়ে আক্রান্ত হয়েছিলেন দম্পতি। কিন্তু শেষ রক্ষা হলো না। হাসপাতালেই মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়লেন গণেশ মণ্ডল (৫৫) ও বিজলি মন্ডল (৪২)। স্থানীয় সুত্রে জানা গিয়েছে, দক্ষিণ ২৪ পরগনার ভাঙড় ১ নং ব্লকের প্রতাপনগরের অন্তর্গত মহেশপুকুরিয়া গ্রামের বাসিন্দা গণেশ মন্ডল। প্রতিদিনের মত বৃহস্পতিবার রাতে খাওয়া–দাওয়া সেরে একই বিছানায় ঘুমিয়েছিলেন দুজনে। সকাল হলেও ঘুম ভাঙছিলো না দম্পতির। পরিবারের লোকজন তাদেরকে ঘুম থেকে ডেকে তোলার চেষ্টা করে। ঘুম ঘুম চোখে গণেশ জানায় বিছানায় কিছু কামড় দিয়েছে। পরিবারের লোকজন এমন কথা শোনা মাত্র শুক্রবার সকালে দম্পতিকে উদ্ধার করে চিকিৎসার জন্য কালিকাপুর হাসপাতালে নিয়ে যায় সকাল সাড়ে ছটা নাগাদ। সেখানে দম্পতির অবস্থা সঙ্কটজনক হলে ১০টি করে এভিএস দিয়ে ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালে স্থানান্তরিত করেন চিকিৎসকরা। দম্পতিকে পৌনে দশটা নাগাদ ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালে আনা হয়। সেখানে কর্তব্যরত চিকিৎসক মৃন্ময় বিশ্বাস দম্পতির পরিস্থিতি দেখেই বুঝতে পারেন কালাচ সাপে কামড় দিয়েছে। এক মুহূর্ত দেরী না করেই চিকিৎসা শুরু হয়। নার্সদের তৎপরতায় দম্পতিকে তড়িঘড়ি ৩০ টি করে এভিএস দেওয়া হয়।তবে শেষ রক্ষা হয়নি। মৃত্যুর কোলে ঢোলে পড়েন দম্পতি। ঘটনা প্রসঙ্গে ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালের সর্প বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক ডাঃ সমরেন্দ্র নাথ রায় বলেন, 'কালাচ এর কামড়ে দম্পতির মৃত্যু, ঘটনাটি অত্যন্ত দুঃখজনক। চেষ্টা করেও দম্পতিকে বাঁচানো গেলো না। সময় থাকতে হাসপাতালে আনলে হয়তো বাঁচানো যেতে পারতো। ক্যানিং হাসপাতালের চিকিৎসকরা মাত্র ২০ মিনিট চিকিৎসার সুযোগ পেয়েছিলেন। যুদ্ধকালীন তৎপরতায় চেষ্টাও চালানো হয়েছিল। কিন্তু কালাচ এর তীক্ষ্ণ বিষের কাছে হেরে গেলেন।' অন্যদিকে ক্যানিং থানার পুলিশ দম্পতির মৃতদেহ দুটি উদ্ধার করে ময়না তদন্তে পাঠিয়েছে। এলাকায় নেমে এসেছে শোকের ছায়া।

বিধায়ক ও পদত্যাগী চেয়ারম্যানের সংঘাত চরমে

নিজস্ব প্রতনিধি : সিউড়ি পৌরসভার পদত্যাগী চেয়ারম্যান প্রনব করের সঙ্গে সিউড়ি বিধানসভাকেন্দ্রের তৃণমূল বিধায়ক বিকাশ রায়চৌধুরীর সংঘাত চরমে । ৩১ জুলাই সিউড়ি পৌরসভার চেয়ারম্যান পদ থেকে পদত্যাগ করেন প্রনব কর। পাশাপাশি ছাড়েন ১৫ নং ওয়ার্ডের কাউন্সিলর পদও। দুপুরে সিউড়ি মহকুমাশাসক অনিন্দ্য সরকারের কাছে পদত্যাগপত্র জমা দেন প্রনব কর। সিউড়ি পৌরসভা বর্তমানে তৃনমূলের দখলে। পারিবারিক সমস্যা ও শারীরিক অসুস্থতার কারণে পদত্যাগের কথা মুখে বললেও মহকুমাশাসককে দেওয়া পদত্যাগপত্রে প্রনব কর লেখেন, আমি ডাইবেটিস রোগে আক্রান্ত। চিকিৎসক ছয়মাস বেড রেস্টের পরামর্শ দিয়েছেন। সিউড়ি পৌরসভা চরম অর্থনৈতিক সঙ্কটে ভুগছে। সিউড়ি বিধায়ক তহবিল থেকে সাহায্য করা হয় নি। বারবার বলা সত্ত্বেও সিউড়ির বিধায়ক অসহযোগিতা করেছেন। এই অবস্থায় আমার পক্ষে চেয়ারম্যানের পদে থেকে পৌরসভা চালানো কষ্টকর হয়ে গিয়েছে। তারপর তড়িঘড়ি কাউন্সিলরদের নিয়ে বোর্ড মিটিংয়ে বসেন সিউড়ি পৌরসভার ভাইস চেয়ারম্যান বিদ্যাসাগর সাউ। প্রনব কর ছাড়া বাকি কুড়িজন কাউন্সিলর উপস্থিত ছিল। জেলার একমাত্র বিজেপি বিধায়ক অনুপ সাহা বলেন, সিউড়ি পৌরসভায় ব্যাপক দুর্নীতি হয়েছে সেটার সঙ্গে উনি জড়িত, তাই তড়িঘড়ি পদত্যাগ । পৌরসভা নির্বাচনে সাধারণ মানুষদের ভোট দিতে দেয় নি । মানুষ জাগছে তৃনমূলকে দ্রুত ছুড়ে ফেলে দেবে । বিধায়ক বিকাশ রায়চৌধুরী বলেন, বিধায়ক তহবিলে বছরে ষাট লক্ষ টাকা বরাদ্দ। ষোলোটি গ্রামপঞ্চায়েত,একটি পৌরসভা আছে । তিন বছরে কেন সুন্দর করা হলো না সিউড়ি পৌরসভা ? দলের সিদ্ধান্ত মতো চলছি । অনুব্রত মণ্ডল আমাকে বিধায়ক করেছেন । আমার একার সিদ্ধান্তে কাজ হয় না । সিউড়ি পৌরসভার নয়নং ওয়ার্ডের কাউন্সিলর উজ্জ্বল চ্যাটার্জী বলেন, মিথ্যা অভিযোগ পৌরসভার কোনো কাউন্সিলর দুর্নীতির সঙ্গে জড়িত নয় । পার্টি নেতৃত্বের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী সব কিছু হয়েছে । সবাই কেষ্টদার কাছের । আগামী ৮ আগস্ট বোর্ড মিটিং । পদত্যাগী চেয়ারম্যানের বিধায়ককে ব্যক্তিগত আক্রমনের প্রতিবাদে বুধবার সন্ধ্যায় সিউড়ি পৌরসভার কুড়িজন কাউন্সিলর সাংবাদিক সম্মেলন করেন ।

বারুইপুর নেহেরু যুব কেন্দ্রের মেরি মাটি মেরা দেশ কর্মসূচী

নিজস্ব প্রতিনিধি : ভারত সরকারের যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রকের অধিনস্ত সংস্থা বারুইপুর নেহেরু যুব কেন্দ্রের উদ্যোগে এবং বজবজ–২ নম্বর ব্লকের কালীনগর সাবমেরিন ক্লাবের ব্যবস্থাপনায় আগামী ৯ আগস্ট হতে চলেছে মেরি মাটি মেরা দেশ কর্মসূচি। এই কর্মসূচি উপলক্ষ্যে ৩ আগস্ট বারুইপুরে দপ্তরে এক সাংবাদিক সম্মেলনের আয়োজন করেন ডেপুটি ডিরেক্টর ডাঃ রজত শুভ্র নস্কর। উপস্থিত ছিলেন সাবমেরিন ক্লাবের সম্পাদক ডাঃ তরুণ রায়। তাঁরা জানান, ৯ আগস্ট বৃক্ষরোপণ, প্রাক্তন মিলিটারিদের সংবর্ধনা, মাটি সংগ্রহ, শপথ গ্রহণ সহ দেশাত্মবোধক কর্মসূচি রূপায়িত হবে। ৯–১৫ আগস্ট জেলায়, ১৬–২৫ আগস্ট রাজ্যে এবং ২৭–৩০ আগস্ট দিল্লিতে এই কর্মসূচি রূপায়িত হবে।

দুয়ারে এমএসএমই ক্যাম্প

প্রথম পাতার পর

ও পুনর্বাসন দপ্তর, ডাই রেক্টরেট অফ ফ্যাক্টরিস, শ্রম দপ্তর, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, শ্রমও কমিশনারেট,শ্রম দপ্তর –২টি স্টল পশ্চিমবঙ্গ দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদ, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য বিদ্যুৎ বন্টন কোম্পানি লিমিটেড, সংখ্যালঘু বিষয়ক ও মাদ্রাসার শিক্ষা দপ্তর, পশ্চিমবঙ্গ অগ্নি নির্বাপন ও জরুরী পরিষেবা দপ্তর, কারিগরি শিক্ষা, প্রশিক্ষণ ও দক্ষতা উন্নয়ন অধিদপ্তর, অনগ্রসর শ্রেণী কল্যাণ ও তফসিল জাতি উন্নয়ন দপ্তর, কৃষি দপ্তর, শিক্ষা দপ্তর, আনন্দধারা : সৃষ্টিশ্রী ২টি স্টল, আনন্দধারা : খাদ্য ছায়া ১টি স্টল, আনন্দধারা, দক্ষিণ ২৪ পরগনা ১টি স্টল, ব্যাংক, প্রাণিসম্পদ বিকাশ বিভাগ, ক্ষুদ্র ছোট মাঝারি এবং বস্ত্র দপ্তর, রাজ্য জল অনুসন্ধান অধিদপ্তর, প্রায় ৪০ জন উপভোক্তাকে মঞ্চ থেকে পরিসেবা প্রদান করা হলো। ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পে রাজ্যবাসীকে উৎসাহিত করতে এই ক্যাম্পের উদ্যোগ বলে জানালেন বক্তারা।

রসাতলে যেতে পারে

প্রথম পাতার পর

একই সঙ্গে আমরা দেখতে পাচ্ছি স্বাস্থ্য প্রশাসকদের আসনে যাদের বসানো হচ্ছে তাদের এক বড় অংশের, বর্তমানে শাসকদলের প্রতিটি পদক্ষেপের প্রতি প্রশ্নহীন আনুগত্য আছে এবং স্বাস্থ্য, শিক্ষা ক্ষেত্রে প্রায় প্রতিদিন নানা অভিযোগ উঠলেও তাঁরা হিরন্ময় নীরবতার ভূমিকা পালন করছেন।

আমরা তাই বাধ্য হয়েছি, মুখ্য সচিব, স্বাস্থ্য সচিবকে চিঠি, ডেপুটেশন দিয়েও কোনো বিচার না পেয়ে, ইউনির্ভাসিটির আচার্য্য মাননীয় রাজ্যপাল ও ন্যাশনাল মেডিক্যাল কমিশনকে চিঠি দিতে বাধ্য হয়েছি। আমরা মাননীয় রাজ্যপালের সময় চেয়েছি।

যে বিষয়গুলো আমরা আজকে আপনাদের কাছে তুলে ধরতে চাই

১। আর জি কর মেডিক্যাল কলেজের প্রিন্সিপাল ও শাসকদলের নেতার বদলি ও পরের দিনই বদলি আদেশনামা বাতিল হয়ে যাওয়া।

২। আর জি কর মেডিক্যাল কলেজের প্রিন্সিপালের বিরুদ্ধে স্বাস্থ্য আধিকারিকের তোলা নানা দুর্নীতি, অনিয়ম বেনিয়মের অভিযোগ।

৩। ওয়েস্ট বেঙ্গল হেলথ ইউনিভার্সিটির পরীক্ষায় কোশ্চেন আউট হয়ে যাওয়া, টোকাটুকিতে মদত দেওয়ার অভিযোগ সহ সাম্প্রতিক অবজারভার ইস্যু।

৪। স্বাস্থ্য বিশ্ববিদ্যালয়ে পরিবারতন্ত্র।

শিশু পড়ুয়ার মৃত্যুতে কাঠগড়ায় পুলিশ

প্রথম পাতার পর

বেহালা চৌরাস্তায় শিশু পড়ুয়ার মৃত্যু এই প্রথম নয়। এর আগেও একই ভাবে স্কুলে আসতে গিয়ে আরও চার পড়ুয়ার মৃত্যু হয়। কিন্তু একের পর এক মৃত্যু কোনও ভাবেই প্রশাসনের হৃদয় ছুঁতে পারেনি। ট্রাফিক পুলিশের গাফিলতি চলেছে বছরের পর বছর। স্থানীয় বাসিন্দাদের অভিযোগ, ট্রাফিক পুলিশ সিগন্যাল ও রেলিং লাগিয়ে বেহালা চৌরাস্তার মোড়কে একটি গোলক ধাঁধার মোড়ে পরিণত করেছে। এছাড়াও চৌরাস্তার মোড় পণ্যবাহী গাড়ি থেকে তোলা আদায়ের কেন্দ্র হয়ে দাঁড়িয়েছে। ফুটপাত দখল করে গড়ে উঠেছে একের পর এক দোকান।

পথচারী রাস্তার ব্ল্যাকটপে নামতে বাধ্য হচ্ছে আর পণ্যবাহী গাড়ি তোলা দেবার ভয়ে ছুটছে বেপরোয়া ভাবে। স্থানীয় মানুষের মতে এই সব মিলিয়ে বেহালা চৌরাস্তা তৈরি হয়েছে একটি মৃত্যু ফাঁদে। দীর্ঘদিনের জমে থাকা এইসব ক্ষোভের বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে ৪ তারিখ শুক্রবার। এলাকার প্রবীণ নাগরিকরা জানালেন আগে যখন বেহালা চৌরাস্তায় রেলিং, সিগন্যাল, ট্রাফিক পুলিশের দাপাদাপি ছিল না তখন এই মোড় ছিল অনেক নিরাপদ। বড়িশা প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক অর্জুন রায় এ ঘটনায় পুলিশের ভূমিকায় জোরালো ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন। বড়িশা হাইস্কুলে প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক মিলিয়ে তিন হাজারের অধিক ছাত্রছাত্রী রয়েছে। কিন্তু ডায়মন্ড হারবার রোডের মতো এতো ভারি রাস্তায় ওই ছাত্রছাত্রীদের পারাপারে কলকাতা পুলিশের ডায়মন্ড হারবার ট্রাফিক গার্ডের কোনও ভূমিকা নেই। স্কুল ভোরবেলা থেকে শুরু হলেও ট্রাফিক পুলিশ বা সিভিক পুলিশের দেখা মেলে বেলার দিকে। ফলে সকালে পড়ুয়াদের পারাপারের সময় পুলিশের দেখা মেলে না যারা সস্নেহে পার করে দিতে পারে শিশুদের। অথচ বেহালার শিমুলতলা বাজারের কাছে দু'টি বেসরকারি স্কুলের ছাত্রছাত্রীদের পারাপারে কলকাতা পুলিশ গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করে। প্রধান শিক্ষকের বক্তব্য, আমাদের ছাত্রছাত্রীরা সরকারি স্কুলে পড়ে বলেই কী ট্রাফিক পুলিশের এই তাচ্ছিল্য।

পাল্টা আরও একটি অভিযোগ এসেছে যে, সিগনাল গ্রিন থাকা সত্ত্বেও ছাত্রটি ও তার বাবা যখন রাস্তা পার হচ্ছিল। তবুও প্রশ্ন থেকেই যায় তখন পুলিশ তাদের আটকালো না কেন? এটাই প্রমাণ করে সকালে চৌরাস্তায় ট্রাফিক পুলিশের উপস্থিতি খুব কম থাকে। যারা থাকেন তাদের বিরুদ্ধে মোবাইলে মশগুল হওয়ার অভিযোগ উঠেছে। আরও অভিযোগ, একাধিক কাঁদানে গ্যাসের সেল ফাটানোয় তা থেকে স্টোনচিপের আঘাতে এক পথচারী মহিলা গুরুতর আহত হয়েছে। এবং কাঁদানে গ্যাসে সকাল ছ'টা থেকে সাড়ে ছ'টায় আগত বড়িশা প্রাথমিক বিদ্যালয়ের বেশ কিছু ছাত্র ও বড়িশা উচ্চ বালিকা প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ছাত্রী গ্যাসের ফলে অক্সিজেনের অভাবে অসুস্থ হয়ে পড়ে।

এদিকে কলকাতার পুলিশের নগরপাল বিনীত গোয়েল জানায়, কলকাতা পৌরসংস্থার মাটি বোঝাই যে লরিটি ওই ছাত্রটিকে ও তার বাবাকে ধাক্কা মারে তার ড্রাইভার ও খালাসিকে হাওড়া থেকে আটক করা হয়েছে।

এদিকে বেশ কিছু দীর্ঘদিনের দাবি তুলে ধরা হয়েছে এপিডিআর–এর পক্ষ থেকে। এই সব দাবি দীর্ঘ বছর হলেও তার সমাধান করা হয়নি। এই মারাত্মক দুর্ঘটনা আগামী দিনে বেহালা চৌরাস্তার ভয়াবহ ট্রাফিক পরিস্থিতি বদলে দিতে পারে কিনা সেটাই এখন লাখ টাকার প্রশ্ন।

পথ দুর্ঘটনায় মৃত্যু ছাত্রীর

নিজস্ব প্রতনিধি : ফ্রেজারগঞ্জে মর্মান্তিক পথ দুর্ঘটনায় মৃত্যু হল পঞ্চম শ্রেণীর এক ছাত্রীর। দুর্ঘটনায় গুরুতর জখম মৃত ছাত্রীর দাদাও। মঙ্গলবার বেলা সাড়ে দশটা নাগাদ দুর্ঘটনাটি ঘটে দক্ষিণ ২৪ পরগনার ফ্রেজারগঞ্জের কয়লাঘাটা এলাকায় ১১৭ নং জাতীয় সড়কে। মৃত ছাত্রী ১১ বছরের জবা দাস স্থানীয় নারায়নীতলা ধনেশ্বর হাই স্কুলের পঞ্চম শ্রেণীর ছাত্রী। জখম দাদা দয়ালহরি দাসও পঞ্চম শ্রেণীর পড়ুয়া। একটি সাইকেলে চেপে স্থানীয় আইসিডিএস সেন্টার থেকে বোনের জন্য মিড ডে মিল নিয়ে বাড়ি ফিরছিল জবা ও দয়ালহরি। ফেরার পথে পেছন থেকে আসা লট নম্বর এইট ও বকখালি রুটের যাত্রীবাহী বাস সাইকেলে ধাক্কা মারে। সাইকেল থেকে দুজনেই ছিটকে পড়ে। স্থানীয় মানুষজন উদ্ধার করে ফ্রেজারগঞ্জ গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে গেলে জবাকে মৃত বলে ঘোষণা করেন ডাক্তারবাবুরা। এদিকে জবার দাদা দয়ালহরি বাসের তলায় দীর্ঘক্ষণ আটকে পড়ে। আধ ঘন্টার বেশি সময় ধরে সাইকেলসহ দয়াল হরি বাসের তলায় আটকে থাকে । ঘটনাস্থলে আসে ফ্রেজারগঞ্জ কোস্টাল থানার পুলিশ।পরে জেসিবি এনে বাসের তলা থেকে গুরুতর যখন অবস্থায় উদ্ধার করা হয় দয়াল হরিকে। দয়ালহরির অবস্থা আশঙ্কাজনক হওয়ায় ডায়মন্ড হারবার জেলা হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়।

ঘাতক বাসটিকে আটক করেছে পুলিশ। তবে এই ঘটনায় চালক পলাতক। ঘটনাকে কেন্দ্র করে ফ্রেজারগঞ্জ এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে। অন্যদিকে বছর বারোর স্কুল পড়ুয়া জবার মৃত্যুতে তার পরিবারের পাশাপাশি এলাকায় নেমে এসেছে শোকের ছায়া।

একইদিনে সাপের কামড় খেয়ে চিকিৎসার জন্য ১৫ জন হাসপাতালে ভর্তি

সুভাষ চন্দ্র দাশ : সাপের উপদ্রবে অতিষ্ট সাধারণ মানুষ। প্রতি দিনই সাপের কামড়ে আক্রান্ত হচ্ছেন সুন্দরবন সহ দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার বিভিন্ন প্রান্তের মানুষজন। একদিকে প্রবল বর্ষন আর অপরদিকে সচেতনতার অভাবে এমনটাই হচ্ছে বলে সর্প বিশেষজ্ঞদের মত। ক্যানিং মহকুমা হাসপাতাল। অন্যান্য দিনের মতো বুধবার হাসপাতালে রোগীর ভিড় ছিল প্রচুর। জরুরী বিভাগে দেখা গেল এক ভিন্ন চিত্র। সবে মাত্র বর্হিঃবিভাগে রোগী দেখে জরুরী বিভাগে রোগী দেখার প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালের সর্প বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক ডাঃ সমরেন্দ্র নাথ রায়। বিষ্ণুপুরের জ্যোৎস্না মন্ডল, বাসন্তীর বগুলাখালির খাদিজা লস্কর,তীত কুমারের আব্বারু মল্লিক, ফুলমালঞ্চের টেঁপি মন্ডল, ক্যানিংয়ের শরৎপল্লির নির্মল কুন্ডু, বারুইপ

মহানগরে

বনমন্ত্রীর কন্যা সংসদ সচিব

নিজস্ব প্রতিনিধি : রাজ্যের বনমন্ত্রী জ্যোতিপ্রিয় মল্লিকের কন্যা প্রিয়দর্শিনী মল্লিক পশ্চিমবঙ্গ উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা সংসদের নতুন সচিব পদে নিযুক্ত হলেন। দক্ষিণ কলকাতার আশুতোষ কলেজের জীবাণু–বিজ্ঞান (মাইক্রোবায়োলজি) বিভাগের সহকারী অধ্যাপিকা ছিলেন প্রিয়দর্শিনী মল্লিক। তাঁকেই আগামী তিন বছরের জন্য রাজ্যের উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা সংসদের সচিব পদে নিয়োগ করা হয়েছে। রাজ্যের স্কুল শিক্ষা দফতরের তরফে সেই সংক্রান্ত নির্দেশিকা জারি করা হয়েছে গত ৩১ জুলাই সোমবার। তবে তা জানা গিয়েছে ২ আগস্ট বুধবার। উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা সংসদের সচিব পদে ছিলেন তাপস কুমার মুখোপাধ্যায়। সেই জায়গায় আগামী তিন বছরের জন্য প্রিয়দর্শিনী মল্লিককে আনা হয়েছে। তবে রাজ্যের বর্তমান বনমন্ত্রীর মেয়েকে একেবারে শিক্ষা প্রশাসনে তুলে নিয়ে আসায় রাজ্যের শিক্ষা মহলের অনেকেই ভ্রু কোঁচকাতে শুরু করেছেন।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, তাপস কুমার মুখোপাধ্যায় এতদিন উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা সংসদের সচিব পদের দায়িত্বভার সামলাচ্ছিলেন। ২০১৭ সালে শিক্ষা দফতরের চাকরি থেকে অবসর নেওয়ার পর পশ্চিমবঙ্গ সরকার তাঁকে এক্সটেনশন দিয়ে সংসদের অস্থায়ী সচিব হিসাবে কাজ সামলানোর দায়িত্ব দেয়। পরে ২০২১ সালের ফেব্রুয়ারি থেকে ২০২৪ সালের ৪ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত ভারপ্রাপ্ত সচিব হিসাবে এই পদে পাকাপাকি ভাবে তাঁকে নিয়োগ করা হয়। তবে তিনি নিজেই শিক্ষা দফতরকে চিঠি দিয়ে এই পদ থেকে অব্যাহতি চেয়েছিলেন। কারণ হিসাবে তিনি জানিয়েছিলেন, আগামী ২০২৪ সালের উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষা ১৬ ফেব্রুয়ারি শুক্রবার থেকে শুরু হবে। কিন্তু সেই বড়ো পরীক্ষার ১৩ দিন আগে তিনি দায়িত্ব ভার ছাড়ার পর নতুন যিনি তাঁর জায়গায় আসবেন, তিনি সেই দায়িত্ব সামলাতে গিয়ে সমস্যায় পড়ে যাবেন। তাই আগেভাগেই তাপসবাবু পদ ছেড়ে দিতে চেয়ে ছিলেন। রাজ্যের শিক্ষা দফতর তাপসবাবুর আবেদনকে মান্যতা দিয়েই ২ আগস্ট তাঁর জায়গায় প্রিয়দর্শিনীকে নিয়োগ করে। জানা গিয়েছে, রাজ্যের উচ্চশিক্ষা দফতরের উচ্চশিক্ষা সংসদের গভর্নিং বডির সদস্য হিসাবে দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার দক্ষিণ বারাসাতস্থিত ধ্রুবচাঁদ হালদার কলেজের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন প্রিয়দর্শিনী। এছাড়াও মাইক্রো–বায়োলজি বিষয়টি নিয়ে একাধিক প্রজেক্টে কাজ করার তাঁর দীর্ঘ অভিজ্ঞতা রয়েছে।

প্রয়াত তপনদেব

নিজস্ব প্রতিনিধি : সুলেখক, ছড়াকার তপনদেব চট্টোপাধ্যায় ১ আগস্ট দুপুর ১২টা নাগাদ নিজ বাসভবনে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। বিগত কয়েক বছর ধরে বার্ধক্যজনিত রোগে ভুগছিলেন। তিনি ছিলেন ভবানীপুরের তেলিপাড়া রোডের আদি বাসিন্দা, রাজ্যের মন্ত্রী শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়ের অগ্রজ। ১৯৪০ সালে জন্ম এরপর স্নাতকোত্তরের পর ইউনাইটেড ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ায় তাঁর কর্মজীবন শেষ করেন এছাড়াও তাঁর পৈত্রিক পেশা পৌরোহিত্য তিনি করেন। স্থানীয়দের মধ্যে নিষ্ঠাবান এই মানুষটির কদর ছিল সর্বত্র। তাঁর মৃত্যুতে শোক জ্ঞাপন করেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর লেখা অন্যতম ছড়ার বই হল 'কবিয়ানা'। বিভিন্ন ছোটখাটো পত্র পত্রিকার সম্পাদনাও করেছেন তিনি। দীর্ঘদিন ধরেই আলিপুর বার্তা পত্রিকার সঙ্গেও লেখালেখির সূত্রে যোগাযোগ ছিল তাঁর। শারদীয় আলিপুর বার্তায় প্রতি বছরই তাঁর লেখা প্রকাশিত হয়েছে। আলিপুর বার্তার পক্ষ থেকেও তাঁকে শ্রদ্ধা জানানো হয় এবং আমাদের পরিবার তাঁর আত্মার শান্তি কামনা করে।

ফুটপাত দখল করে ব্যবসা, সরব শাসক দলের পৌরপ্রতিনিধি

বরুণ মণ্ডল

উত্তর কলকাতার পাঁচ নম্বর বরোর দু'টি ওয়ার্ড ৪০ নম্বর ওয়ার্ডের ঠিক অপর ফুটপাতে ৪৪ নম্বর ওয়ার্ডে রয়েছে কলকাতা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল। আর এই হাসপাতালকে কেন্দ্র করে খাবার স্টলের ব্যবসা ৪০ নম্বর ওয়ার্ডের কলেজ স্ট্রিট ও বিধান সরণির ফুটপাতের ওপর গড়ে উঠেছে। কলকাতা মেডিকেল কলেজের ঠিক বিপরীতে এরা ফুটপাত দখল করে হোটেলের মতো কায়দায় চেয়ার–টেবিল লাগিয়ে ফুটপাতের অধিকাংশটাই দখল করে সারাটা দিন–রাত চালিয়ে তাদের ব্যবসা চলেছে। এই স্টলগুলির কোনও ছাউনি নেই। সকলে প্লাস্টিক ও বড়ো বড়ো ত্রিপল টাঙিয়ে সারাটা বছর ব্যবসা করছে। বইপাড়ার শ্যামাচরণ দে স্ট্রিটের অবস্থাও একই রকম। এদের বারংবার নিষেধ করা সত্ত্বেও এরা বৃষ্টি এবং রোদের অজুহাত দিয়ে কলকাতা পৌরসংস্থার 'সলিড ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্ট' টিমকেও প্রতিনিয়ত প্রতিহত করে চলেছে। এ অভিযোগ কোনও সাধারণ কলকাতাবাসীর নয়, খোদ স্থানীয় তৃণমূলী পৌরপ্রতিনিধি সুপর্ণা দত্তের। তার বক্তব্য, দক্ষিণ কলকাতার গড়িয়াহাট বা উত্তর কলকাতার হাতিবাগানের মতো এই অঞ্চলের স্টল গুলিকে সুন্দর ভাবে একটি পরিমাপের আওতাভুক্ত করা হোক। স্টলগুলো যদি সুনির্দিষ্ট ছাউনিবিশিষ্ট হয়ে যায়, তাহলে এদের প্লাস্টিক ব্যবহার করতে একেবারেই হবে না। আর স্টল গুলি সবকটাই যদি সুনির্দিষ্ট মাপের করে দেওয়া যায় তাহলে ফুটপাত গুলিও দখলমুক্ত হয়ে মানুষের চলাচলের উপযুক্ত হয়। কলকাতা পৌরসংস্থার চলতি পৌর বোর্ডের নবাগত পৌরপ্রতিনিধি সুপর্ণা দত্ত বলেন, উত্তর কলকাতার এই ৪০ নম্বর ওয়ার্ডটি একটি অত্যন্ত ঐতিহ্যপূর্ণ ওয়ার্ড। এই ওয়ার্ডে রাজ্যের বিখ্যাত বই বাজারটি রয়েছে। আর এই বইবাজারকে কেন্দ্র করে এই অঞ্চলে বহু অস্থায়ী ব্যবসায়ীরা শ্যামাচরণ দে স্ট্রিট এবং কলেজ স্ট্রিট ক্রশিঙের সংলগ্ন ফুটপাতের স্টল বসাতে বসাতে ফুটপাত গুলিকে প্রায় দখল করে নিয়েছে। শুধু ফুটপাত নয়, শ্যামাচরণ দে স্ট্রিট, বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রিট এই দু'টি রাস্তার অনেকাংশ এই ব্যবসায়ীদের দখলে চলে গেছে। ফলে পথচারীরা ব্ল্যাকটপের ওপর দিয়ে হাঁটা–চলা করতে একরকম বাধ্যই হচ্ছেন। বর্তমান প্রেসিডেন্সি বিশ্ববিদ্যালয়ের বিপরীতে হিন্দু স্কুলের ফুটপাত গুলিও পুরোপুরি এই বইয়ের স্টলওয়ালাদের দখলে। সারা বছর তারা নয় রোদ, নয় তো বৃষ্টির দোহাই দিয়ে স্থায়ীভাবে প্লাস্টিক খাটিয়ে বছরের পর বছর বইয়ের ব্যবসা করে চলেছে। স্থায়ী বইয়ের দোকান রয়েছে, আর তার সামনেই রয়েছে অস্থায়ী হকারদের এই বইয়ের স্টল। তাদের এই ব্যবসার জন্য স্কুলের ছাত্রছাত্রী থেকে স্থানীয় বাসিন্দা থেকে দূরদূরান্ত থেকে আগত বইয়ের ক্রেতারা নিজেদের প্রাণ হাতে করে ব্ল্যাকটপের ওপর নেমে যাতায়াত করে। আবার স্থায়ী ক্যাবিনেট করে কলেজ স্ট্রিট ক্রশিং সংলগ্ন ফুটপাতটি পথচারীদের চলাচলের একেবারে অনুপযুক্ত করে তুলেছে হকারেরা। ক্ষোভের সুরে তিনি আরো বলেন, বহুবার কলকাতা পৌরসংস্থার 'সলিড ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্ট' টিম ওদের অনুরোধ করা সত্ত্বেও ওদেরকে উপযুক্ত নিয়ম মানতে বাধ্য করা যায়নি। তারা তাদের মানবিক দিকটি টিমের দিকে যথারীতি তুলে ধরছে। বিধান সরণি, মহাত্মা গান্ধী রোডও রীতি মতো বই বিক্রেতা তাদের বইয়ের স্টল বানিয়ে রেখেছে। তার ফলে মানুষ ব্ল্যাকটপে নেমেছে।

কলকাতা পৌরসংস্থার হকার্স পুনর্বাসন স্কিমসে'কাছের সুপর্ণা দত্তের প্রস্তাব, হকারদের স্টলের পরিমাপকে শুধু সুনির্দিষ্ট বাঁধনের মধ্যে আনলেই সমস্যার সমাধান হবে না। তার সঙ্গে হকাররা কতটা অংশ জুড়ে বসবে পারবে, তাও সুনির্দিষ্ট করে দেওয়া হোক। কয়েক বছর আগে প্রেসিডেন্সি বিশ্ববিদ্যালয় সংলগ্ন ফুটপাতের বইয়ের স্টল গুলিকে যেমন সুনির্দিষ্ট পরিমাপ করে বিশ্ববিদ্যালয়ের ফুটপাতটিকে যে সুন্দর রূপ দেওয়া হয়েছিল, ঠিক তেমনই দ্বিশতবর্ষের প্রাচীন হিন্দু স্কুলের দু'দিকের ফুটপাত গুলিকেও প্লাস্টিক ছাউনিমুক্ত সুসজ্জিত স্টলের মাধ্যমে সুন্দর রূপ দেওয়ার প্রস্তাব রাখছি। এবিষয়ে কলকাতা পৌরসংস্থার হকার পুনর্বাসন স্কিমের মেয়র পারিষদ দেবাশিস কুমার বলেন, কলকাতা মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের ফুটপাতে যেটা আছে সেটা বাঞ্ছনীয় নয়। এটাকে একটি নিয়মের মধ্যে আনাটা অসাধ্য কোনও কাজ নয়। এটা করা যাবে। আগে এটাকে ফুটপাতের হকার নিয়ন্ত্রণে গঠিত 'টাউন ভেন্ডিং কমিটি'তে আনতে হবে। মেডিকেল কলেজের বিপরীত ফুটপাতে সারা ভারতের নিয়মানুযায়ী ৩ x ৬ = ১৮ স্কোয়ার ফুটের 'ফুড ভেন্ডার স্টল' গুলিকে এই নির্দিষ্ট মাপের করে দেওয়া হবে। তাহলে হাসপাতালের সামনের ফুটপাত পরিষ্কার করে দেওয়া যাবে। আর বইয়ের স্টল নিয়ে যেটা বলছেন, এটা দীর্ঘদিনের একটা সমস্যা। আর সত্য ঘটনা পুরো ফুটপাতটাই ওরা(বই বিক্রেতারা) দখল করে নিয়েছে। আর শ্যামাচরণ দে স্ট্রিটের ফুটপাতটি এমনিতেই খুবই অপ্রশস্ত। তবে এটাকে ব্যতিক্রমী বললে হবে না। ওই সমস্ত এলাকার বই ব্যবসায়ীদের সঙ্গে কথা বলে, অন্তত একটা পরিস্থিতি তৈরি করতে হবে। যাতে পথচারীও হাঁটতে পারে আর বই ব্যবসায়ীরাও স্বাধীন ভাবে ব্যবসা করতে পারে। এটাকেও টাউন ভেন্ডিং কমিটিতে প্লেস করা হবে। তবে প্রস্তাব দু'টি খুবই সময়োপযোগী। একটা ব্যবস্থা নেওয়ার চেষ্টা করবো।

লেন্স বার্তা

একদিকে যেমন উপচে পড়ছে নানা রোগের মানুষ, অন্যদিকে ঠিক তেমনি দুর্দশা উলুবেড়িয়া সাব ডিভিশন হসপিটালের, ছাদ চুঁইয়ে পড়ছে জল।

চারিদিক ঢেকেছে টিনের চালে, কিন্তু নেই একটাও পাখা, বাজার আধুনিকীকরণের জেরে প্রাণ ওষ্ঠাগত ব্যবসায়ী থেকে সধারণ ক্রেতাদের। ঘোলশাপুর বাজারে।

অল্প বৃষ্টিতেই বেহাল দশা ব্যস্ততম বাইপাসের। ছবি : অভিজিৎ কর

এফএমবি ইউটিউব চ্যানেলে দেখা মিলবে জাদুকর পিসি সরকার জুনিয়রের বিভিন্ন ছবি দিয়ে তৈরি তাঁকে নিয়ে লেখা গান। গেয়েছেন খরাজ মুখার্জি। তাঁরই প্রকাশ হল ২ আগস্ট কলকাতা প্রেস ক্লাবে স্বয়ং জাদু সম্রাটের হাত দিয়ে। ছিলেন তাঁর সহধর্মিণী জয়শ্রী সরকার ও মেজো কন্যা মৌবনী সরকার এবং রঙিন বিধায়ক মদন মিত্র ছাড়াও অন্যান্যরা। ছবি : অরুণ লোধ

রায়পুর–চড়িয়াল যাওয়ার রাস্তায় পথ আটকে ট্রাক, বাড়ছে জ্যামজটের নিত্য যন্ত্রণা। ছবি : অরুণ লোধ

এলবিএস'দের দৌরাত্ম্য বৃদ্ধি, কাজে ব্যাপক গোলযোগের সন্ধান

নিজস্ব প্রতিনিধি : কলকাতা পৌরসংস্থায় নতুন বাড়ির নকশা অনুমোদনের ক্ষেত্রে লাইসেন্সড বিল্ডিং সার্ভেয়ার'দের (এলবিএস) একটা বড়ো ভূমিকা থাকে। কিন্তু অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় যে, এলবিএস'রা নিজেরা কাজ না করে শুধু মাত্র তার মূল্যবান স্বাক্ষর'টা দিয়েই কাজ সারছেন এবং সেই জায়গায় অন্য কোনো লাইসেন্সবিহীন ব্যক্তি নকশা অনুমোদনের ব্যবস্থা করছে। যা কীনা সম্পূর্ণরূপে অনৈতিক বলে কলকাতা পৌরসংস্থার পৌর অধিবেশনে প্রস্তাব তোলেন ৪৮ নম্বর ওয়ার্ডের পৌরপ্রতিনিধি বিশ্বরূপ দে। তিনি বলেন, আমরা জানি, বর্তমানে সবটাই অনলাইনে হয়ে থাকে, কিন্তু তা সত্ত্বেও কোথাও না কোথাও একটা বিষয় থেকে যাচ্ছে। যেখানে কী না এই দৌরাত্ম্য থেকে যাচ্ছে।

প্রস্তাবে তিনি বলেন, নতুন বাড়ির নকশা অনুমোদনের ক্ষেত্রে পৌরসংস্থার বিল্ডিং দপ্তরের আধিকারিকদের সামনে একবার অন্তত সশরীরে এলবিএস'দের উপস্থিতি বাধ্যতামূলক হওয়া দরকার তা না হলে স্বাক্ষরে কোথাও 'জাল' হচ্ছে কীনা বোঝা যাচ্ছে না। কোনো সার্ভিলেন্স' থাকছে কীনা আমার জানা নেই। কিন্তু আমার মনে হয়, গত একটি সভায় মহানাগরিক বলেছিলেন, বরো মিটিংয়ে বরো অধ্যক্ষ বা অধ্যক্ষার কাছে সেই বরোর সমস্ত নকশা অনুমোদনের তথ্য জানাতে হবে। তারপরও ৫ নম্বর বরো মিটিংয়ে আলোচনার পরও ৩০ জুন সময়সীমা বেঁধে দেওয়া হয়েছিল। বরো অধ্যক্ষা বলেছিলেন, তার কাছে জমা করার কথা। ৩০ জুন চলে গেছে, কিন্তু কোনোরকম রেকর্ড নেই। অনলাইনে হওয়া সত্ত্বেও। বরো অধ্যক্ষার কাছে কোনো রেকর্ড আসছে না। ফলে পৌরপ্রতিনিধিদের কাছেও আসছে না। আর সেই কারণেই আমার বক্তব্য এলবিএস'দের কাজে কোথাও না কোথাও একটা গোলযোগ দেখা দিচ্ছে। মহানাগরিকের কাছে অনুরোধ করব যাতে বিষয়টা তিনি বিল্ডিং দপ্তরের সঙ্গে কথা বলেন। একটা অন্তত বিধিবদ্ধ ব্যবস্থা থাকুক যে এলবিএস'দের যে দৌরাত্ম্য চলছে। সেই দৌরাত্ম্য যদি কোথাও না কোথাও আটকানো না যায়। নাহলে কিন্তু মনে হয়, অচিরেই একটা বড়ো বিপদের সঙ্গে কোথাও না কোথাও বড়ো কিছু একটা বা কোথাও কিছু একটা ঘটতে পারে। এবং নকশা অনুমোদনের পর কাজের ক্ষেত্রেও এলবিএস'দের প্রত্যক্ষ তদারকি ছাড়া কোনো কাজ হলে, পৌরসংস্থার শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা উচিত। এক্ষেত্রে স্থানীয় পৌরপ্রতিনিধিদের ভূমিকা থাকাও একান্ত প্রয়োজন।

এ বিষয়ে কলকাতা পৌরসংস্থার মহানাগরিক ফিরহাদ হাকিম বলেন, বাড়ির নকশা অনুমোদনের ক্ষেত্রে বিল্ডিং দপ্তরের আধিকারিকদের সামনে আবেদন এবং সংশ্লিষ্ট নির্মাণ বিশেষজ্ঞদের উপস্থিতি যাতে প্রয়োজন না হয়, সেইজন্য এই অনলাইন পদ্ধতি করা হয়েছে। এই অবস্থায় আবেদনকারী নিজ বাড়িতে বসেই সংশ্লিষ্ট প্রযুক্তির মাধ্যমে এলবিএস, আর্কিটেক্ট, স্ট্রাকচারাল ইঞ্জিনিয়ারের সহযোগিতায় বাড়ির নকশা অনুমোদনের জন্য আবেদন করতে পারেন। এই নকশা অনুমোদনের পর বাড়ি তৈরির আগে আবেদনকারীকে কাজ শুরুর নোটিশ দপ্তরে জমা দিতে হয়। এবং সংশ্লিষ্ট নির্মাণ বিশেষজ্ঞরা নামও জানাতেন। আর এই নির্মাণের প্রতিটি পর্যায়ে নির্মাণ বিশেষজ্ঞদের পরামর্শ বাধ্যতামূলক। এবং কাজ শেষ হবার পর আবেদনকারীকে জানাতে হয় যে, কাজটি অনুমোদিত নকশা অনুযায়ী এবং নির্মাণ বিশেষজ্ঞদের তত্ত্বাবধানে কাজটি হয়েছে কীনা। অন্যথায়, আইনানুযায়ী ব্যবস্থা নিতে হয়। মহানাগরিক এ বিষয়ে আরও জানান যে, বিল্ডিং দপ্তরকে নিয়ে একটা বড়োসড়ো কোরাপশনের অভিযোগ বরাবরই ছিল। তাতে পৌরপ্রতিনিধিদের দিকেই হাত উঠত। আর এই দপ্তরের এই কোরাপশন সবাই মুখেমুখে বলে বেড়াতো। সেইজন্যই এটা চেষ্টা করা হয়েছে যে, ইজ টু ডু বিজনেসে' যাতে পুরোটাই অনলাইনে হয়। অনলাইনে হলে স্বচ্ছতা থাকবে। এলবিএসে'র লাইসেন্সও বাতিল হতে পারে। এলবিএস যদি তার দায়দায়িত্ব পালন না করে। নিশ্চিতভাবে যদি জানা যায় যে, এলবিএস ফলস্ স্বাক্ষর করেছে। যদি প্রমাণ পাওয়া যায়, তবে তার লাইসেন্সও বাতিল হবে। আর এই অনলাইন প্রসেসটাকে আবার অফলাইন করাটা এর পক্ষপাতী না হওয়াটাই আমাদের পক্ষে শ্রেয়।

এখানে ওখানে

আকাশবাণী'র নারী শক্তির ভাবনা আইসিসিআরএ

নিজস্ব প্রতিনিধি

এ যেন মহিলা মহলের অন্দরে প্রবেশ করে তাদের অন্তরের কথা শোনার আরও একবার সুযোগ পাওয়া গেল। যার সম্পূর্ণ মহলটিই সেজে ওঠে আপসহীন বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলামের গানের কথার নৃত্যসজ্জায়। তাঁর ছবি যে একটা জয়ের ছবি উপহার দেবে এটাই তো স্বাভাবিক।

৩০ জুলাই সত্যজিৎ রায় অডিটোরিয়ামে (আই.সি.সি.আর.এ. আকাশবাণী প্রসার ভারতীর আয়োজনে 'আমরা করবো জয়' শীর্ষক অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। যার শুরুতে আকাশবাণী ও দুরদর্শনের পূর্বাঞ্চলের আধিকারিক রাজীব কুমার ভট্টাচার্যের স্বাগত ভাষণের পর মঞ্চ সেজে ওঠে 'স্বয়ংসম্পূর্ণ নারী শক্তিশালী জি টোয়েন্টি'র মতো বিষয়ভিত্তিক আলোচনার জন্য। যা সমৃদ্ধ হয়ে ওঠে জুলজিক্যাল সার্ভে অফ ইন্ডিয়ার নির্দেশক ড. ধৃতি বন্দ্যোপাধ্যায়, কেয়া শেঠ গ্রুপ কোম্পানিসে'র পরিচালক অধিকর্তা কেয়া শেঠ, ওয়েস্ট বেঙ্গল স্টেট ইউনিভার্সিটি'র উপাচার্য অধ্যাপিকা ড. মহুয়া দাস ও পশ্চিমবঙ্গ মানবাধিকার কমিশনের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার শান্তি দাস বসাকের মতো চার স্বয়ংসিদ্ধার অংশগ্রহণে। এর পাশাপাশি ওই উত্তরণের শ্রাবণী সন্ধ্যাটিকে স্বয়ংসম্পূর্ণ করে তোলার ক্ষেত্রে নারী জাগরণ ও মাতৃত্বের আলোকে বিশিষ্ট সংগীত শিল্পী চন্দ্রাবলী রুদ্র দত্তের সংগীত পরিবেশন ও বাচিক শিল্পী ব্রততী বন্দ্যোপাধ্যায়ের আবৃত্তি যেন এক অনন্য ভূমিকা গ্রহণ করে। যদিও উইমেন্স কলেজ ক্যালকাটা ও মহারাজা মনীন্দ্র চন্দ্র কলেজের উপস্থাপনায় নারী শক্তির আলোকে দু'টি নৃত্যনাট্য যথার্থ করে তোলে সমগ্র উদ্যোগটিকে।

কালির জন্য সুলেখা কালির অনুষ্ঠান

উজ্জ্বল সরদার

বাঙালীর ইতিহাস ঐতিহ্যের সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে আছে সুলেখা কালি। অতীতে প্রায় প্রতি বাঙালীর লেখাপড়ার সঙ্গী হয়ে সাদা কাগজের ওপর ঝর্না কলম দিয়ে সুলেখা কোম্পানির লাল, কালো, নীল রঙের অক্ষর ফুটে উঠত পরতে পরতে। ১৯৩৪ সাল নাগাদ তৎকালীন ওপার বাঙলার রাজশাহীতে প্রথম পথ চলা শুরু সুলেখা কালি কোম্পানির। পরবর্তী সময়ে কলকাতায় পদার্পণ। বিশ্বায়ন পরবর্তী সময়ে এই কোম্পানির গতি কিছুটা স্লথ হলেও, বর্তমান সময়ে তা আবার নতুন উদ্যোমে এগিয়ে চলেছে। কালি কলমে লেখার চর্চা বাড়ানোর জন্য এই কোম্পানির উদ্যোগ আজ প্রশংসনীয়, সাথে হাত মিলিয়েছেন কলকাতা শহরের বেশ কিছু কলম সংগ্রাহক ও কলমপ্রেমী মানুষজন। গত ২৯ শে জুলাই শনিবার ক্যালকাটা রোয়িং ক্লাবে এবারের পঞ্চম ইঙ্কড হ্যাপিনেস জীবনকৃতি সম্মান প্রদান অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হল। এবারের এই সম্মানে সম্মানিত হলেন কলকাতার বিখ্যাত কলম সংগ্রাহক গবেষক তথা রাজ্যের বিশিষ্ট বিজ্ঞানী ডঃ শোভন রায়। বিংশ শতকের বাঙালী উদ্যোগপতি তথা লক্ষ্মী কলমের আবিষ্কর্তা শ্রী রাধিকানাথ সাহা সম্পর্কিত ইতিহাস চর্চা সর্বোপরি এমন অনালোকিত ভারতসেরা বাঙালী স্বদেশী উদ্যোগপতির ইতিহাস শোভন বাবুই প্রথম চর্চার আলোয় গুরুত্বপূর্ণ ভাবে আলোকিত করেছেন। শোভন বাবুর লেখা 'রাধিকানাথ সাহা– আন্সাং হিরো অফ ইণ্ডিয়ান ফাউন্টেন পেন' গ্রন্থটি সংশ্লিষ্ট বিষয় ভিত্তিক চর্চার অতীব গুরুত্বপূর্ণ এক দলিল বলেই পরিচিত হয়েছে সাম্প্রতিক সময়ে। তাঁর এই অবদানকে শ্রদ্ধা জানিয়ে সুলেখা কালি কোম্পানি, বিজ্ঞানী শোভন রায়কে জীবনকৃতি সম্মানে সম্মানিত করল। ইতিপূর্বে অধ্যাপক ইয়াসবন্ত পিটকার, অধ্যাপক কে সি জনারধন, সুধির কল্যানিকর ও ইউসুফ মান্সুর এই সম্মানে সম্মানিত হয়েছেন। এদিন অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন– টেকনো ইণ্ডিয়া গ্রুপের সহ–কর্ণধার অধ্যাপিকা মানসী রায়চৌধুরী, শিল্পী অনুশিলা বসু, সুলেখা কোম্পানির বর্তমান ম্যানেজিং ডিরেক্টর কৌশিক মৈত্র, বিশিষ্ট কলম সংগ্রাহক–গবেষক চম শুভব্রত গাঙ্গুলি, দেজ প্রকাশনা সংস্থার অপু দে, কলম ক্লাবের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা শিক্ষক তাপস দে ও অন্যানরা। এদিনের সম্পূর্ণ অনুষ্ঠান সঞ্চালনা করেন বিশিষ্ট লেখক চন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়। এই অনুষ্ঠানের মধ্যেই সুলেখা কোম্পানির সৃষ্টি 'সম্পূর্ণা' নামের একটি স্থায়ী কালির ও উদ্বোধন করা হয়। সাম্প্রতিক সময়ে কলকাতার 'ছবি ও ঘর' প্রদর্শনীকক্ষে এই সুলেখা কালি দিয়ে আঁকা ছবির যে সফল প্রদর্শনী আয়োজিত হয়, তার কর্ণধার সৈকত মণ্ডল ও অঙ্কিতা রায় এদিনের অনুষ্ঠানে হাজির ছিলেন। অনুষ্ঠানের সম্পর্কে বিস্তারিত কথা বলেন চম শুভব্রত গাঙ্গুলি। সুলেখা কোম্পানির বর্তমান ম্যানেজিং ডিরেক্টর কৌশিক মৈত্র একান্ত সাক্ষাৎকারে জানালেন "সুলেখা কোম্পানি এসময় দাঁড়িয়ে বাজারে প্রতিযোগিতা করে যথেষ্ট সম্মানের সাথে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে। আমরা এযাবৎ ২৮ রকমের কালি বাজারে বিক্রি করছি। আগামী দিনে আরও বেশ কয়েক রকমের নতুন নতুন কালি আনতে সক্ষম হব বলেই বিশেষ আশাবাদী। শুধু বাঙালী নন, ভারতীয় হিসাবে ঐতিহ্যবাহী এই কালি নিয়ে সকলের গর্ব করার মত যথেষ্ট উপাদান আমাদের সঙ্গেই আছে। কিছুটা টালমাটাল পরিস্থিতির পরও অগণিত ক্রেতা ও সাধারণ মানুষ যে আমাদের কে সাদরে গ্রহণ করে নিয়েছেন তার জন্য আমরা কৃতজ্ঞ। আমরা আগামী দিনে বিশ্বের দরবারে বিভিন্ন শহরে সুলেখা কালিকে পৌঁছে দেওয়ার উদ্যোগ নিয়েছি।" সুলেখা কোম্পানির সর্বময় কর্তা হয়েও কৌশিক বাবুর আন্তরিকতা ও সকলকে সঙ্গে নিয়ে চলার প্রচেষ্টা সত্যই প্রশংসনীয়। বলা যায় বাঙলার অতীত ঐতিহ্যের সুলেখা কালি কোম্পানি যে হারিয়ে যেতে চলেছিল, সেখান থেকে এই ফিরে আসা আজ সত্যই দৃষ্টান্ত।

মাঙ্গলিকী

বেহালা অনুদর্শীর আলোচনা সভা

কৃষ্ণচন্দ্র দে

স্থান : তৃপ্তি মিত্র সভাঘর
বিষয় : সময়ের প্রেক্ষাপটে
নাট্যকর্মীদের দায় দায়িত্ব

বিগত ২৬ জুলাই ২০২৩ তৃপ্তি মিত্র সভাঘরে বেহালা অনুদর্শীর আলোচনা সভা জমে উঠলো বিভিন্ন বক্তার কথাবার্তায়। অনুষ্ঠানের আমন্ত্রিতদের তালিকায় ছিলেন অরূপ রায়, সনাতন কোলে, দুলাল চক্রবর্তী, কমল পাল, তপন দাস, মৃণাল দে, উৎপল চক্রবর্তী। সঞ্চালক ছিলেন দেবজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায়, কমল পাল বললেন– দায় খুব ভারি একটা কথা। বাংলার একদিকে দায় আর একদিকে পয়সা। আমার শুরুটা আশির দশকে। তবে কোন কমিটমেন্ট ছিল না, তবে ভালবাসা থেকে আবেগ থেকে একটা কমিটমেন্ট তৈরি হয়েছে অনেক পরে। ওই আবেগ থেকে থিয়েটারে আসা। তখন ভাবিনি সমাজটাকে উলটে পালটে দেব। একটা বিরাট কিছু করে ফেলবো। চাকরিটা ছেড়ে দিলাম কারণ তখন ঠিক করে নিয়েছি নাটকটাই করবো। কোন দায় থেকে নয়, শুধু ভালবাসা থেকে। অনেক গ্রুপ আছে নাটক তৈরি করছে পেপার তৈরি করার জন্য। রিভিউটা দরকার। ফলত দায় থেকে আমরা সবাই একরকম সরে গিয়েছি। অরূপদা দায় থেকে অনেক কিছু করছে কিন্তু দল থেকে অরূপদা কোন সহযোগিতা পায়নি। আগে যৌথ পরিবার থাকায় অনেক নাটকর্মী পাওয়া যেত। কারণ যৌথ পরিবার তাদের একটা ছেলেকে ছাড়তো এই ভেবে ওরা দ্বারা কিছুই হবে না ও নাটক ফাটক যা ইচ্ছা করুক। অতএব বুঝতে পারা যাচ্ছে দায় কি করে আসবে। অর্থের যোগান না থাকলে দায় সৃষ্টি হয় না। ব্যাপারটা অনেকটা অর্থনীতির চাহিদা যোগানের মতো।

অরূপ রায় বললেন, সাধারণ ভাবে তরুণ প্রজন্মের কথা এখানে বলা হচ্ছে। কিন্তু বর্তমান প্রজন্মের এখানে কেউ নেই। প্রতিবার একটা নতুন প্রজন্ম এসে নাটককে এগিয়ে নিয়ে গেছে। তরুণ প্রজন্ম এই দায়টা নিয়েছে। অতিমারিতে বাড়ির ছাদে নাটকটা কিন্তু তরুণ প্রজন্মই করেছে। আমরা বুড়োরা করিনি। বর্তমান প্রজন্ম কোন সাপোর্ট পাচ্ছে না। আমার সন্তান যদি বলে বাবা আমি নাটক করেই প্রফেশন তৈরি করবো আমি বলবো একেবারেই না। পড়াশুনা করে একটা চাকরি বাকরি দেখো না পাও তো টিউশনি করে কিছু রোজগার কর। কিন্তু নাটক করতে যেও না। এখন পরিস্থিতি অনেক পাল্টে গিয়েছে। এখন বাচ্চা বাচ্চা অনেক ছেলে হোলটাইমার আসছে কারণ চাকরি বাকরি পাচ্ছে না। হয়তো সে কারণেই। যারা সখে আসে তাদের ডেডিকেশনটা সেভাবে থাকে না। দায় আসতে গেলে তাকে অর্থ দিতে হবে। আমি ব্যাঙ্কে চাকরি করতাম, মাইনে পেতাম ফলে চাকরির জায়গায় একটা দায় ছিল কিন্তু টাকা না পেলে আমার কোন দায় থাকতো না। আমরা যারা আগের প্রজন্ম তারা সবাই চাকরি করেই নাটকটা করতাম। তখন অফিস কামাই করে ফাঁকি দিয়ে আমরা নাটকটা করেছি। সনাতন কোলে– দায় আমাদের ছিল, এখনও আছে। কর্মজীবনে অনেক সুযোগ নিয়েছি। আমার শো আছে তাই টিফিনের আগে পরে দুটো ক্লাস দিন। সাড়ে ছটায় আমার নাটক আছে। আমি সেই সুযোগটা পেয়েছি নিয়েছি। আমি সন্তোষপুর মননকে চালিয়ে নিয়ে যাচ্ছি। মাসে দেড় থেকে দু লাখ টাকা খরচ করছি। আমার ছেলে বিটেক করে থিয়েটার করছে। আমি বলেছিলাম এমটেক করে চাকরি কর তারপর নাটক কর। কিন্তু সে বলল নাটক যদি করি আর পড়বো না আর যদি পড়াশুনা করি তবে নাটক করবো না। ফলে এখন দায় নিয়েই নাটক করছি মৃণাল দে– কেউ যদি রাজনীতি করে, আবার নাটকও করে তবে অসুবিধা কোথা? আমি যখন কোন কাজ করতে বাধা পাই তখন তাকে অতিক্রম করাটা আমার দায়। আমার জীবন যুদ্ধ। জীবনবোধের ব্যাপারে দায়বদ্ধতা অনেক গভীর। সংসার চালানোর জন্য পরিবারের খরচ সামলে চলার জন্য একটা দায় আছে, কিন্তু সমাজের প্রতি এটা দায়বদ্ধতা নয়। এভাবে চলতে চলতে যে যদি কোন রকমে যে যদি দশটা বছর চালিয়ে যেতে পারে তবে তাকে আর নাটক থেকে সরানো যাবে না। থিয়েটারের পোকা একবার যার মাথায় ঢুকেছে তার দায়বদ্ধতা ধীরে ধীরে এসে যাবেই। আজকের দিনে যে ছেলেগুলো আসছে তাদের মধ্যে সকলের না হলেও দায়বদ্ধতা কারো না কারো আসবে। ১৮টা দলে অভিনয় করে যদি দেড় লক্ষ টাকা না পায় তবে কি হবে? আমরা যারা সরকারি চাকরি থেকে রিটায়ার করেছি ওই রকম টাকাতেই রিটায়ার করি, তাহলে দেবশংকর কেন পারে না।তার তো গ্রাচুইটি পি এফ নেই। আমরা কিন্তু নাটকটা করে যাচ্ছি এই প্রজন্মকে সঙ্গে নিয়েই তাহলে ওদেরকে স্যালুট করবো না কেন? উৎপল চক্রবর্তী– মফস্বল আমাদের থেকে অনেক এগিয়ে গিয়েছে। আমাদের মুখে ঝামা ঘসে দিতে পারে। মফস্বলে যে নাটক ও নাট্যচর্চা হয় তা কলকাতায় হয়না। দায় ও দায়বদ্ধতার মফস্বল অনেক এগিয়ে আছে।

দুলাল চক্রবর্তী – শহরতলি অঞ্চলে আপনারা দেখছেন বহু ছেলে আসছে কিন্তু মফস্বলে সে ভাবে আসছে না। দায় অর্থনৈতিক কারণের জন্য আছে অর্থনীতির নিয়মানুসারে। ডেডিকেশন এক দিনে তৈরি হয় না। ধীরে ধীরে এটা আসবেই। আমি শুধু নাটক দেখে যাই। এই কয়েকমাসে অনীকের বহরমপুর উৎসব দিয়ে শুরু করে ১৫০টির বেশি নাটক দেখেছি। বর্তমানে মানদণ্ড থিয়েটারে কিছু হচ্ছে না। এখন ব্যক্তি জীবনের দায় নিয়ে আমরা ভাবছি, কিন্তু তাদের কোন দোষ নেই। পেটে ভাত না পড়লে তার দায় দায়বদ্ধতা দাবী করা ভুল। তিনি বালুরঘাটের হরিমাধব মুখার্জীর কথা উল্লেখ করেন। দরকার পাওয়ারপুল ডিরেকটার, অ্যাকটার, পাওয়ার ফুল নাট্যকার যদি বাংলা নাটকে না আসে তবে নাটকের মানদণ্ড অনেক নিচে নেমে যেতে বাধ্য।

রণেন চক্রবর্তী – দায় কথাটা অনেক ব্যাপক অর্থে ব্যবহার করা যায়। এখন আর থিয়েটার কর্মী নেই এখন সবাই শিল্পী। আমি কথা না বলে নাটক করি এটাই আমার জীবিকা। আমি সেলারি গ্রান্ট পেয়েছিলাম কিন্তু ফিরিয়ে দিয়েছি। কষ্টেসৃষ্টে বেঁচে আছি। গ্রামে গঞ্জে ওয়ার্কশপ করতে যাই পেটের টানে। কলকাতার পক্ষে আর কিছু করা সম্ভব নয়। কলকতার দলগুলো এখন একটা ট্রাপে পড়ে গিয়েছে। তবে দায় নেই সে কথা বলতে পারবোনা।

তপন দাস – আমি ৯০–এর দশক থেকে নাটকে এসেছি। আমার বাড়িতে সবাই ব্যবসা করে। তারা সকলেই বলে ওর দ্বারা কিছু হবে না ওর কোন কাজ নেই। নাটক করে পাগল বা হনুমানে । এই পরিবারের থেকে আমি এসেছি তাই দুঃখ প্রকাশ করছি। প্রবীর গুহর তত্ত্বাবধানে আমি নিয়মিত ওয়ার্কশপ করেছি। আমরা কেরালায় গিয়ে নাচ শিখেছি। মণিপুরে মণিপুরি নৃত্য, মার্শাল আর্ট শিখেছি। আমি বহুবার বিদেশে ওয়ার্কশপ করেছি। আমি সরকারী গ্রান্ট পাই। এরপর সুমনা অভিনীত ও নির্দেশিত বিভাজিতা একাঙ্ক এবং তপন দাস নির্দেশিত খড়দা থিয়েটার জোন প্রযোজিত 'মৃত্যুর মারপ্যাচ' অভিনিত হয়। দুটি নাটকই বেশ উচ্চমানের বিষয়বস্তুতে।

'আবোল তাবোল'র শতবর্ষে উত্তোরণ

সুমন্ত পাল

'আয়রে ভোলা খেয়ালখোলা
পনদোলা নাচিয়ে আয়,
আয়রে পাগল আবোল তাবোল
মত্ত মাদল বাজিয়ে আয়।'

বালিগঞ্জের অশ্বিনী দত্ত রোডে শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের জীবনের শেষ চার বছর কেটেছে। কালের আবেদনে বাড়িটি হেরিটেজ তকমা প্রাপ্ত। সেই শরৎভবনে বাঙালির আর এক দিকপাল ছড়াকার সম্পাদক বাংলায় আধুনিক মুদ্রণ শিল্পের শ্রষ্টা সুকুমার রায়ের অমর সৃষ্টি আবোল তাবোলের শতবর্ষ পালন হল জুলাইয়ের শেষ রবিবার। আয়োজক আবৃত্তি চর্চা কেন্দ্র 'ঐকান্তিকা'।

অনুষ্ঠানটি চমৎকার সাজিয়ে ছিলেন সংস্থার কর্ণধার পৌলমী ভট্টাচার্য। গুরুগম্ভীর বক্তব্যের মাঝে গান আর কবিতার অনুষঙ্গে শ্রোতাদের ধৈর্যচ্যুতি হতে দেয়নি। কচিকাঁচাদের আবৃত্তিতে গোটা প্রেক্ষাগৃহ সুকুমারময় হয়ে ওঠে নিমেষে। একক দ্বৈত ও কোরাসে সুকুমারের ছড়াগুলো অন্য মাত্রায় পৌঁছে যায় বারবার।

স্বল্প কথায় গল্প বলার ঢঙে চিকিৎসক দেবাঞ্জন সেনগুপ্ত রায় পরিবারের ইতিহাস বলেন। কামদারঞ্জন থেকে উপেন্দ্রকিশোর প্রসঙ্গ দিয়ে শুরু করে মাত্র ৩৬ বছরে সুকুমারের মৃত্যু পর্যন্ত।

ফুটোস্কোপ থেকে হাঁসজারু শীর্ষক বক্তব্যে মানসপ্রতিম দাস জানালেন সুকুমারের বিজ্ঞান মনস্কতা। বললেন, তাঁর সময়ের বিজ্ঞান চেতনা কীভাবে সুকুমারের রচনায় ঢুকে পড়েছিল।

দেবাশিষ মুখোপাধ্যায়ের বিষয় ছিল শতবর্ষে আবোল তাবোল শীর্ষক আলোচনা। বইটির কবিতা কীভাবে সন্দেশের পাতা থেকে গ্রন্থ হয়ে প্রকাশ পেল। জনপ্রিয় করে তোলার পরিশ্রম। সত্যজিতের অবদান। বিদেশী খেলার অনুষঙ্গ থেকে হাঁস আর সজারু মিলে হাঁসজারু, বক্কছপ সব।

এদিন অন্যতম আকর্ষণ ছিল জয়তী মুখোপাধ্যায়ের সুকুমার সঙ্গীত। আয়রে ভোলা খেয়াল খোলা, আয় তোর মুণ্ডুটা দেখি, হাঁস ছিল সজারু, বাবুরাম সাপুড়ে এই ৪টি গানের ছন্দে সুরে সকলের মন কানায় কানায় পূর্ণ হয়ে ওঠে। সুকুমার সন্ধ্যায় গানের পর বড়দের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে ছোটরাও প্রশ্নোত্তর পর্বে শামিল হয়। মজার বিষয় এদিন শরৎভবনের ঘর ছিল শ্রোতায় পরিপূর্ণ। কচিকাঁচারা শতরঞ্জিতে বড়রা চেয়ারে। অনেকে দাঁড়িয়ে অনুষ্ঠান শুনেছেন। নতুন কোনো অতিথি এলে, অভিভাবকরা চেয়ার ছেড়ে দিয়েছেন। তিল ধারণের অবকাশ ছিলনা।

বিবেকানন্দ সোসাইটিতে রামপ্রসাদ তর্পণ

শ্রেয়সী ঘোষ : শাক্ত পদাবলীর সাহিত্যের প্রবর্তক ও পথিকৃতের মর্যাদা সাধক রামপ্রসাদকে দেওয়া হয়ে থাকে। তিনি শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের আদি গঙ্গোত্রী। শাক্ত সাহিত্যে তিনি যে মধুচক্র রচনার সূত্রপাত করেন, আপামর বাঙালি জনসাধারণ সেই সুধা পান করে চলেছে আনন্দে নিরবধি। সেই মাতৃভক্ত রামপ্রসাদের জীবন কথা নিয়ে আলোচনা সভা বসে ভগিনী নিবেদিতা প্রতিষ্ঠিত বিবেকানন্দ সোসাইটিতে গত ৩০ জুলাই। সেখানে বক্তা বিশিষ্ট অভিনেতা অধ্যাপক, লেখক, গায়ক ড. শঙ্কর ঘোষ রামপ্রসাদের সমগ্র জীবনটাকে তুলে ধরেন। বক্তব্যের ফাঁকে ফাঁকে রামপ্রসাদের লেখা ও সুর দেওয়ামা আমায় ঘুরাবি কত, মন রে কৃষি কাজ জানো না, ডুব দে রে মন কালি বলে, সুরা পান করিনে আমি, এবার আমার উমা এলে আর উমা পাঠাবো না গানগুলি শোনান যা প্রসাদী সঙ্গীত হিসেবে প্রসিদ্ধ।

ধর্ম না মনুষ্যত্বের দ্বন্দ্বে কে বড় এর উত্তর নিয়ে আসছে ফতেমা

বড়পর্দায় মুক্তি পেল নতুন ছবি 'ফতেমা'। ধর্ম না মনুষ্যত্ব, এ দুয়ের দ্বন্দ্বে কে বড়? প্রশ্নের উত্তরে 'ফতেমা'। ছবির পরিচালনার দায়িত্বে রয়েছেন পরিচালক আতিউল ইসলাম। পিএম মুভির ব্যানারে মুক্তি পেয়েছে এই ছবি। ছবির প্রিমিয়ারে পরিচালক আলিউল ইসলামকে বিশেষ শুভেচ্ছা বার্তা দিলেন সবার সামনে দাদা সৌরভ গাঙ্গুলী। দাদা সৌরভ গাঙ্গুলী জানান আতিউল তোমার ছবির আজ প্রিমিয়ার, ভালো হোক, আশা করছি ছবিটা মানুশের ভালো লাগবে।

ছবির গল্প কিছুটা এমন, হঠাৎ প্যারালাইসিসে আক্রান্ত হওয়ায় রিক্সা চালানো বন্ধ হয়ে যায় এক ব্যক্তির। সংসারের একমাত্র উপার্জনের পথ বন্ধ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বন্ধ হয়ে যায় মেয়ে ফতেমার পড়াশোনাও। বন্ধ হয় স্বপ্ন দেখাও। ফতেমার স্বপ্ন ছিল, লেখাপড়া করে সরকারি চাকরি পেয়ে বাবার সমস্ত কষ্ট দূর করে দেবে। কিন্তু সংসার চালানোই কঠিন হয়ে গেল এই পরিস্থিতিতে। এই সময় এলাকার পুরোহিত, সাধন ঠাকুরের সান্নিধ্য পেল ফতেমা। ওর বাড়িতে ঘরমোছা, বাসন মাজা, রান্না করা, এমনকী পুজোর ভোগ তৈরি করা সমস্ত কাজ ফতেমাই করতে শুরু করে। ইতিমধ্যে বাবা মারা যায় তাঁর। মাকে হারিয়েছে অনেক আগেই। ফলে পুরোপুরিভাবে পুরোহিতের বাড়িতে জায়গা হল তাঁর। পুরোহিত, ফতেমাকে বোনের মতোই ভালোবাসে। ফতেমা ও পুরোহিতকে দাদার মতো শ্রদ্ধা করে, ভালোবাসে, ঘরের সমস্ত কাজ করে দেয়। একরকম ঠিকঠাকই চলছিল। কিন্তু সমস্যা বাঁধল অন্যদিকে। দুটি ভিন্ন ধর্মের মানুষের একটি ছাদের তলায় বসবাস ভালো চোখে নিল না। মুসলমানরা যেমন ফতেমাকে ঘৃণা করতে থাকে, তেমনি হিন্দুর ঘরে থাকা, কাজ করা, খাওয়া, পুজোর কাজে সাহায্য করার জন্য এক ঘরে করে দিল। ওরা ভাবল ফতেমা হিন্দু হয়ে গিয়েছে। ফতেমাকে একঘরে করে দেওয়া হল। অন্যদিকে, মুসলিম মেয়েকে আশ্রয় দেওয়ার জন্য একের পর এক কাজ হারাতে লাগলেন পুরোহিতও। অত্যন্ত অভাবে কাটতে লাগতে তাদের জীবন। এরপর? সেই উত্তর মিলবে গল্পে। পরিচালক আতিউল ইসলাম জানান, এই ছবিতে দর্শক সমাজের এক ভিন্ন রূপ দেখতে পাবে। মানুষ সবার উপরে, সেটাই এই ছবির প্রাণভ্রমরা। যেখানে দুই ভিন্ন ধর্মের ভাই বোনের পবিত্র সম্পর্ক দেখানো হয়েছে। ছবির প্রতিটি মোড়ে দেখা যাবে অনন্য টুইস্ট। আশা করছি বাঙালি সিনেমাপ্রেমীদের ভালো লাগবে। অভিনেতা রাহুল অরুণোদয় ব্যানার্জি জানান, এই ছবিটি আমার অভিনিত ছবি গুলির মধ্যে ভিন্ন ধরনের অভিনিত চরিত্র। এর আগে আমাকে যেমন চরিত্রে সবাই দেখেছে, তার থেকে পুরোপুরি ভিন্ন একটি চরিত্রে দেখা যাবে। একজন ব্রাহ্মণের চরিত্রে দেখা যাবে আমাকে। দর্শকদের ভালো লাগবে এই চরিত্রটি। প্রিমিয়ারে উপস্থিত ছিলেন ছবির সমস্ত কলাকুশলীরা।

চিত্রাঙ্কন ও কুইজ প্রতিযোগিতার আয়োজনে সীমান্তরক্ষী বাহিনী

নিজস্ব প্রতিনিধি : গোটা দেশ এ বছর স্বাধীনতার অমৃত মহোৎসব উদযাপন করছে, বিএসএফও সীমান্ত এলাকায় নানা কর্মসূচির আয়োজন করে সার্বিক অবদান রাখছে। এই প্রসঙ্গে, ৩১ জুলাই, ২০২৩ তারিখে, বিএসএফ ইউনিটগুলি সীমান্ত চৌকিতে সীমান্তবাসী এবং ছাত্রদের জন্য বিভিন্ন কর্মসূচির আযোজন করে। উল্লেখ্য, উত্তর ২৪ পরগনা জেলার সীমান্ত এলাকায় নিয়োজিত ৬৮ ব্যাটালিয়নের সীমান্ত চৌকি জিতপুরের জওয়ানরা গ্রামের স্কুলে একটি চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতার আয়োজন করেছিল যাতে ৪১ জন শিক্ষার্থী অংশ নেয়। অন্যদিকে, নদিয়া জেলার সীমান্ত এলাকায় মোতায়েন ৮ ব্যাটালিয়নের সীমান্ত চৌকি সুন্দরের জওয়ানরা একটি চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতার আয়োজন করে এবং সীমান্ত ফাঁড়ির মাহিন্দ্রার জওয়ানরা সনাতনপুর গ্রামের প্রাথমিক বিদ্যালয়ে একটি কুইজ প্রতিযোগিতার আয়োজন করে। শ্রী এ কে আর্য, ডিআইজি, জনসংযোগ আধিকারিক, বিএসএফ, দক্ষিণবঙ্গ সীমান্ত, জানান যে সারা বছর জুড়ে বিএসএফ সীমান্ত এলাকায় স্বাধীনতার অমৃত মহোৎসব উদযাপন করছে। এর আওতায় বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের জন্য নানা কর্মসূচির আয়োজন করা হচ্ছে।

চন্দননগর চ্যারিটেবল বুক ব্যাঙ্কের আলোচনা সভা

মলয় সুর : চন্দননগর বারাসতে চ্যারিটেবল বুক ব্যাঙ্কের উদ্যোগে 'শিশু শিক্ষা ও বিকাশ' শিরোনামে একটি আলোচনা সভা (রবিবার তাদের নিজস্ব ভবনে অনুষ্ঠিত হয় ১৬ জুলাই। চন্দননগর পৌরনিগমের মেয়র রাম চক্রবর্তী পতাকা উত্তোলন করে অনুষ্ঠানের সূচনা করেন। এরপর সঙ্গীত পরিবেশন করেন উপাসনা বন্দ্যোপাধ্যায়। আলোচনা পর্বে ছিলেন গবেষক ড. পার্থজিৎ গঙ্গোপাধ্যায় এবং মারিয়া মন্তেশ্বরী টিচার্স ট্রেনিং কলেজের অধ্যক্ষা অঞ্জলি গুপ্ত। বক্তব্যে ছোটোদের পাঠ্যপুস্তকে মনসংযোগ করার কথা তুলে ধরেন। মোবাইল একদম নয়। সেটা শুধু সময়ের অপব্যবহার। একমাত্র বই বিকাশের পথ মসৃণ করে দেয়। এই বিষয়ে সচেতন হতে হবে। অভিভাবকদেরই পুরো দায়িত্ব নিতে হবে। সবচেয়ে বড়ো আশঙ্কা, ছোটো ছেলে–মেয়েদের শিক্ষাক্ষেত্র যদি ধ্বংস হয়ে যায় তাহলে দেশের ভবিষ্যৎ নষ্ট হয়ে যাবে। এক্ষেত্রে আমরা বহুবার ভুল সিদ্ধান্ত নেওয়ার চেষ্টা করছি। অধ্যাপক তরুণ রায় আলোচনার নান্দীমুখ রচনা করেন। অনুষ্ঠানের প্রারম্ভে সংস্থার সাধারণ সম্পাদক অজিত কুমার দে সম্পাদকীয় বিবৃতি পাঠ করেন। দুঃস্থদের উন্নতিকল্পে ১৯৮৫ সালে অজিত বাবুদের একান্ত প্রচেষ্টায় সংস্থাটির প্রতিষ্ঠা হয়। এক কথায় সংস্থাটি একটি স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন। এবারে তাদের ৩৮ তম বার্ষিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হল। বার্ষিক হিসাব পেশ করেন অন্বয় মুখোপাধ্যায়। অনুষ্ঠানে মাউথ অরগ্যানে গান শোনান রাজকুমার মুখোপাধ্যায়। সঙ্গীত শিল্পী সুপর্ণা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কালজয়ী গানগুলি শিল্পীর গলার মাধুর্য আরও একবার শ্রোতাদের আবিষ্ট করে রাখল। এদিন একটি ক্যুইজ অনুষ্ঠিত হয়। উপস্থিত ছিলেন চন্দননগরের পুরপিতা শুভেন্দু মুখোপাধ্যায়, শিক্ষাবিদ তরুণ ভদ্র। সমগ্র অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনায় ছিলেন বিশ্বনাথ সুর ও প্রদীপ বন্দ্যোপাধ্যায়। সবশেষে চিন্ময় চট্টোপাধ্যায় ও প্রকৃতি চট্টোপাধ্যায়ের যুগ্ম পরিচালনায় 'অনুরণন'–এর শিল্পীরা সমবেতভাবে গান পরিবেশন করেন।

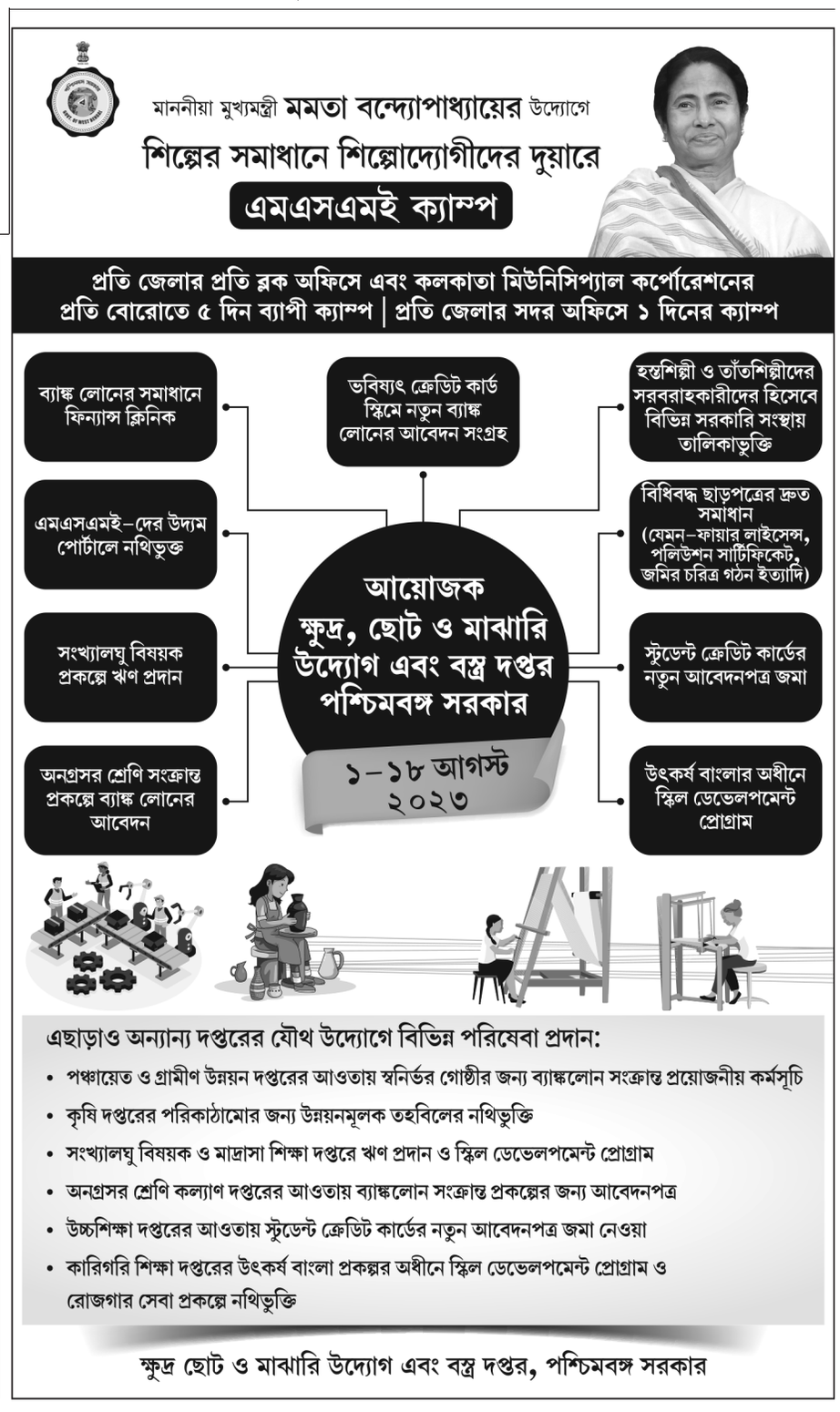

আঁতস কাঁচে

জোড়া পদক জয়

শ্রীলঙ্কায় আয়োজিত অ্যাথলেটিক্স ন্যাশনাল ২০২৩-এ জোড়া পদক জিতলেন বাংলার সোনিয়া বৈশ্য। উত্তর দিনাজপুরের রায়গঞ্জের বাসিন্দা সোনিয়া এবার সিঙ্গল ও ডাবলসে সোনা জিতেছেন। ৪x৪০০ মিটার মহিলাদের রিলেতে সোনা জেতেন সোনিয়া। তাঁর সঙ্গে ছিলেন ঐশ্বর্য মিশ্র, সুভা ভি ও হিমানশি মালিক। রিলের পর সিঙ্গল ইভেন্টে সোনিয়া মহিলাদের ৪০০ মিটার দৌড়ে সোনা জেতেন। গত ২৮ জুলাই থেকে ৩০ জুলাই পর্যন্ত এই প্রতিযোগিতা আয়েজিত হয়েছিল শ্রীলঙ্কার কলম্বোতে।

অবসর মনোজের

ব্যাট তুলে রাখলেন বাংলার কিংবদন্তি ক্রিকেটার মনোজ তিওয়ারি। সোশাল মিডিয়ায় দীর্ঘ পোস্ট করে ক্রিকেট কেরিয়ারে ইতি টানলেন। জাতীয় দলে তাঁর কেরিয়ার দীর্ঘ হয়নি। শেষ ওডিআই ম্যাচ খেলেছিলেন ২০১৫ সালে। আইপিএলেও ব্রাত্য ছিলেন। মূলত বাংলার হয়ে ঘরোয়া ক্রিকেটে খেলতেন মনোজ। তবে বাংলার হয়ে রঞ্জি ট্রফি জয়ের স্বপ্ন পূরণ হল না তাঁর। ২০০৮ সালে জাতীয় দলে অভিষেক হওয়া মনোজ ২০২৩ সালে এসে ক্রিকেটকে বিদায় জানালেন। রাজ্যের মন্ত্রী তিনি। ব্যাট তুলে রাখার পর সেদিকেই মনোযোগ দেবেন মনোজ।

মিলবে চাকরি

ক্রীড়া জগতের প্রতিভাবানদের জন্য বিশেষ সুযোগ করে করে দিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এখন থেকে খেলাধুলোয় সফল হলেই সিভিক ভলান্টিয়ার হিসাবে মিলবে কাজের সুযোগ। নবীন প্রজন্মকে খেলাধূলায় উৎসাহ দিতে এমনই কর্মসংস্থানমুখী সিদ্ধান্ত নিলেন মুখ্যমন্ত্রী। যার সূত্র ধরে এবার সিভিক ভলান্টিয়ার হিসাবে নিযুক্ত হলেন আরও ৫৮ জন তরুণ ক্রীড়াবিদ। এনিয়ে এখনও পর্যন্ত সিভিক ভলান্টিয়ার পদে নিযুক্ত হন ৪,৩২৪জন কৃতী ক্রীড়াবিদ।

খরচ কমল

কলকাতা প্রিমিয়ার ডিভিশনের ম্যাচ অনলাইনে দেখার খরচ এবার এক ধাক্কায় অনেকটাই কমে গেল। অনেক কম খরচেই এবার কলকাতা লিগে ইস্টবেঙ্গল, মোহনবাগানের খেলা উপভোগ করতে পারবেন বাংলার ফুটবল প্রেমীরা। ১০ আগস্ট পর্যন্ত সিজন পাস ৫০০ টাকার পরিবর্তে ২৫০ টাকা হয়ে যাচ্ছে। টিম পাস আবার ২৫০ টাকার পরিবর্তে ১৫০ টাকা হচ্ছে। আর বিগ পাস ৪০০ টাকা পরিবর্তে হচ্ছে ২০০টাকা।

ইস্টবেঙ্গলের পঞ্চবাণ

৫ গোলে উয়াড়িকে উড়িয়েই দিল ইস্টবেঙ্গল। উয়াড়ির বিরুদ্ধে প্রথমার্ধ গোলশূন্য থাকলেও, দ্বিতীয়ার্ধে পাঁচ গোলে রাঙাল লাল হলুদ ব্রিগেড। একসময় বড় ক্লাবকে বেগ দিত ময়দানের প্রাচীন ক্লাব উয়াড়ি। কিন্তু সেদিন আর নেই। সেই লড়াইটাই নেই। প্রথমার্ধে লড়াই চালালেও, দ্বিতীয়ার্ধে যেন অসহায় আত্মসমর্পণ করল এই ক্লাব। ফলে ৫-০ গোলে জিতল ইস্টবেঙ্গল। জোড়া গোল করেন অভিষেক কুঞ্জম। একটি করে গোল করেন দীপ সাহা, তন্ময় দাস ও আমন।

বাগানের ৪ গোল

কালীঘাট এমএসের বিরুদ্ধে আটকে গেলেও ৪-১ গোলে বিধ্বস্ত করল সিএফসিকে। সুহেল ভাট ও ইংসন সিং জোড়া গোলে ফের লিগে জয়ের সরণীতে ফিরে এল মোহনবাগান। তবে বড় ব্যবধানে জয় এলেও, গোল মিসের বহর কমেনি। যে কারণে ম্যাচের শেষে হ্যাটট্রিক না পাওয়ার আফশোষও করেন সুহেল, এংসনরা। টানা তিন ম্যাচে জিতে জয়ের হ্যাটট্রিক করেছিল বাগানের রিজার্ভ টিম। এরপর আটকে যায় কালীঘাটের কাছে। এই জয়ে ৫ ম্যাচে ১৩ পয়েন্ট নিয়ে লিগ টেবিলের শীর্ষে মোহনবাগান। এদিকে মোট ২৪ গোল হজম করল সিএফসি।

ইস্টবেঙ্গলের জন্মদিবসে নতুন মরসুমের নতুন স্বপ্ন দেখালেন কার্লোস কুয়াদ্রাত

সুমনা মণ্ডল

হতে পারে ক্লাবটায় বছরের পর বছর ট্রফি ঢোকেনি। তবু ভালোবাসা কমেনি এতটুকুও। লাল হলুদ স্বপ্ন দেখায়, সেই স্বপ্নে আশার মশাল জ্বালায় সমর্থকরা। ইস্টবেঙ্গলের ১০৪তম জন্মদিনে যেন লাল হলুদ কোচ কার্লোস কুয়াদ্রাত স্বপ্ন উসকে দিলেন সমর্থকদের। কলকাতার মেয়র ফিরহাদ হাকিম বলেন, 'অনেক হার সহ্য করেছি আর নয়। এবার ট্রফি চাই।' তা শুনেই যেন আবেগে ভাসলেন কুয়াদ্রাত। সরাসরি বললেন, 'এমন দল করব, কেউ হারাতে পারবে না। এটা সমর্থকদের প্রিয় মরসুম করে রাখতে চাই।' ঘুরে দাঁড়ানোর শপথ যেন কার্লোস কুয়াদ্রাতের। এদিন সকালে ক্লাব তাঁবুতে পতাকা উত্তোলন করা হয়, মাল্যদান করা হয় সুরেশ চন্দ্র চৌধুরীর মূর্তিতে। বিকেলের অনুষ্ঠানে সম্মান জানানো হয় ফুটবলার, ক্রীড়া সাংবাদিক থেকে রেফারিদের। বিশেষ অতিথি হিসেবে এদিন উপস্থিত ছিলেন রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের সাধারণ সচিব স্বামী সুবীরানন্দজী মহারাজ, রাজ্যের অর্থমন্ত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য, ক্রীড়ামন্ত্রী অরূপ বিশ্বাস, দমকল মন্ত্রী সুজিত বসু, কলকাতার মেয়র ফিরহাদ হাকিম, মোহনবাগান, মহমেডান, আইএফএ থেকে সিএবির প্রতিনিধিরা। এদিনও দেখা গেল সৌজন্য বিনিময়ের ছবি। লাল হলুদ মঞ্চে মিশে গেল লাল হলুদ, সবুজ মেরুন, সাদা কালো। ক্লাব কর্তা শান্তিরঞ্জন দাশগুপ্ত লাল হলুদ উত্তরীয় পরিয়ে দিলেন বাগান কর্তা স্বপন বন্দ্যোপাধ্যায়কে। পাল্টা বাগানের অন্যতম কার্যকরী সদস্য দেবাশিস রায় মঞ্চে সবুজ মেরুন উত্তরীয় পরিয়ে দিলেন শান্তিরঞ্জন দাশগুপ্তকে। সেইসঙ্গে তুলে দিলেন স্মারক। আবার মহমেডান কর্তাও সাদা কালো উত্তরীয় পরিয়ে দিলেন শান্তিরঞ্জন দাশগুপ্তকে।

ক্লাবের তরফে ভারত গৌরব সম্মানে সম্মানিত করা হয় রতন টাটাকে। তবে উনি আসেননি। ক্লাবের পক্ষ থেকে জানানো হয়, খুব তাড়াতাড়ি তাঁর কাছে এই সম্মান পৌঁছে দেওয়া হবে। এদিন জীবনকৃতী সম্মান দেওয়া হয় প্রাক্তন গোলকিপার তরুণ বোস, প্রাক্তন ক্রিকেটার অরূপ ভট্টাচার্যকে। বিশেষ সাংবাদিক সম্মান পান প্রদীপ রায় এবং অরুণ সেনগুপ্ত। অরুণাভ দাস এবং মেহবুব হোসেনকে রেফারি হিসেবে বিশেষ সম্মানে ভূষিত করা হয়। মরসুমের সেরা ফুটবলারের সম্মান পান ক্লেইটন সিলভা। উদীয়মান খেলোয়াড়ের সম্মান পান নাওরেম মহেশ সিং। মরসুমের সেরা ক্রিকেটারের সম্মান পেয়েছেন অঙ্কুর পাল। স্বপন বল মেমোরিয়াল 'সমর্থক' সম্মানে সম্মানিত করা হল সাগ্নিক ব্যানার্জি ও প্রদীপ দাসকে। চলতি বছরে নতুন অন্তর্ভুক্ত 'আত্মজন স্মৃতি' সম্মানে সম্মানিত করা হল প্রাক্তন ফুটবলার প্রয়াত মোনেম মুন্নাকে। সম্মাননা গ্রহণ করলেন প্রয়াত মুন্নার স্ত্রী ইয়াসমিন মোনেম ও পুত্র আজমান সালিদ। 'আত্মজন প্রীতি' সম্মান পেলেন প্রাক্তন খেলোয়াড় বাংলাদেশের শেখ মহম্মদ আসলাম, রুমি রিজভী করিম ও মহম্মদ গোলাম ঘাউসকে। একইসঙ্গে 'আত্মজন প্রীতি' সম্মানে সম্মানিত করা হল বাংলাদেশের বিশিষ্ট সঙ্গীত শিল্পী মেহরিন মাহমুদ ও বাংলাদেশের আবাহনী ক্রীড়াচক্রের প্রাক্তন সম্পাদক হারুনুর রশিদকে।

শিলিগুড়িতে নকআউট ফুটবল

নিজস্ব প্রতিনিধি : শিলিগুড়ি পুর নিগমের ১৪ নং ওয়ার্ডে আয়োজন করা হয় একদিনের নক আউট ফুটবল প্রতিযোগিতা। উক্ত প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহন করে শিলিগুড়ির বিভিন্ন নামকরা ফুটবল দলগুলি। জয়ী দলকে দেওয়া হয় নগদ এক লক্ষ টাকা এবং ট্রফি। এছাড়া রানারআপ দলকেও দেওয়া হয় আর্থিক পুরস্কার সহ ট্রফি। এছাড়া আরো বিভিন্ন পুরস্কার রয়েছে অংশগ্রহণকারী দলগুলির জন্য। উক্ত প্রতিযোগিতার উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন শিলিগুড়ির পুরসভার চেয়ারম্যান প্রতুল চক্রবর্তী এবং এম এম আই সি মানিক দে। এছাড়াও ছিলেন বিশিষ্ট ফুটবলার মনজিৎ সিং এর বাবা প্যারা সিং এবং বিশিষ্ট ফুটবলার তাসি দরজি শেরপা। বলে শট মেরে প্রতিযোগিতার উদ্বোধন করেন শিলিগুড়ির ১২ নং ওয়ার্ড কাউন্সিলার বাসুদেব ঘোষ। উপস্থিত ছিলেন শিলিগুড়ির ১৪ নং ওয়ার্ডের সম্পাদক বিশ্বময় ঘোষ এবং সভাপতি কমল কুমার কর্মকার।

মোহনবাগান দিবস পালন

নিজস্ব প্রতিনিধি : প্রতি বছরের ন্যায় চলতি বছরেও শিলিগুড়ি মেরিনার্স এর তরফে ২৯ জুলাই মোহনবাগান দিবস পালন করা হল শিলিগুড়িতে। উল্লেখ্য মোহনবাগান অ্যাভিনিউকে সবুজ মেরুন বেলুন ও পতাকা দিয়ে সাজানো হয়। শতাব্দী প্রাচীন মোহনবাগান ক্লাবের ইতিহাস ও ২৯ জুলাই নিয়ে বক্তব্য রাখেন শিলিগুড়ি মেরিনার্স ক্লাবের সদস্যরা। উক্ত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন শিলিগুড়ি পুরনিগমের ডেপুটি মেয়র রঞ্জন সরকার। এদিন প্রথমে মোহনবাগান ক্লাবের পতাকা উত্তোলন করা হয়। বেলুন উড়িয়ে কেক কেটে এই বিশেষ দিনটি উদযাপন করা হয়।

কার্ল ম্যাকহিউকে ছেড়ে দিল মোহনবাগান

নিজস্ব প্রতিনিধি : আসন্ন মরসুমে মোহনবাগানের হয়ে খেলতে দেখা যাবে না কার্ল ম্যাকহিউকে। তিন বছর সবুজ-মেরুন জার্সি পরে খেলার পর তাঁকে অন্য জার্সিতে দেখতে পাবেন ফুটবল ভক্তরা। মোহনবাগানের ডিফেন্স ও মিডফিল্ডের অন্যতম ভরসা ছিলেন ম্যাকহিউ। পরপর দু'বার এটিকে মোহনবাগানকে ফাইনালে তোলার অন্যতম কারিগর ছিলেন তিনি। গতবার চ্যাম্পিয়নও হয় মোহনবাগান। গত মরশুমে ক্লাবের হয়ে ২১টি ম্যাচ খেলেন তিনি। ৩টি গোলও রয়েছে তাঁর নামে। মিডফিল্ডার হলেও একাধিকবার তাঁকে ডিফেন্ডারের ভূমিকাতেও খেলিয়েছেন কোচ ফেরান্দো। কোচের নির্দেশও সঠিকভাবে পালন করেছিলেন। ২০১৯-২০ মরশুমে তিনি এটিকে এফসি-তে যোগ দেন। তারপর এটিকে মোহনবাগানে আসেন। সব মিলিয়ে আইএসএলে মোট ৬৬টি ম্যাচ খেলেছেন তিনি। প্রসঙ্গত, মাদারওয়েল, ব্র্যাডডফোর্ড সিটি, প্লাইমাউথ আর্গাইলের মতো স্কটল্যান্ড ও ইংল্যান্ডের বিভিন্ন ক্লাবে খেলার পরে ২০১৯-এ ভারতে আসেন কার্ল। আয়ারল্যান্ডের অনূর্ধ্ব ১৭, ১৯ ও ২১ দলের হয়েও খেলার অভিজ্ঞতা রয়েছে তাঁর। সূত্রের খবর, এবার তাঁকে এফসি গোয়ার জার্সিতে দেখা যেতে পারে। তবে এখনও কিছু চূড়ান্ত হয়নি।

বিশ্বকাপের প্রস্তুতি খতিয়ে দেখতে ইডেনে আসবে প্রতিনিধি দল

নিজস্ব প্রতিনিধি : ওয়ানডে বিশ্বকাপের আর বেশি দেরি নেই। একেবারে দোড়গোড়াতে এসে হাজির বলা চলে আইসিসি আয়োজিত এই মেগা ইভেন্ট। এবারের বিশ্বকাপ এককভাবেই আয়োজন করতে চলেছে ভারত। ইতিমধ্যেই বিশ্বকাপের সূচিও ঘোষণা হয়ে গিয়েছে। অক্টোবর-নভেম্বর মাসে ভারতে অনুষ্ঠিত হতে চলা ওয়ানডে বিশ্বকাপের প্রস্তুতি একেবারে শেষ পর্যায়ে বলা চলে। যে সমস্ত স্টেডিয়ামগুলো ম্যাচ আয়োজনের দায়িত্ব পেয়েছে সেখানে একেবারে সাজো সাজো রব বলা চলে। যুদ্ধকালীন তৎপরতায় বিশ্বকাপের জন্য তৈরি করা হচ্ছে স্টেডিয়ামগুলোকে। ব্যতিক্রম নয় কলকাতার ইডেন গার্ডেন্সও। ওয়ানডে বিশ্বকাপের আয়োজনে কোনো ত্রুটি রাখতে চায়না ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশন অফ বেঙ্গল অর্থাৎ সিএবি। সিএবির কর্তা ব্যক্তিরা প্রতিনিয়ত স্টেডিয়ামের সংস্কার তদারকিতে ব্যস্ত। বিশ্বকাপ আয়োজনে কতটা প্রস্তুত ইডেন গার্ডেন্স? কেমন চলছে সংস্কারের কাজ? নির্ধারিত সময়ে কি তৈরি হয়ে যাবে স্টেডিয়াম? এই সব বিষয় খতিয়ে দেখতেই অগস্টে ইডেনে আসতে চলেছেন বিসিসিআই এবং আইসিসির প্রতিনিধি দল। সিএবির তরফে বিষয়টি নিশ্চিতও করা হয়েছে। বিশ্ব পর্যায়ের কোনো ইভেন্ট হলে স্বাভাবিকভাবেই বিশ্ব পর্যায়ের নিয়ামক সংস্থা ম্যাচ আয়োজক ভেন্যুগুলোতে রুটিন পরিদর্শনে আসেন। যা জানা যাচ্ছে আইসিসিও সেই রুটিনমাফিক পরিদর্শনেই আসবে ইডেনে। সিএবির অন্দরমহলে যা খবর তাতে করে ১-১০ অগস্টের মধ্যে এই প্রতিনিধি দল ইডেনে আসতে পারে। পাশাপাশি জানা গিয়েছে পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ড অর্থাৎ পিসিবির এক প্রতিনিধি দলও আসবে ইডেনে। ভারতে জাতীয় দলকে পাঠানোর আগে নিরাপত্তা বিষয়ক দিকটি সবকিছু ভালোভাবে দেখে নিতে চায় পিসিবি। আর সেই উদ্দেশ্যে ইডেনে আসবে তাদের প্রতিনিধি দল। পাকিস্তানের দুটি ম্যাচ রয়েছে ইডেন গার্ডেন্সে। দুটি ম্যাচ খুব গুরুত্বপূর্ণ। একটি রয়েছে বাংলাদেশের বিরুদ্ধে এবং অপরটি রয়েছে ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে।

পড়াশোনার পাশাপাশি সাঁতার শেখা দরকার : সায়নী

নিজস্ব প্রতিনিধি : পড়াশোনার পাশাপাশি খেলাধুলার প্রয়োজন আছে। আর তাই তো জয়নগরে জে এম পাঠভবন এবারে পড়াশোনার পাশাপাশি সাঁতারু তৈরির উদ্দেশ্যে জে এম সুইমিং ইনস্টিটিউট তৈরি করলো জয়নগরে। রবিবার জয়নগর মজিলপুর দওবাজারে এই সুইমিং ইনস্টিটিউটের আনুষ্ঠানিক সূচনা করলেন ইংলিশ চ্যানেল জয়ী বিখ্যাত সাঁতারু সায়নী দাস। এ ছাড়া এদিনের অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন নিমপীঠ রামকৃষ্ণ আশ্রমের সম্পাদক স্বামী সদানন্দজী মহারাজ, জয়নগরের বিধায়ক বিশ্বনাথ দাস, জয়নগর থানার আই সি রাকেশ চ্যাটার্জী, জয়নগর মজিলপুর পৌরসভার চেয়ারম্যান সুকুমার হালদার, পৌরসভার কাউন্সিলার রাখী ভট্টাচার্য, নবগোপাল গাঙ্গুলি, ইন্দিরা দাস, স্কুল পরিদর্শক কৃষেন্দু ঘোষ, শিক্ষক অরুণ ঘোষাল, সাংবাদিক উজ্জ্বল বন্দ্যোপাধ্যায়, সুইমিং ইনস্টিটিউটের যুগ্ম কর্ণধার ডা: হরিসাধন নস্কর, সঞ্চিতা নস্কর সহ আরো অনেকে। সায়নী বলেন, পড়াশোনার পাশাপাশি খেলাধুলা করলে পড়ার কোনো ক্ষতি হয় না। আমি নিজে সাঁতারের পাশাপাশি পড়াশোনা সমানভাবে চালিয়ে যাচ্ছি। নিজের মনের শক্তিই বড় শক্তি। আমি চাইবো এখানকার সমস্ত শিশুকে সাঁতার শেখানো হোক। সাঁতার শিখলে শরীর ভালো থাকে, মন ভালো থাকে, যেকোন কাজের এনার্জি তৈরি হয়। বিধায়ক বিশ্বনাথ দাস সুইমিং পুলের পাশে তৈরি হওয়া সেলফি জোনের উদ্বোধন করে সাঁতার শেখার প্রয়োজনীতা তুলে ধরেন। এছাড়াও এদিন সাঁতার শেখার প্রয়োজনীয়তার কথা তুলে ধরেন উপস্থিত অতিথিরা। এদিন সুইমিং পুলে সাঁতারের প্রশিক্ষন দেন প্রশিক্ষকেরা।

আই লিগ জিতে আইএসএলে পঞ্জাব এফসি

নিজস্ব প্রতিনিধি : আইএসএলে নতুন দল হিসাবে আত্মপ্রকাশ করল পঞ্জাব এফসি। আই লিগ থেকে প্রথম ক্লাব হিসাবে মিলিয়ন ডলার লিগে সুযোগ পেল পঞ্জাব এফসি। পাশাপাশি পঞ্জাব থেকে প্রথম ক্লাব হিসাবেও আসন্ন মরসুমে আইএসএল'এ খেলতে দেখা যাবে পঞ্জাব এফসিকে। দশম আইএসএল হতে চলেছে ১২ দলের। উত্তর ভারতের প্রতিনিধি হিসাবেই দেশের সেরা লিগে নাম লেখাল পঞ্জাব এফসি। কলকাতা ছাড়া বাকি শহর গুলি থেকে একটি করে দল আইএসএলে অংশ নিচ্ছে। আই-লিগের শিরোপা জেতার পাশাপাশি আইসিএলএস প্রিমিয়ার ওয়ান লাইসেন্সিং'এও সফল ভাবে উত্তীর্ণ হয়েছে পঞ্জাব। যার ফলে তাদের আর আইএসএল খেলতে বাধা থাকল না। ভারতীয় ফুটবল ফেডারেশনের তরফে আগেই জানানো হয়েছিল যে, ২০২২-২৩ মরসুমের আই লিগ চ্যাম্পিয়নরা ২০২৩-২৪ মরসুম থেকে আইএসএলে কোনো এন্ট্রি ফি ছাড়াই খেলার সুযোগ পাবে। তবে সূত্রের খবর, পঞ্জাব নাকি ফ্র্যাঞ্চাইজি ফি দিতে রাজি হয়েছে। আর এখানেই তৈরি হয়েছে খটকা। প্রশ্ন উঠেছে, এর পর থেকে কি আই লিগ থেকে আইএসএলে প্রোমোশন হলে, সব দলকেই এন্ট্রি ফি দিয়ে খেলতে হবে, নইলে আইলিগ চ্যাম্পিয়ন হয়েও কোনো লাভ হবে না? ২০২২-২৩ আই-লিগের গোটা মরসুমেই পঞ্জাব এফসি অসাধারণ পারফরম্যান্স করেছে। এই বছর মার্চে রাজস্থান ইউনাইটেডকে হারিয়ে প্রথম বার আই লিগ খেতাব জেতে পঞ্জাব এফসি।

মুর্শিদাবাদে স্পোর্টস কমপ্লেক্স করলেন গায়ক অরিজিৎ

নিজস্ব প্রতিনিধি : মুম্বইতে রাজ করছেন কিন্তু মুর্শিদাবাদের মাটি ভোলেননি। সুযোগ পেলেই চলে আসেন মুর্শিদাবাদে। সেলিব্রিটি হয়েও সাধারণদের মতই মেশেন। এবার মুর্শিদাবাদে মায়ের নামে স্পোর্টস কমপ্লেক্স করেন অরিজিৎ সিং। সেখানে ফুটবল ও ক্রিকেটের প্রশিক্ষণও শুরু হয়ে যাবে বলে খবর। বর্তমান সময়ে বলিউডের গানের জগৎ প্রায় একাই রাজত্ব করছেন এই বাঙালি শিল্পী। মুর্শিদাবাদ জেলার জিয়াগঞ্জ থেকে উঠে এসে বলিউডের সঙ্গীত জগতে তারকা হয়ে উঠেছেন। বলিউড কাঁপানোর পাশাপাশি কয়েক মাস আগে স্পেনের ন্যু ক্যাম্প স্টেডিয়ামে রিয়াল মাদ্রিদ বার্সেলোনার 'এল ক্লাসিকো' ম্যাচের আগে ডিজিটাল বোর্ডে একমাত্র ভারতীয় গায়ক হিসেবে অরিজিৎ সিংয়ের গান বেজে উঠেছিল। এবারের আইপিএলের উদ্বোধনীতে অরিজিৎই ছিলেন মূল আকর্ষণ। বরাবরই প্রচারের আড়ালে থেকে কাজ করতে ভালোবাসেন। মুর্শিদাবাদের জিয়াগঞ্জ শহরে এক স্পোর্টর্স কমপ্লেক্স তৈরি করে ফেললেন তিনি। প্রয়াত মায়ের নামে সাত একর জমির উপর ফুটবল ও ক্রিকেটের এই কমপ্লেক্স। অরিজিৎ ছোটবেলায় যে স্কুলে পড়াশোনা করেছিলেন সেই রাজা বিজয় সিংহ স্কুলের জমিতেই গড়ে তুলেছেন অদিতি ইনস্টিটিউশন অফ স্পোর্টস। মায়ের স্মৃতির উদ্দেশ্যে এই কাজ করেন তিনি। এই স্পোর্টস কমপ্লেক্সে ক্রিকেটের জন্য পাঁচটি উন্নতমানের পিচ তৈরি করা হয়েছে। খুব শীঘ্রই ক্রিকেটের প্রশিক্ষণ শিবির শুরু হয়ে যাবে। তিন সপ্তাহ ধরে ট্রায়াল হওয়ার পর ফুটবলারদের বেছে নেওয়া হয়েছে।

অসামাজিকদের দৌরাত্ম্যের শিকার খেলার মাঠ

দেবাশিস রায় : দিকে দিকে অসামাজিক লোকজনের দৌরাত্ম্যের শিকার হয়ে পড়েছে এলাকার একাধিক খেলার মাঠ। এসব নিয়ে কোথাও অভিযোগ তুলে পুলিশ-প্রশাসনের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়; কোথাও আবার অযথা ঝামেলায় জড়াতে না চেয়ে বিষয়টিকে এড়িয়ে যাওয়ারই প্রবণতা বেশি। তবে, যাই হোক না কেন এতে যে এলাকার খেলাধুলার পরিবেশ বেশ ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে তা বলাই বাহুল্য। শরীর-মন গঠনের ক্ষেত্রে খেলাধুলার গুরুত্ব যে অপরিসীম এটা কারও অজানা নয়। তথাপি সভ্য সমাজের মানুষ রূপী কিছু অসামাজিক লোকজনের নানাবিধ ঘৃণ্য কাজকর্মের কারণে বিভিন্ন এলাকার খেলাধূলার পরিবেশটাই নষ্ট হতে বসেছে। কোথাও মাঠের আনাচে কানাচে বোমা লুকিয়ে রাখা হয়। কোথাও রাতের অন্ধকারে বসে মদ-সাট্টা-জুয়ার আসর। রাতভর মাঠের ওপর অত্যাচার চালায় অসামাজিক লোকজনেরা। খেলার মাঠের যেখানে সেখানে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকে মদের বোতলের ভাঙা কাচের টুকরো সহ আরও ঘৃণ্য কিছু বস্তু। এককথায়, শরীর-মন গঠনের একাধিক তীর্থক্ষেত্র অসামাজিক লোকজনের খপ্পড়ে পড়ে যাওয়ায় খেলাধুলার সুষ্ঠু পরিবেশটাই কার্যত চ্যালেঞ্জের মুখে। ঠিক যেমন পূর্ব বর্ধমান জেলার মুরাতিপুর। এই জেলার ভাতার থানার অধীনস্থ অন্যতম বর্ধিষ্ণু জনপদ মুরাতিপুর গ্রামে একটি খেলার মাঠ রয়েছে। এই মাঠেই খেলাধুলার মধ্য দিয়ে এলাকার ছেলেমেয়েরা বড়ো হয়ে ওঠে। কিন্তু, দীর্ঘদিন ধরে কিছু লোকজনের অসামাজিক কাজকর্মের কারণে সেই মাঠের খেলাধুলার পরিবেশটাই কলুষিত হয়ে পড়েছে। সভ্য সমাজকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে এলাকার অসামাজিক লোকজন রাতের অন্ধকারে খেলার মাঠেই একাধিক ঘৃণ্য কর্মকাণ্ডে লিপ্ত হয়। সম্প্রতি, এলাকাবাসীর এবিষয়ে অভিযোগ তুলে মাঠটির খেলাধুলার পরিবেশ ফিরিয়ে দেওয়ার জন্য পুলিশের দৃষ্টি আকর্ষণও করেছেন। সেই অভিয়োগ অনুযায়ী জানা গিয়েছে, রাতের অন্ধকার নামতেই খেলার মাঠের দখল চলে যায় মদ্যপদের হাতে। মাঠে ছড়িয়ে থাকে কাচের বোতলের ভাঙা টুকরো। যেকারণে নিরাপদে খেলাধুলার পরিবেশটাই বিঘ্নিত হয়। মুরাতিপুরের মাঠের এটা কোনও বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়। রাজ্যজুড়ে কোণায় কোণায় এরকম অসংখ্য মুরাতিপুর রয়েছে। কোনওটা খবরের শিরোনামে আসে তো কোনোটা দাপুটে-অসামাজিক লোকজনের চোখরাঙানির ভয়ে আড়ালেই থেকে যায়। একদিকে, সর্বগ্রাসী স্মার্টফোন সহ চিত্তাকর্ষক নিত্যনতুন ইলেকট্রনিক্স গ্যাজেটের কারণে তরুণ প্রজন্মের সিংহভাগই খেলার মাঠকে ভুলতে বসেছে। অন্যদিকে সেই সুযোগে খেলার মাঠের বুকে কার্যত রাজ করছে কিছু অসামাজিক লোকজন। তার ওপর আবার কোনো কোনো মাঠ ক্রীড়াক্ষেত্রে রাজনীতির শিকার হয়ে পড়ে। সবমিলিয়ে অনেক জায়গায় মাঠে খেলাধুলার পরিবেশটা বেশ কোণঠাসা। তবে, এতসব প্রতিকূলতার মধ্যে এখনও তরুণ প্রজন্মের একাংশ খেলাধূলার জগতে ছাপ ফেলার আপ্রাণ চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। শহরের খেলাধুলার জগতে যথাযথ পরিকাঠামো সহ নিরাপদ পরিবেশের কার্যত কোনো অভাব না থাকলেও মফঃস্বল কিংবা গ্রামবাংলার খেলার মাঠগুলির বেশির ভাগই সেসব সুবিধা থেকে অনেকাংশেই বঞ্চিত। তা সত্ত্বেও এসব প্রতিবন্ধকতার মধ্যেই যাঁরা বঙ্গের ক্রীড়াক্ষেত্রে নজির সৃষ্টি করে চলেছেন তাঁদের তো কুর্নিশ জানাতেই হয়। পাশাপাশি নির্দ্বিধায় এটা বলাই যায়; খেলার মাঠগুলি হয়ে উঠুক শরীর-মন গঠনের পবিত্র ভূমি, কোনো অসামাজিকদের অপবিত্র ক্ষেত্র নয়। যদি দলমত নির্বিশেষে সকলে মিলে সেই পবিত্র ভূমিকে রক্ষা করা না যায় তাহলে এই প্রতিশ্রুতিবান তরুণ প্রজন্ম মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হবে, যেটা সভ্য সমাজের কাছে নিঃসন্দেহে অত্যন্ত লজ্জাজনক।

www.alipurbarta.org facebook.com/alipur.barta.5 6291206675 alipurbarta1966@gmail.com alipur_barta@yahoo.co.in

Printed by Sudhir Nandi Published by Sudhir Nandi on behalf of Nikhil Banga Kalyan Samity and Printed at Nikhil Banga Prakasani, Vivek Niketan, Vill- Samali, P.O.- Nahajari, P.S.-Bishnupur, South 24 Parganas and Published at 57/1A, Chetla Road, Kolkata- 27. Editor: Dr. Jayanta Choudhuri.

নিখিলবঙ্গ কল্যাণ সমিতি-র পক্ষে সুধীর নন্দী কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত এবং নিখিলবঙ্গ প্রকাশনী, বিবেক নিকেতন, গ্রাম-সামালি, পোস্ট-ন'হাজারি, থানা-বিষ্ণুপুর, দক্ষিণ ২৪ পরগনা হইতে মুদ্রিত এবং ৫৭/১এ, চেতলা রোড, কলকাতা-৭০০ ০২৭ (ফোন-২৪৭৯-৮৫৯১) হইতে প্রকাশিত। সম্পাদক : ড. জয়ন্ত চৌধুরী। সহ সম্পাদক : কুণাল মালিক। ফ্যাক্স নং : ০৩৩-২৮৩৯-১৫৪৪, ই-মেল-alipur_barta@yahoo.co.in/alipurbarta1966@gmail.com